ঠান্‌দিদির গল্প।

বর্গীরহাঙ্গামা, স্বর্গের ছবি, হার-রহস্য,

এই তিনটি উপন্যাস।

কলিকাতা।

৩নং বীডন স্কোয়ার নূতন কলিকাতা যন্ত্রে

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত।

ও

শ্রীবিহারীলাল দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত

১২৯৭।

বক্তব্য।

"ঠাকুর দাদার গল্প" নামেই এই পুস্তক মুদ্রিত হইতেছিল, —কিন্তু ইতি মধ্যে এই নামে একখানি স্কুলপাঠ্য পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতেই আমাদিগকে বাধ্য হইয়া এই পুস্তকের নাম পরিবর্ত্তন, করিয়া ইহার নাম "ঠান্‌দিদির গল্প" রাখিতে হইল। আমাদের পাঠকদিগের মধ্যে অনেকেই ঠাকুর দাদার নিকট হইতে কত গল্প শুনিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা নিশ্চয় অধিক গল্প ঠান্‌দিদির নিকট শুনিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের নিকট আমাদের পুস্তকের নূতন নাম পূর্ব্বনাম অপেক্ষা প্রিয়তর হইবে সন্দেহ নাই।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

ঠাকুর দাদার গল্প।

বর্গীর হাঙ্গামা।

(১)

যশোহর প্রদেশস্থ নবগঙ্গা নাম্নী প্রকৃতি-শোভায় সুশোভিতা নদীর তীরে শত্রুজিৎপুর নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। এক্ষণে এই গ্রামে বহুসংখ্যক ভদ্র পরিবার বাস করেন। এক্ষণে এই গ্রামের নিম্ন দিয়া, নবগঙ্গার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া, প্রত্যহই ষ্টীমার গমনাগমন করিতেছে।—এক্ষণে এই গ্রাম একটি ক্ষুদ্র বন্দরে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি,—সে সময়ে এই স্থানে কোন গ্রামই ছিল না; নবগঙ্গার উভয় তীরে তৎকালে নিবিড় অরণ্য, বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই অরণ্যের আর এক্ষণে কোনই চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। যেখানে ব্যাঘ্র ভল্লূক বাস করিত, সেইখানে লোকাকীর্ণ বাজার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; যেখানে আরণ্য বৃক্ষ সকল সগর্ব্বে দণ্ডায়মান ছিল, সেইখানেই এক্ষণে ইষ্টক-নির্ম্মিত সৌধমালা শোভা পাইতেছে। কিন্তু সেই প্রাচীন অরণ্যের একেবারে সকল চিহ্ন এখনও যায় নাই; আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে অরণ্যের সমস্ত বৃক্ষের মস্তক উত্তীর্ণ হইয়া, একটি বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষের মস্তক বহুদূরে

হইতে দেখিতে পাওয়া যাইত। অরণ্যের সকলই কালের তরঙ্গে ভাসিয়া গিয়াছে, কিন্তু এই বৃহৎ অশ্বত্থবৃক্ষ জরাজীর্ণ হইয়া, এখনও শত্রুজিৎপুরে নবগঙ্গার তীরে দণ্ডায়মান আছে। এত প্রাচীন বৃক্ষ বঙ্গদেশের আর কোন খানে আছে কি না, আমরা তাহা জানি না। কেবল যে প্রাচীন বলিয়াই এই বৃক্ষটি আদরণীয়, এরূপ নহে; এই জরাজীর্ণ বৃক্ষ আজও যে শোকপূর্ণ ঘটনার সাক্ষ্য স্বরূপ দণ্ডায়মান আছে, তাহার ন্যায় শোকোচ্ছ্বাসোদ্দীপক ঘটনা বাঙ্গালা দেশে আর কখনও ঘটিয়াছে কি না, তাহাও আমরা জানি না। এই বৃক্ষের গুঁড়ির এক পার্শ্বে নিম্নলিখিত বাঙ্গালা শ্লোকটি লিখিত ছিল, কয়েক বৎসর হইল, ইহার গুঁড়ির এই অংশ ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছে।

প্রেমের বিমল যোগ দেখিলাম কাননে,
যদি কেহ দেবী থাকে বল্লরী সে ভুবনে।

ঘটনা ক্রমে এক সময়ে বৃক্ষগাত্রে ক্ষোদিত এই কয়েক ছত্র আমার চক্ষে পতিত হয়; সেই দিন হইতে বল্লরীকে এবং তাহার বিবরণই বা কি, তাহাই অবগত হইবার জন্য আমার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। অনেক অনুসন্ধানের পর, তাহার ইতিহাস, যাহা অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহাই নিম্নে লিখিত হইতেছে;—

* * * * *

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে মুরশিদাবাদে আলিবর্দ্দি খাঁ রাজত্ব করিতেছিলেন; কিন্তু নামে তিনি বাঙ্গালা বেহার উড়িষ্যার অধিপতি থাকিলেও, প্রকৃত পক্ষে তৎকালে তাঁহার ক্ষমতা মহারাষ্ট্রীয়গণের উৎপাতে নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া

বালকের বয়স পঞ্চদশ, বালিকার বয়স একাদশ। বালকের গঠন সুগোল, শরীরে যথেষ্ট বল আছে বলিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, রং গৌর, শ্রী প্রকৃতই সুন্দর। গলায় শ্বেত ব্রহ্মণ্য ব্যঞ্জক পবিত্র সূত্র বিলম্বিত; সুতরাং, দেখিলেই বালককে ব্রাহ্মণ-সুত বলিয়া বুঝিতে পারা যায়।

বালক যদি সুন্দর হয়, তবে বালিকার সৌন্দর্য্যে বর্ণনা হয় না। বালিকার পার্শ্বে বালকের রূপ মেঘাবৃত চন্দ্রের ন্যায় হইয়াছে। ক্ষুদ্র নৌকা, বালক বলিকার ভরে প্রায় জলের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। সেই নৌকায় দুর্গা-প্রতিমার ন্যায় বালিকা উপবিষ্টা। তাহার আজানুলম্বিত কৃষ্ণ কেশরাশি আলুলায়িত হইয়া, সর্ব্বাঙ্গে তরঙ্গায়িত হইতেছে; তাহার কমনীয় বদনে অস্তমিত সূর্য্যের সুবর্ণ রঙ্গ প্রতিভাষিত হইতেছে। নদীর দুই পার্শ্বে নিবিড় বন; বোধ হইতেছে, যেন সত্য সত্যই বনদেবী নবগঙ্গার সুবিমল জলে ভাসিয়া যাইতেছে।

বর্গীগণ নদী-বক্ষে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিল; কিন্তু হায় সেই নর-পশুগণের কি সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা ছিল! থাকিলে, তাহারা কি কখন অতুলনীয় তাজমহল ভগ্ন করিবার জন্য বল্লম উত্থিত করিতে সক্ষম হইত! এই ক্ষুদ্র বালক বালিকাকে দেখিয়া, তাহাদের হৃদয়ে বিন্দুমাত্র দয়ার উদ্রেক হইল না। এত-ক্ষণে পূজার বলি ভগবান্ আপনা অপনি মিলাইয়া দিলেন ভাবিয়া, তাহারা হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উপলব্ধি করিল এবং চীৎকার করিয়া বালক বালিকাকে নৌকা তীরে লাগাইতে অনুজ্ঞা করিল।

এতক্ষণ বালক বালিকা নিজ মনে প্রাণপণে দাঁড় ফেলিতে ছিল। সহসা নির্জ্জন অরণ্যে বিকট মনুষ্যস্বর শুনিয়া উভয়েই স্তম্ভিত

হইয়া দাঁড় ছাড়িল। দেখিল, তীরে বর্গী! দেখিয়া, উভয়ের মুখ বিশুষ্ক হইয়া গেল। বালিকার চক্ষে জল আসিল, বলিল,—"বিমল, বর্গী!" বিমল বালিকাকে উৎসাহিত করিবার জন্য নিজ হৃদয় ভাব গোপন করিয়া বলিল,—"ভয় কি বল্লরি! আমরা ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণদের ওরা কিছু বল্‌বে না।"

"ঐ দেখ! আবার ডাক্‌চে।"

"কি কর্ব্বো? চল, ওরা কি বলে শুনে যাই।"

"ওরা যদি আমাদের না ছাড়ে, তবে মা না খেয়ে মরে যাবেন।"

"ঠিক্ বলেছ, বল্লরি; কিন্তু ওদের কথা না শুনে যদি আমরা যাই, তা হ'লে ওরা এখনই এসে আমাদের ধর্ব্বে।"

"তবে কি কর্ব্বে?"

"এক কাজ কর, তুমি চলে যাও; আমি ওদের সঙ্গে দেখা করে যাই।"

"ওদের কাছে গেলে যদি আমাদের না ছাড়ে?"

"ঠিক্ বলেছ! তুমি চলে যাও, আমি সাঁতার দিয়ে ওদের কাছে যাচ্চি।"

"যদি তোমাকে ওরা ধরে রাখে।"

"আমি ব্রাহ্মণ, আমাকে কিছু বল্‌বে না।"

"না বিমল, এস আমরা পালাই। ওরা আমাদের ধর্ত্তে পার্বে না।"

"এখনই ধর্ব্বে। ঐ দেখ, জলে নাব্‌চে!"

সত্য সত্যই কয়েক জন মহারাষ্ট্রীয় জলে অবতীর্ণ হইবার আয়োজন করিতেছিল দেখিয়া, বিমল তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া

বলিল,—"আমাদের মা তিন দিন নাখেয়ে আছেন, তাঁর জন্যে খাবার নিয়ে আমরা যাচ্চি। আমরা ব্রাহ্মণ, আমাদের ধরে যদি রাখ, তবে ব্রহ্মহত্যা হবে। নেহাত যদি তোমরা না শোন, তবে একে এই নৌকায় চলে যেতে দেও। আমি সাঁতার দিয়ে তোমাদের কাছে আস্‌চি।"

বর্গীগণ পরামর্শ করিয়া এ প্রস্তাবে সম্মত হইল। তখন বিমল নৌকা হইতে নবগঙ্গাজলে লম্ফপ্রদানে প্রস্তুত হইল। বল্লরী বলিল,—"বিমল, তুমি শীগ্‌গির করে চলে এস। মার খাবার নিয়ে যাচ্চি, না হলে, আমি তোমার সঙ্গে থাক্‌তেম। দেরি কর ত, আমি তোমাকে খুঁজ্‌তে আস্‌ব।"

"ভয় কি বল্লরি! —আমি এখনই আস্‌চি।"

এই বলিয়া বিমল, আদরে বল্লরীর গোলাববিনিন্দিত ওষ্ঠে চুম্বন করিয়া জলে অবতীর্ণ হইল। নৌকা তীরবেগে চলিয়া গেল। বিমল সন্তরণ করিয়া স্ব-ইচ্ছায় বর্গীদিগের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিতে চলিল।

(৩)

তীরে উঠিয়া, বিমল নিজ বিপদ্ উপলব্ধি করিল। তখন বুঝিল, বল্লরীর সহিত সাক্ষাৎ তাঁহার এ জীবনে আর কখন ঘটিবে না; কালীর সম্মুখে তাহাকে বলিপ্রদান করা হইবে। ব্রাহ্মণ বলিয়া তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, হিন্দু বর্গীগণ তাহার উপর কোন অত্যাচার করিবে না; কিন্তু হায়! তাহাকে হাতে পাইয়া তাহারা, বিমল যে ব্রাহ্মণ, এ কথা বিশ্বাসই করিল না। তাহার গলা হইতে পবিত্র সূত্র ছিন্ন করিয়া দূরে নিক্ষেপ

করিল। বলিল,—"বর্গীর ভয়ে অনেক ধূর্ত্ত বাঙ্গালি পইতা পরিয়া ব্রাহ্মণ হইয়াছে।"

বিমল মৃত্যুতে ভীত ছিল না। বাঁচিবার আর কোন আশা নাই দেখিয়া, সে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইল; তবে, বল্লরীর সহিত একবার শেষ সাক্ষাতের জন্য তাহার হৃদয় ব্যাকুলিত হইল। সে যে, তাহার জন্য ব্যাকুলভাবে অপেক্ষা করিবে, তাহাকে না দেখিতে পাইলে, সে যে কোন মতেই আর প্রাণে বাঁচিবে না।

সন্ধ্যার পরই পূজার আয়োজন হইল। বৃহৎ অশ্বত্থবৃক্ষ সিন্দূরে রঞ্জিত হইল, বৃক্ষ-নিম্নে ঘট স্থাপিত হইল, সম্মুখে যূপ কাষ্ঠ প্রথিত হইল। পাছে বিমল পলায়ন করেন বলিয়া, দুর্বৃত্ত-গণ তাঁহার হস্ত ও পদ সুদৃঢ় রজ্জুতে বাঁধিয়াছিল। সম্পূর্ণ নিরানন্দ ভাবে বিমল নিজ মৃত্যুর আয়োজন, চক্ষের উপর আয়োজিত হইতেছে দেখিতে লাগিল। তাহার দুই চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল; মৃত্যুর জন্য তাহার চক্ষে জল নহে, জল—বল্লরীর জন্য।

পূজা আরম্ভ হইল। দুর্বৃত্তগণ তাহাকে টানিয়া নবগঙ্গার তীরে আনিল। তাহাকে পশুর ন্যায় স্নান করাইল; তৎপরে, তাহার সমস্ত কপাল লোহিত চন্দনে ও সিন্দূরে রঞ্জিত করিল, তাহার স্কন্ধে ঘৃত লেপন করিল। তৎপরে, তাহাকে টানিয়া আবার অশ্বত্থবৃক্ষ-তলে আনিল। এই সময়ে তাহারা ভাং-পানে এতই উন্মত্ত হইয়াছিল যে, হিতাহিত জ্ঞান-বিরহিত হইয়া গিয়াছিল যে, বৃক্ষের চারি দিক্ বেষ্টন করিয়া উন্মুক্ত অসি হস্তে সকলে নৃত্য করিতেছিল। বিমল একবার চারি দিকে চাহিয়া এই দৃশ্য দেখিল; দেখিয়া জীবনের শেষ আশা বিসর্জ্জন দিল।

একবারমাত্র চীৎকার করিয়া বলিল,—"মা গো! এরা ব্রহ্মহত্যা কর্ব্বে, মা, তুমি দেখো!" মহারাষ্ট্রীয়গণের নেশার চীৎকারে তাহার কথা কেহই শুনিতে পাইল না।

বলির সময় উপস্থিত হইল। কয়েক জনে টানিয়া লইয়া তাহাকে হাড়িকাঠে ফেলিল। চারি দিকে মহারাষ্ট্রীয়গণ গগন বিদীর্ণ করিয়া, "মা! মা!" শব্দ করিয়া উঠিল। তাহার মস্তক বিঘূর্ণিত হইল। চক্ষুর সম্মুখে যেন সহসা কি এক অভূতপূর্ব্ব আলোকে জ্বলিয়া উঠিল। কর্ণে যেন কি এক মধুর বাদ্যধ্বনি শ্রুত হইল। এই সময়ে বিমল যেন শুনিল, বল্লরি ডাকিল,—"বিমল! বিমল আমি এসেছি।" অমনি বিমল হাড়িকাঠ হইতে আত্ম-মুক্তির জন্য একবার প্রাণপণে চেষ্টা পাইল;—কিন্তু তাহাতে নিষ্ফল হইয়া বলিল,—"বল্লরি! বল্লরি! আমায় বাঁচাও!"

তিনি ইহার উত্তরে এক বিকট শব্দ শুনিলেন। সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল।

(৪)

নবগঙ্গার তীরে আনন্দপুর নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল। এই গ্রামে হরিহর চট্টোপাধ্যায় নামক একজন বর্দ্ধিষ্ণু ব্রাহ্মণ বাস করিতেন।—বল্লরী, হরিহর চট্টোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা। আনন্দপুরের তাঁহারা আদিম অধিবাসী নহেন; পূর্ব্বে গঙ্গার তীরে শ্যাম-পুর নামক স্থানে তাঁহারা বাস করিতেন; তথায় বর্গীর উৎপাত হওয়ায়, পলাইয়া আসিয়া, এই গ্রামে বসতি করেন।

হরিহর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের রামগোপাল মুখোপাধ্যায় নামক একজন প্রতিবেশীর সহিত বিশেষ সৌহার্দ্দ ছিল। উভয়ে উভয়কে যথেষ্ট ভাল বাসিতেন। বিমল,এই মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের

পুত্র। বহুদিন হইতেই বিমল ও বল্লরীর বিবাহ দিবার কথা স্থির ছিল। উভয় বন্ধু উভয়কে বৈবাহিক বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন।—বড়ই আনন্দে ও সুখে তাঁহাদের দিন কাটিতেছিল। সহসা এই সময়ে শ্যামপুরে বর্গী পড়িল। মুখোপাধ্যায় মহাশয় বর্গীর হস্তে সপরিবারে নিহিত হইলেন; কেবল বিমল দৈব-অনুগ্রহে রক্ষা পাইল। তাহাকে লইয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সপরিবারে আনন্দপুরে আসিলেন। এখানে তাঁহারা তিন চারি বৎসর নিরাপদে ছিলেন। কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সেই সময়ে এ অঞ্চলেই বর্গীগণ প্রবিষ্ট হইয়াছিল; সুতরাং, আর এখানে থাকাও নিরাপদ্ নয় বিবেচনা করিয়া, মুরশিদাবাদেই থাকাই, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্থির করিলেন এবং তথায় একটি বাসস্থান স্থির করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। তাঁহার প্রস্থানের প্রায় একমাস পরে, একদিন 'আনন্দপুরের দিকে বর্গী আসিতেছে' ---জনরব উঠিল। গ্রামবাসিগণ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া জঙ্গলে পলাইতে আরম্ভ করিল। বিমল, বল্লরী ও বল্লরীর জননীকে লইয়া নিভৃত বনে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেইখানে একখানি ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিলেন।

অনাহারে একদিন কাটিল। বিমল ও বল্লরী বনে বনে ঘুরিয়া বনফল সংগ্রহ করিয়া আহার করিত; সুতরাং, তাহাদের অনাহারে তত কষ্ট হইত না; কিন্তু জননী অনাহারে প্রায় মৃতপ্রায় হইলেন। এইরূপ জঙ্গলে অনাহারে কয় দিন প্রাণ থাকিবে? বিমল ও বল্লরী বহুকষ্টে জননীর অনুমতি লইয়া আহারের চেষ্টায় বহির্গত হইল। একখানি ক্ষুদ্র নৌকা সংগ্রহ করিয়া, তাহারা উভয়ে দূরবর্ত্তী গ্রামে আহারীয় দ্রব্যাদি ক্রয়

করিতে যাত্রা করিল,—তথায় আহারীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া ফিরিবার সময়, পথিমধ্যে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা আমরা বলিয়াছি।

পথে যে বর্গীদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, বল্লরী মাকে তাহা বলিল না। বিমল যে সেই সকল রাক্ষসদিগের নিকট গিয়াছেন, তাহাও সে তাঁহাকে বলিল না। তিনি বিমলের কথা জিজ্ঞাসা করায়, সে বলিল,—"বিমল, ওপারে আছে, আমি আবার গিয়ে তাকে পার করে আন্‌ব।" মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে আবার ও পারে থাক্‌ল কেন? চারি দিকে বর্গী ঘূর্‌চে।" বল্লরী কি উত্তর দিবে, তাহা প্রথমে স্থির করিতে পারিল না। বলিল,—"আমি এখনই যাচ্চি।" এই বলিয়া বল্লরী আবার আসিয়া নৌকায় উঠিল। মা তাহাদের জন্য ভাত চড়াইলেন।

(৫)

বিমলকে ত্যাগ করিয়া বল্লরী কয় মিনিট থাকিতে পারে? সে মায়ের জন্য যে সকল খাবার আনিয়াছিল, তাহাই তাঁহাকে খাওয়াইয়া সুস্থ করিল। তৎপরে, তিনি যেই তাহাদের জন্য রাঁধিতে গেলেন, অমনি সে তীরবেগে বিমলের অনুসন্ধানে যাত্রা করিল।

তখন রাত্রি হইয়াছে।—অন্ধকার রাত্রি, তাহাতে নিবিড় অরণ্য। শাখায় শাখায় ছায়া ঘনীভূত হইয়া, অরণ্যে এমনই ঘোর অন্ধকার হইয়াছে যে, কিছুই কোন দিকে দেখিতে পাওয়া যায় না। ও পারে যাইতেছে ও বিমলকে আনিতে যাইতেছে বলিয়াই, কেবল মা তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন; নতুবা, তিনি কখনই এমন অন্ধকার রাত্রে তাহাকে নিজ পার্শ্ব হইতে যাইতে দিতেন না।

কিন্তু বল্লরীর ভয় নাই। বিমলের চিন্তায় তাহার হৃদয় পূর্ণ, ভয় সে হৃদয়ে কোথায় স্থান পাইবে? সে সবলে ক্ষেপণী সঞ্চালন করিয়া চলিল; কিন্তু বিমল যে, নদীর কোন্ স্থানে তাহাকে পরি-করিয়া গিয়াছিলেন, অন্ধকারে সে তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিল না। সে নবগঙ্গার বক্ষে নৌকা বাহিয়া চলিল।

এক স্থানে অরণ্য মধ্যে সে আলোক দেখিতে পাইল। সেই স্থান হইতে মনুষ্যের কোলাহল ধ্বনিও উত্থিত হইতেছে শুনিতে পাইল; সেই খানেই যে বর্গীগণ আছে, সে স্পষ্টই বুঝিতে পারিল। এতক্ষণ সে নির্ভয়ে আসিতেছিল; কিন্তু এক্ষণে তাহার প্রাণে ভয় দেখা দিল। বর্গীকে ভয় করিতে সে বাল্যকাল হইতে শিক্ষা পাইয়াছে। সে নদী বক্ষে নৌকা বাহিয়া কি করিবে, তাহাই ভাবিতে লাগিল; কিন্তু কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, সে দুই তিন বার "বিমল! বিমল!" বলিয়া ডাকিল; কিন্তু কেহই তাহার কথায় উত্তর প্রদান করিল না। তখন সে ভাবিল যে, নিশ্চয়ই বিমল গৃহাভিমুখে ফিরিয়াছে। এই ভাবিয়া সে নৌকার মুখ ফিরাইয়া গৃহাভিমুখে চলিল।

এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয়গণ বিমলকে স্নান করাইবার জন্য নদী-তীরে আনিয়াছিল। বিমল তাহাদিগকে বলিলেন,—"তোমরা কেন আমার উপর অত্যাচার করিতেছ?—আমি নিজেই স্নান করিতেছি।" নিস্তব্ধ রাত্রিতে নিবিড় অরণ্য মধ্যে নদীবক্ষে এই কয়টি শব্দ প্রতিধ্বনিত হইতে হইতে বল্লরীর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। সে তৎক্ষণাৎ নৌকা ফিরাইয়া সেই দিকে সবলে বাহিয়া চলিল; কিন্তু তীরে আসিয়া আর কাহাকেও দেখিতে পাইল না। সে তীরে তীরে অনেক দূর পর্য্যন্ত অন্ধকারে উন্মাদিনীর ন্যায় বিমলকে

খুঁজিল, কিন্তু দেখিতে পাইল না। তখন বিমলের ভাবনায় তাহার হৃদয়ের সকল ভাবনা লোপ পাইল। তাহার বর্গীর ভয় হৃদয়ে বিলুপ্ত হইল। সে উন্মাদিনীর ন্যায় বর্গীদিগের শিবিরের দিকে চলিল।

বর্গীগণ নিজ নিজ আমোদে এত নিমগ্ন হইয়াছিল যে, কেহই তাহার গমনাগমন লক্ষ্য করে নাই। সে চারি দিকে বিমলকে খুঁজিল, কোথায়ও দেখিতে পাইল না, সে আর হৃদয়াবেগ উপশমিত করিতে পারিল না; চীৎকার করিয়া "বিমল! বিমল!" বলিয়া ডাকিল। হাড়িকাঠস্থিত বিমলের কর্ণে বল্লরীর স্বর প্রবিষ্ট হইয়াছিল।

তাহার পর, সে যাহা দেখিল, তাহাতে সে বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। সে দেখিল, বিমল হাড়িকাঠে নিবদ্ধ হইয়াছেন; একজন শাণিত খড়্গ উত্তোলিত করিয়াছে। নিমিষ মধ্যে খড়্গ বিমলের স্কন্ধে পড়িল, তাঁহার শরীর হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে পড়িল, রক্তে চারি দিক্ প্লাবিত হইয়া গেল। বিকট চীৎকার করিয়া বল্লরী ছুটিল।

ভাঙে বিঘূর্ণিত মস্তক মহারাষ্ট্রীয়গণ দেখিল, আলুলায়িতকেশা একটি বালিকা চীৎকার করিয়া উঠিল। তৎপরে, সে কোন্ দিকে কোথায় অন্ধকারে মিশিয়া গেল। তাহাদের মশালের আলোকে মুহূর্ত্তের জন্য তাহারা এই দেবীমূর্ত্তি দেখিয়াছিল। ঘোর অমানিশায় নিবিড় অরণ্য মধ্যে সহসা এই মূর্ত্তি দেখিয়া, তাহাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হইল। কেমন আপনা আপনিই তাহাদের সকলেরই হৃদয়ে উদিত হইল যে, বোধ হয়, তাহারা আজ সত্য সত্যই ব্রহ্মহত্যা করিয়াছে। যাহা হউক, তাহারা

তৎক্ষণাৎ সেই স্থান হইতে শিবির তুলিয়া, সেই রাত্রেই সে বন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। তাহারা এত তাড়াতাড়ি সে স্থান পরিত্যাগ করিয়াছিল যে, অশ্বত্থ বৃক্ষের নিম্নে পূজার আয়োজন তেমনই রহিয়া গেল; সেই নৈবেদ্য, সেই ঘট, সেই ফুল বিল্বপত্র, সেই হাড়িকাঠ, সেই খড়্গ, সেই মৃতদেহ, আর সেই চারি দিকে মশাল,—সকলই রহিল। সহসা দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয়, নিতান্ত ভয় পাইয়াই মহারাষ্ট্রীয়গণ পূজা করিতে করিতে স্ব স্ব জীবন রক্ষা করিবার জন্য, যে যেখানে পাইয়াছে, পলায়ন করিয়াছে।

(৬)

মহারাষ্ট্রীয়গণ প্রস্থান করিলে, একটি বালিকা পা টিপিয়া টিপিয়া নিঃশব্দে সেই স্থানে আসিল। বৃক্ষের নিম্নে আসিয়া, অতি মৃদুস্বরে ডাকিল,—"বিমল! বিমল!" কেহই উত্তর দিল না।

তখন বল্লরী ধীরে ধীরে হাড়িকাঠের নিকট আসিল। বহুক্ষণ এক দৃষ্টে মশালের আলোকে হাড়িকাঠের দিকে চাহিয়া রহিল। তৎপরে, সে সেই স্থানে বসিয়া, সর্ব্বাঙ্গে সেই প্রবাহিত রক্ত মাখিতে আরম্ভ করিলে। সমস্ত শরীর রক্তে রঞ্জিত হইলে, সে বিমলের মস্তকটি কুড়াইয়া আনিয়া, তাঁহার শরীরের সহিত সংযুক্ত করিল; তৎপরে, সেই মৃত দেহের পার্শ্বে শয়ন করিয়া, শবের গলা জড়াইয়া সে নিদ্রিত হইল।

নিদ্রিত হইয়াছিল, কেমন করিয়া বলিব? যখন মাংসাশী শৃগালগণ মাংসের লোভে মৃতদেহের নিকটস্থ হয়, অমনি সে বীণা-বিনিন্দিত স্বরে ডাকে,—"বিমল! বিমল!" এই শব্দ শুনিয়া, শৃগালগণ দূরে পলায়ন করে এবং দূরে যাইয়া সতৃষ্ণ নয়নে অপেক্ষা করে। যেই আবার চারি দিক্ নিঃশব্দ হইয়া যায়, অমনই তাহারা

দলে দলে সেই মৃতদেহের নিকটস্থ হয়; কিন্তু মৃতদেহের নিকটস্থ হইলেই সেই মধুর স্বরে "বিমল! বিমল!" শব্দ; অমনি তাহারা সরিয়া যায়, নিকটে আসিতে সাহস করে না।

দিন রাত মাংসাশী পশু ও পক্ষিগণ এই দেহ আহার করিবার জন্য দেহের নিকট দণ্ডায়মান। দলে দলে পালে পালে এই দেহের চারি দিকে তাহারা ঘুরিতেছে, ডাকিতেছে, বিবাদ করিতেছে; কিন্তু দেহের নিকট আসিলেই, দেহ হইতে মধুর "বিমল! বিমল!" শব্দ উত্থিত হয়। দেহে জীবন আছে বলিয়া, অমনি তাহারা পলাইয়া যায়।

এক দিন, দুই দিন করিয়া, সাত দিন কাটিল। বল্লরী বিমলের দেহ বেষ্টন করিয়া আছে, একবারও উঠে নাই। পূতিগন্ধে চারি দিক্ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। বিমলের দেহ গলিত হইয়া পড়িতেছে; কিন্তু বল্লরী তেমনই গলা জড়াইয়া, তেমনই মুখে মুখ দিয়া, শয়ন করিয়া আছে। তাহার শরীরে বল নাই, তাহার জীবন আছে কি না, দেখিলে বুঝিতে পারা যায় না; কিন্তু কেহ নিকটে গেলেই সেই মৃতপ্রায় দেহ হইতে ক্ষীণ স্বরে কেবলমাত্র দুইটি শব্দ নির্গত হয়,—"বিমল! বিমল!"

পূতিগন্ধে মাংসাশিগণ আহারের জন্য উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিল। এ দিকে, বল্লরীর স্বরও দিন দিন যত ক্ষীণ হইয়া যাইতেছিল, তাহারাও সাহস পাইয়া, ততই দেহের নিকটবর্ত্তী হইতেছিল। এই সময়ে এক দিন এক সন্ন্যাসী এই অরণ্য মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন। শৃগাল ও শকুনীগণ এক স্থানে বহুসংখ্যক জমিয়াছে দেখিয়া, তিনি অগ্রসর হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া, তাহারা দূরে পলাইল। তিনি অশ্বত্থ বৃক্ষের নিকট কালীপূজার আয়োজন

দেখিয়া, কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, নিকটস্থ হইলেন। ছিন্নমস্তক বালকের দেহের পার্শ্বে বালিকার দেহ শায়িত দেখিয়া, তাঁহার কৌতূহল আরও উদ্দীপিত হইল। তিনি নিকটস্থ হইলেন, অমনই সেই মৃতপ্রায় দেহ হইতে ক্ষীণ স্বরে "বিমল! বিমল!" শব্দ উত্থিত হইল। বালিকা এখনও জীবিত আছে, চেষ্টা করিলে, তাহার প্রাণরক্ষা হইতে পারে ভাবিয়া, সন্ন্যাসী তাহার পার্শ্বে বসিয়া, তাহার মুখে কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া প্রদান করিলেন। বল্লরী চক্ষু উন্মীলিত করিল দেখিয়া, সন্ন্যাসী আদরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা, তুমি কে?"

ক্ষীণ, অতি ক্ষীণ স্বরে বল্লরীর ওষ্ঠে ধ্বনিত হইল,—"বি-ম-ল!" চক্ষু মুদিত হইল। সন্ন্যাসী নাড়ীপরীক্ষা করিলেন; কিন্তু দেখিলেন যে, বালিকার দেহে প্রাণ আর নাই। তখন তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। বলিলেন,—"ভগবন্, আজ তুমি আমাকে প্রকৃত যোগ দেখাইলে। আজীবন যোগ সাধন করিয়া যাহা বুঝিতে পারি নাই, আজ এই পবিত্র চিত্র দেখিয়া, তাহা বুঝিলাম। বুঝিলাম, এই বালকের নাম বিমল। ঠিক্ বলিয়াছ দেবি, তুমি সত্য সতই 'বিমল।' তোমার ন্যায় প্রেম যেখানে, সেখানে বিমলে ও তোমাতে আর ভেদ কোথায়! দেখিতেছি, কালীপূজার আয়োজন; স্পষ্টই বুঝিতেছি যে, কেহ এই বালককে নরবলি দিয়াছে। এই বালিকা এই বালককে ভাল বাসিত। সন্ধান পাইয়া, তাহার মৃতদেহের পার্শ্বে শয়ন করিয়া, নিজের প্রাণ দিয়াছেন। জগতে এখনও যে এমন দেবীর আবির্ভাব হয়, তাহা আমি জানিতাম না। এ দেবীর নাম কি, আমাকে জানিতে হইল। তৎপরে, যোগী আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—

"ভগবন্, মরিবার সময় কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে, তবে কি শেষ নিশ্বাসের সহিত বলিতে পারিব "সোঽহং ?" বিশ বৎসর যোগ সাধনাতেও যে, আজও এ বিশ্বাস জন্মে নাই; কিন্তু আজ চক্ষের উপর অতুলনীয় যোগের দৃশ্য দেখিলাম। জিজাসা করিলাম, তুমি কে? বালিকার মৃত্যু-নিশ্বাসে ধ্বনিত হইল,—'বিমল!' ভগবন্, তুমিই ধন্য! তুমিই সত্য!"

এই বলিয়া যোগী এক বৃক্ষশাখা ভাঙ্গিয়া, শব-লোলুপদিগকে দূর করিলেন, বহুকষ্টে উভয় দেহকে নদীতীরে আনিলেন, সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া বনে বনে কাষ্ঠ আহরণ করিলেন; তৎপরে, উভয় দেহ এক চিতাতেই শায়িত করিয়া অগ্নি-সংযোগ করিলেন। ধূ ধূ করিয়া চিতা জ্বলিয়া উঠিল। দূরে বসিয়া সন্ন্যাসী এই দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন।

সহসা পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া, তিনি চমকিত হইয়া, ফিরিয়া দেখিলেন, ছিন্নবসন পরিধানা এক উন্মাদিনী!

উন্মাদিনী বলিল,—"মা বল্লরি, এলি? ভাত যে জুড়িয়ে গেল। বিমল কই?"

সন্ন্যাসী বলিলেন,—"আপনি এই খানে একটু বসুন।" উন্মাদিনী হা হা করিয়া বিকট হাসি হাসিয়া উঠিল। বলিল,—"মা আমার বিমলকে আনতে ও পারে গেছে। আমি ভাত নিয়ে বসে আছি।" বল্লরি! মা আমার!" উন্মাদিনী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। সন্ন্যাসীর আর সহ্য হইল না। তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন।

* * * * *

সেই সন্ন্যাসীই বৃক্ষ খোদিত কবিতার লেখক।

স্বর্গের-ছবি।

(১)

যিনি হুগলি গিয়াছেন, তিনিই "ঘোল-ঘাটের" নাম নিশ্চয়ই শুনিয়াছেন। এক্ষণে গঙ্গার উপর যেখানে বিস্তৃত লৌহসেতু নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে মুসলমানদিগের নির্ম্মিত দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই ভগ্নাবশিষ্ট দুর্গের পার্শ্বেই একটি ঘাট আজও "ঘোল-ঘাট" বলিয়া বিদিত; কিন্তু এই ঘোল ঘাটে যে বাঙ্গালার প্রথম ইংরেজ রক্ত পতিত হইয়াছিল, তাহা বোধ হয়, কেহই অবগত নহেন। এই স্থানেই প্রথমে ইংরেজ-জীবন উৎসর্গীকৃত হইয়া, সেই রক্তে বৃটিশ-পতাকা ভারতে প্রথিত হয়। এই বিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য, ব্রহ্ম হইতে আফ্‌গানিস্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভারতীয় বৃটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য, কোন্ ইংরেজ-রক্ত প্রথমে বাঙ্গালা দেশের ভূমি সিক্ত করিয়াছিল, তাহা অবগত হইতে কাহার না প্রাণ ব্যাকুলিত হয়? কিন্তু ইহা ইতিহাসে বর্ণিত নাই। বহু পরিশ্রমে ও বহু অনুসন্ধানে আমরা এ সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারিয়াছি, পাঠক-দিগের জন্য নিম্নে তাহাই উপহার প্রদান করিতেছি।

* * * *

প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে কয়েকজন মাত্র ইংরেজ বণিক্ হুগলিতে কুঠি স্থাপন করিয়া ব্যবসা বাণিজ্য করিতেছিলেন। ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের সুদূরস্থিত ভাব কখনও তাঁহাদের

মনে উদিত হয় নাই। বহু বিস্তৃত ভারতে তৎকালে মুসলমানগণ রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহাদের প্রতাপ ও আধিপত্য বড়ই বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাঁহারা প্রজাগণের উপর নিদারুণ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন; বলিতে কি, সামান্য মুসলমানেরাও হিন্দুগণকে শৃগাল কুক্কুর অপেক্ষাও হেয় জীব বিবেচনা করিয়া, হিন্দুদিগকে প্রতিপদে অপমানিত করিতে ত্রুটি করিতেন না। তাঁহাদের সাম্রাজ্য যে, কোন রূপে নষ্ট হইতে পারে, সে সময়ে তাঁহাদের মনে এ ভাবনা একেবারেই উদিত হয় নাই। ইংরেজগণকেও তাঁহারা ঘৃণা করিতে ত্রুটি করিতেন না; সুবিধা পাইলেই তাঁহাদিগকে অপমানিত করিতেন।

এক দিন 'আর্থার লি' নামক একজন ইংরেজ যুবক হুগলির বাজারে কয়েকটি দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য গিয়াছিলেন। হুগলি হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে ইংরেজের কুঠি। ইংরেজ যুবক এক খানি "জালিবোটে" হুগলি গমন করেন। বোট খানি, নিজেই দুই হস্তে দুইটি ক্ষেপণী সঞ্চালন করিয়া আনিয়াছিলেন; সুতরাং, তাঁহার সমভিব্যাহারে আর কেহই ছিল না। তিনি বোটখানি ঘাটে সম্বন্ধ করিয়া হুগলির বাজারে প্রবিষ্ট হইলেন।

আর্থার লির বয়স বাইশ বৎসরের অধিক নহে। দেখিতে সুপুরুষ। দেখিলেই, শরীরে অসীম বল, হৃদয়ে অতীব তেজ এবং মনে অতুলনীয় সাহস আছে বলিয়া, স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। তিনি সৈনিকের কার্য্য করিতেন না। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে ইংরেজগণ নিজ কুঠি রক্ষার জন্য অল্পসংখ্যক ইংরেজ সৈন্য রাখিতেন; কিন্তু আর্থার যুদ্ধের কিছুই জানিতেন না; তিনি কুঠির প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষের (সেক্রেটরি) পদে নিযুক্ত

হইয়া আসিয়াছিলেন; কেবল লেখা পড়ার কাজই করিতেন। কিন্তু তাঁহার সাহস, বল ও তেজের জন্য সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিত। বিশেষতঃ, সে সময়ে যেরূপ চরিত্রের ইংরেজগণ ভারতবর্ষে আসিতেন, আর্থার তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁহার ন্যায় বিনয়ী দয়ালু সদাশয় ইংরেজ বোধ হয়, তৎকালে ভারতবর্ষে কেহই ছিলেন না।

কুক্ষণে বা শুভক্ষণে কিরূপে বলিব! আজ আর্থার হুগলির বাজারে আসিয়াছিলেন। ইংরেজ দেখিলেই, মুসলমানগণ উপহাস বিদ্রূপ করিত; কিন্তু আর্থারকে তাহারা একটু ভক্তি এবং মান্য করিত। যাহা হউক, আর্থার নিরাপদে একজন জহুরীর দোকানে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার একটি অঙ্গুরীয় ক্রয়ের প্রয়োজন হইয়াছিল। আজ তাঁহার বিবাহ। নিজ সহধর্ম্মিণীকে বিবাহের উপহার প্রদান জন্য আর্থার একটি মনোমত অঙ্গুরীয় স্বয়ং কিনিতে আসিয়াছিলেন।

(২)

ইংরেজের বিবাহ শুনিয়া, হয় ত অনেকেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন; কারণ, সে সময়ে ইংরেজগণ, কোনও মতে ইংরেজ রমণীগণকে ভারতবর্ষে আনিতেন না, বা আসিতেও দিতেন না; তবে আর্থরের কাহার সহিত বিবাহ হইতেছে? সমাজের কঠোর নিয়ম ও রাজার কঠোর আইনও প্রেমের সম্মুখে মুহূর্ত্তের জন্য তিষ্ঠিতে পারে না; বেগবতী স্রোতস্বতীর বক্ষস্থ ক্ষুদ্র তৃণের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া যায়, স্থির হয় না। আর্থার দেশে 'লিলিয়ান গ্রেস' "নাম্নী একটি বালিকাকে ভাল বাসিতেন। লিলিও তাঁহাকে ভাল বাসিত। ভালবাসা অনেকরূপ আছে, প্রেমের শত সহস্র

প্রকার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। আর্থার ও লিলির প্রেম-ভিত্তির উপর এই বিস্তৃত বৃটন সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে; সুতরাং, তাহাদের প্রেমের গভীরতা বর্ণনা করিতে আমরা চেষ্টা পাইব না।

লিলি ক্ষুদ্রা বালিকা, তাহার বয়স পঞ্চদশ বর্ষও পূর্ণ হয় নাই। আর্থার লিলিকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইলেন; কিন্তু বরকন্যা উভয়ের পিতা মাতাই এ বাল্যবিবাহে সম্পূর্ণ নারাজ হইলেন। লিলির পিতা আর্থারের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে সম্পূর্ণ অসম্মত হইলেন। কন্যার সহিত যাহাতে আর্থারের আর সাক্ষাৎ না হয়, তাহারও বিশিষ্ট আয়োজন করিলেন। এক মাস, দুই মাস, তিন মাস কাটিল; আর্থার একবারও লিলিকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি হতাশ হইলেন, জীবনের মমতা দূর হইল। তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া ভারতবর্ষে পলাইলেন। ভাবিলেন, সেই দূরদেশে সিংহ ব্যাঘ্রের মুখে অথবা জ্বরে মরিয়া হৃদয়ের এ জ্বালা নিবাইব।

যে পক্ষী উড়িতে চাহে, তাহাকে কেহ কি এ পর্য্যন্ত পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন? লিলিকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল; কিন্তু পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিনীর ন্যায় লিলি ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল এবং উড়িবার সুবিধা খুঁজিতেছিল। যখন সে শুনিল যে, তাহারই জন্য আর্থার ভারতবর্ষে গমন করিয়াছেন, তখন সে উন্মাদিনী হইল। সে গোপনে গভীর রাত্রে গৃহ পরিত্যাগ করিল, অসীম সাহসে ভর করিয়া লণ্ডনে আসিল, স্ত্রীবেশ পরিত্যাগ করিয়া পুরুষবেশ ধারণ করিল; তৎপরে, ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডে যে সকল জাহাজ যাতায়াত করিত, তাহারই

এক খানিতে কাপ্তেনের ভৃত্যরূপে নিযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে যাত্রা করিল।

জাহাজ ছাড়িয়া দিল। জাহাজে কয়েক দিন থাকিতে না থাকিতে সকলেই তাহাকে বালিকা বলিয়া জানিতে পারিল। কাপ্তেন ক্রুদ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু এক্ষণে তাহাকে লইয়া যাওয়া ভিন্ন অন্য আর উপায় নাই। পরবর্ত্তী জাহাজেই তাহাকে দেশে পাঠাইয়া দিবেন স্থির করিয়া, তাহাকে লইয়া ভারতাভিমুখে চলিলেন M.

(৩)

আর্থার, বোম্বাই মান্দ্রাজ, না বাঙ্গালায় আছেন, লিলি তাহার কিছুই জানিত না। জাহাজের সমস্ত লোককে আর্থারের সম্বাদ জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কেহই তাহার কোন সম্বাদ প্রদানে সক্ষম হইলেন না। তাহার অতুলনীয় প্রেম, তাহার কমনীয়তা, তাহার মাধুরী, এই সকলে জাহজস্থ সকলেরই সহানুভূতি তাহার উপর জন্মিল; এমন কি, কঠোর হৃদয় কাপ্তেনও তাহার গুণে বিমুগ্ধ হইলেন। সকলেই লিলিকে বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন।

অবশেষে, জাহাজ আসিয়া গঙ্গায় প্রবিষ্ট হইল। ক্রমে আসিয়া হুগলিতে ইংরেজ কুঠির সম্মুখে নঙ্গর করিল। কুঠি হইতে প্রথমেই আর্থার জাহাজে আসিলেন। যাহা কখনও কেহ আশা করে না, সহসা তাহা ঘটিলে, মানসিক যে ভাব হয়, তাহা এ পর্য্যন্ত কেহ বর্ণনা করিতে পারেন নাই। আর্থারকে সহসা সম্মুখে দেখিয়া, লিলি মূর্চ্ছিতা হইয়া জাহাজের ডেকে পতিত হইতেছিল; আর্থার তাহাকে হৃদয়ে লইলেন। তাহারও মস্তক হইতে পদাঙ্গুলি পর্য্যন্ত কম্পিত হইতেছিল।

আর্থার অতি যত্নে লিলিকে লইয়া আসিলেন। ভদ্র মহিলার থাকিবার উপযুক্ত স্থান, সে সময়ে ইংরেজ কুঠিতে ছিল না ; কিন্তু লিলির চরিত্রগুণে সকলেই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, সকলেই যত্ন করিয়া তাঁহার বাসের জন্য উপযুক্ত স্থান স্থির করিয়া দিলেন। মানব মানবীর মধ্যে সহসা কোন দেবীর আবির্ভাব হইলে,যে ভাব হয়, ইংরেজ কুঠিতে ইংরেজগণের মধ্যেও ঠিক্ সেই ভাব হইল।

যে কঠোর নিয়ম ইংলণ্ডে প্রচলিত, সুদূর ভারতে সে নিয়ম পালন করিবার জন্য কেহই ব্যগ্র নহেন। আর্থার ও লিলির বিবাহে ইংরেজ মাত্রেরই আনন্দ। এ নির্বাসনে এরূপ আমোদ তাঁহাদের অদৃষ্টে কখন যে ঘটিবে, তাহা তাঁহারা কখনও ভাবেন নাই। সকলেই সোৎসাহে এ বিবাহে যোগদান করিলেন। বিবাহের সকলই স্থির হইল, দিন নির্ণীত হইল। প্রাণসমা প্রিয়তমা লিলির জন্য আর্থার মনোমত একটি অঙ্গুরীয় ক্রয় করিতে যাত্রা করিলেন।

(৪)

আর্থার এক জহুরীর দোকানে প্রবিষ্ট হইয়া, বহুসংখ্যক অঙ্গুরীয় হইতে একটি অঙ্গুরীয় বাছিয়া লইতেছেন,—এমন সময়ে সুরায় অৰ্দ্ধ মত্ত একটি মুসলমান যুবক, সেই দোকানে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং দণ্ডায়মানে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া দ্বারের নিকট উপবিষ্ট হইয়া, দুই পা বিস্তৃত করিয়া, দ্বার এক রূপ রুদ্ধ করিয়া বসিলেন। আর্থার যুবকের বেশভূষা দেখিয়া বুঝিলেন, যুবক ধনীর সন্তান। দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, যুবক সুবাদারের পুত্র!

তাঁহার আজ অনেক কাজ। এখান হইতে তাঁহাকে পাদরি

সাহেবের সহিত 'বাণ্ডেল' নামক স্থানে যাইতে হইবে; সুতরাং, তিনি সত্বর একটি অঙ্গুরীয় ক্রয় করিয়া দোকান হইতে বাহির হইবার উদ্যম করিলেন; কিন্তু দ্বারে মুসলমান যুবক পদ বিস্তৃত করিয়া উপবিষ্ট, তাহাকে উল্লঙ্ঘন না করিয়া যাইবার উপায় নাই। সুবাদারের পুত্রকে কোন কথা বলিবার দোকানদারদের কাহারও সাহস নাই; কাজে কাজেই, আর্থার নিজেই অতি ভদ্রতা সহকারে মুসলমান যুবককে পা সরাইয়া লইতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু তিনি তাঁহার কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। তখন আর্থার অনন্যোপায় হইয়া দুই হস্তে যুবকের পা দুইখানি সরাইয়া দোকান হইতে বহির্গত হইলেন। ইহাতে যুবক বোধ হয়, অপমানিত মনে করিয়া, লম্ফ দিয়া উঠিয়া অবাধে আর্থারের মুখে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিলেন। অমনি আর্থারের সর্ব্ব শরীরে অগ্নি ছুটিল! তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না; পদাঘাতে মুসলমান যুবককে দূরে নিক্ষিপ্ত করিলেন। অমনি চারি দিকে হাহাকার শব্দ পড়িল। এমন অসীম সাহসের কার্য্য করিতে কেহই সাহস করে না।

আর্থার দেখিলেন, আর এখানে মুহূর্ত্ত মাত্র অপেক্ষা করিলে, একটা গুরুতর বিবাদ বাধে; তাহাই তিনি নিমিষ মধ্যে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। নৌকায় যাইতে হইলে, বাজারের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। তাহাই তিনি নৌকায় না গিয়া, নগরের বাহির দিয়া পদব্রজে পাদরি সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে চারি জন ইংরেজ সৈনিক হুগলির বাজারে প্রবিষ্ট হইল। মুসলমানগণ তাঁহাদিগকে দেখিয়া ক্ষুধার্থ ব্যাঘ্রের ন্যায় তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। চারি জনকে প্রায় চারিশত

মুসলমানে আক্রমণ করিল। তাহারা অতি কষ্টে কেবলমাত্র প্রাণ লইয়া কুঠিতে ফিরিল; কিন্তু তাহাদের এই দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া সমস্ত ইংরাজ সৈনিক কুঠির অধ্যক্ষের আদেশ না লইয়াই হুগলির বাজারে প্রবিষ্ট হইল। মুসলমানগণকে গুরুতর রূপে প্রহার করিল। সমস্ত বাজার ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়া, জয়জয় রবে কুঠিতে ফিরিল। সহসা শান্তি-নিকেতনে ঝটিকা উঠিল।

এই বিবাদের বিবরণ ইতিহাস লিখিত আছে। এই বিবাদের পর, সুবাদার সসৈন্যে ইংরেজ-কুঠি লুণ্ঠনের জন্য অগ্রসর হইলেন। সেই অগণিত মুসলমান সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া, ইংরেজ-কুঠির অধ্যক্ষ চার্লস্ সাহেব সত্বর সমস্ত অর্থ ও সমস্ত ইংরেজগণকে লইয়া জাহাজে উঠিলেন এবং জাহাজ খুলিয়া দিলেন। মুসলমান দুর্গ হইতে তাঁহাদের উপর গোলা বর্ষিত হইল; কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের বিশেষ কোন অনিষ্ট সাধিত হইল না। তাঁহারা দূর হইতে দেখিলেন যে, তাঁহাদের কুঠি লুণ্ঠিত হইয়াছে, মুসলমানগণ কুঠিতে অগ্নি প্রদান করিয়াছে, আকাশ পর্য্যন্ত অগ্নিশিখা উঠিয়াছে।

সকলই আসিয়াছিলেন, কেবল একজন আইসেন নাই। আর্থার পাদরি সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার কথা সকলই বিস্মৃত হইয়াছিলেন। সহসা বিপদ্ ঘটিলে সকলেই স্ব স্ব প্রাণ রক্ষায় ব্যাকুল হয়েন, পরের ভাবনা মনে উদিত হয় না। গোলযোগে আর্থারের কথা কাহারও মনে হয় নাই; কিন্তু একজন ত আর্থারকে বিস্মৃত হয় নাই। লিলিকে সকলে একরূপ টানিয়া লইয়া জাহাজে তুলিয়াছিল। সে যাহা বলিয়াছিল, গোলযোগের মধ্যে কেহই তাহা শুনে নাই।

জাহাজে আসিয়া আর্থারকে না দেখিয়া, লিলি উন্মাদিনী হইল। আজ যে তাহার বিবাহ! সে ধীরে ধীরে জাহাজের পশ্চাতে আসিল। জাহাজের পশ্চাতে একখানি ক্ষুদ্র বোট বাঁধা ছিল। সে নিঃশব্দে সেই বোট খানিতে উঠিয়া তাহার দড়ি খুলিয়া দিল। জাহাজ চলিয়া গেল। জাহাজস্থ ব্যক্তিগণ যথাসাধ্য শীঘ্র হুগলি পরিত্যাগ করিয়া, আত্মরক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। লিলি কি করিল, তাহা কেহই দেখিলেন না।

(৫)

বালিকা লিলি মুসলমানের চরিত্র চিনিত না। ইংলণ্ডে যেমন রমণী জাতিকে সকলেই সম্মান করে, রমণীর গায় কেহ হাত তুলে না, সে ভাবিয়া ছিল, ভারতেও বুঝি সেই ভাব; তাহাই তাহার হৃদয়ে কোনও ভয় নাই। অথবা, প্রেমের আবেগ যথায়, তথায় ভয় মুহূর্ত্তের জন্যও তিষ্ঠিতে পারে না; অথবা, সে ক্ষুদ্র বালিকা, আর্থারের ভাবনায় তাহার হৃদয় পূর্ণ। আর্থারকে না দেখিয়া, সে তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য ব্যগ্র হইল, অন্য আর কিছুই ভাবিল না। ধীরে ধীরে নৌকা বাহিয়া হুগলির দিকে চলিল। কিন্তু উজান জলে নৌকা লইয়া যাওয়া ক্লেশকর ও বিলম্বজনক দেখিয়া, সে তীরে উঠিল এবং উন্মাদিনীর ন্যায় হুগলির দিকে ছুটিল। আর্থার হুগলিতে আছেন কি না, অথবা, হুগলির কোন্ স্থানে গেলে, তাহার বিপদ্ ঘটিতে পারে, এ ভাবনাও সে ভাবিল না। সে উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিল।

সে গঙ্গার তীর দিয়াই ছুটিতেছিল। সহসা সে দেখিল, গঙ্গার প্রায় অপর পার দিয়া এক খানি নৌকায় আর্থার যাইতেছেন! সে আর্থারকে দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইল, চীৎকার করিয়া

তাঁহাকে ডাকিল, রুমাল নাড়িয়া তাঁহাকে আহ্বান করিল। সহরে আজ বড়ই গোলযোগ ঘটিয়াছিল; সুতরাং, এতক্ষণ লিলিকে কেহই দেখে নাই; এক্ষণে তাহার চীৎকারে সকলেরই দৃষ্টি তাহার উপর পড়িল। এই সময়ে সে দুর্গের নিকটস্থ ঘোল ঘটে আসিয়াছিল। দুর্গস্থ মুসলমানগণও তাহাকে দেখিয়া "আল্লা হো আকবর!" শব্দে বন্য পশুর ন্যায় এই অসহায় বালিকার দিকে ছুটিল।

আর্থার লিলিকে দেখিবামাত্র নৌকা ফিরাইয়া দিলেন। তিনি পাদরি সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ফিরিবার সময়, পথিমধ্যে কুঠি লুণ্ঠনের ও ইংরেজগণের প্রস্থানের সম্বাদ পান। তিনি তাই তীরস্থ একখানি নৌকা খুলিয়া লইয়া, নিজ জাহাজ ধরিবার জন্য যাইতেছিলেন, তিনি নিশ্চিত জানিতেন, লিলি জাহাজে গিয়াছে; কিন্তু এক্ষণে সহসা তাঁহাকে মুসলমান-দুর্গের নিকট দেখিয়া, তাঁহার হৃদয় হৃদয়ের মধ্যে বসিয়া গেল। তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে নৌকা ফিরাইয়া সবলে দাঁড় টানিয়া চলিলেন।

গঙ্গার তীরে ঘোল ঘাটে শ্বেত বিবাহ পরিচ্ছদে ভূষিতা শ্বেত পদ্মের ন্যায় লিলি দণ্ডায়মানা। একদৃষ্টে সে স্বামীর দিকে চাহিয়া আছে। বোধ হইতেছে, যেন কোন অপ্সরী স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গার তীরে দণ্ডায়মান আছে। চারি দিকে অমানুষিক পৈশাচিক শব্দ হইতেছে। মুসলমান সৈন্যগণ বন্য পশুর ন্যায় তাহার দিকে ছুটিয়াছে; কিন্তু সে তাহার কিছুই দেখিতেছে না, কিছুই শুনিতেছে না।

কিন্তু আর্থার সকলই দেখিতেছেন। তিনি দূর হইতে দেখিলেন যে, মুসলমানগণ প্রায় লিলির সন্নিকটবর্ত্তী হইয়াছে; আর এক

মুহূর্ত্ত পরেই তাহারা তাঁহাকে আক্রমণ করিবে। সকলই সহ্য হয়, ইহা হয় না! পামরগণ তাঁহার সম্মুখে লিলির অঙ্গ স্পর্শ করিবে, লিলির উপর অত্যাচার করিবে! ইহা ত সহ্য হয় না। তাঁহার দুই পকেটে দুইটি রিভল্বার ছিল, তিনি বাম হস্তে ক্ষেপণী সঞ্চালন করিতে লাগিলেন ও দক্ষিণ হস্তে রিভলবার ধারণ করিলেন। এই সময়ে এক জন মুসলমান সৈন্য চীৎকার করিয়া লিলিকে আক্রমণ করিবার জন্য হস্ত তুলিল, অমনি বন্দুকের আওয়াজ হইল, সে মস্তকে নিদারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ভূতল শায়ী হইল। তাহাতে মুসলমানগণ আরও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, তাহারা বিকট চীৎকার করিয়া লিলির দিকে ছুটিল।

সমুদ্র-বক্ষে যেমন তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া বেলা ভূমে পতিত হয়, ঠিক্ তেমনই মুসলমানের পর মুসলমান আসিয়া লিলিকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল; কিন্তু লিলির তাহাতে দৃক্পাত নাই। প্রস্তর নির্ম্মিতা মূর্ত্তির ন্যায় সে ঘোল ঘাটে দণ্ডায়মান আছে; পশ্চাতের অগণিত মুসলমানের প্রতি সে একবার ফিরিয়াও দেখে নাই।

আওয়াজের পর আওয়াজ। এখনও কেহ লিলির অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারে নাই। যে তাহার নিকটস্থ হইতেছে, সেই আর্থারের গুলিতে মানবলীলা সম্বরণ করিতেছে। আর গুলি নাই, আর একটি মাত্র গুলি আছে, হায়! হায়! তবে কি পামরগণ ইংরেজ মহিলার উপর, ইংরেজ জীবিত থাকিতে, ইংরেজের সম্মুখে অত্যাচার করিবে?

আর্থার লিলির মস্তক লক্ষ্য করিয়া রিভলবার ধারণ করিলেন, তাঁহার হস্ত মুহূর্ত্তের জন্য কম্পিত হইল। ঠিক্ এই সময়ে একজন

মুসলমান লিলির কেশাকর্ষণ করিবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিল, অমনি আর একবার আওয়াজ হইল, সেই শেষ আওয়াজ। গুলি আসিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে লিলির কপালে লাগিল। বৃন্তছিন্ন কুসুমের ন্যায় নিঃশব্দে লিলি ভূতলে পতিত হইল; অমনি মুসলমানগণ বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। হায়! সে যে আজ স্বামীর নিকট হীরকাঙ্গুরীয় পাইবে ভাবিয়াছিল! স্বর্গের আজ স্বর্গে গেল।

আর্থার লম্ফ প্রদান করিয়া জলে পতিত হইলেন। সন্তরণে তিনি বিশেষ সুপটু ছিলেন, মুহূর্ত্ত মধ্যে সন্তরণ করিয়া তীরে উঠিলেন। সহসা তাঁহাকে তীরে উঠিতে দেখিয়া, মুহূর্ত্তের জন্য মুসলমানগণ স্তম্ভিত হইল। তাহারা লিলির মৃত দেহের নিকট হইতে সরিয়া দাঁড়াইল। আর্থার মুহূর্ত্তের মধ্যে লিলির দেহ ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন।

মুসলমানগণও সাহস পাইয়া, চারিদিক্ হইতে তাঁহাকে আক্রমন করিল। লিলির রক্তে বোল ঘাট রঞ্জিত হইয়া গিয়াছিল, এক্ষণে আর্থারের সর্ব্ব শরীর হইতে রক্ত ছুটিয়া সেই রক্তে মিশিল। আর্থার লিলির দেহ সহ গঙ্গাবক্ষে ঝম্প প্রদান করিলেন। নিমিষ মধ্যে তিনি জল মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন। মুসলমানগণ ভাবিল, তিনি এখনই জল হইতে উঠিবেন। তখন তাঁহাকে আবার তাহারা আক্রমণ করিবে। তাহারা প্রায় অর্দ্ধ ঘটিকা অপেক্ষা করিল; কিন্তু আর্থার আর উঠিলেন না। তখন তাহারা বোল ঘাটের সেই ইংরেজ প্রেমিক প্রেমিকার রক্তে আমোদ উৎসব করিতে লাগিল। সেই রক্তে যে ভারতে ইংরেজ পতাকা প্রথিত হইল, তাহা তাহারা বুঝিতে পারিল না।

* * * *

গোবিন্দপুর নামক ক্ষুদ্র গ্রামের পার্শ্বে ইংরেজগণ জাহাজ নঙ্গর করিয়াছিলেন। তিন দিবস পরে, তাঁহারা দেখিলেন, একটি মৃত দেহ জাহাজের পার্শ্ব দিয়া ভাসিয়া যায়। দৃষ্টিমাত্র ইংরেজের মৃত দেহ বুঝিতে পারিয়া, তাঁহারা অনতিবিলম্বে নৌকা-সাহায্যে সেই মৃত দেহ তীরে আনিলেন। তখন দেখিলেন, মৃত দেহ একটি নহে, দুইটি। একটির বক্ষের উপর আর একটি স্থাপিত, এক জনের ওষ্ঠে অপরের ওষ্ঠ সম্মিলিত, উভয়ের বাহুতে উভয়ের দেহ সুদৃঢ় রূপে আবদ্ধ, উভয় দেহই শত শত অস্ত্রঘাতে আঘাতিত। এ দৃশ্য দেখিয়া, ইংরেজগণ চক্ষুর জল সম্বরণ করিতে পারিলেন না। সেই দৃশ্য দেখিয়া মুসলমানদিগকে ধ্বংস করিবার ইচ্ছা সেই দিন সেই প্রথম, ইংরেজ হৃদয়ে উদিত হইয়াছিল।

নীরবে, নির্ব্বাসিত ও মুসলমানগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত ইংরেজগণ আর্থার ও লিলির দেহ সেই জঙ্গলপূর্ণ গোবিন্দপুর গ্রামে কবরে সমাহিত করিলেন। বহু চেষ্টাতেও উভয় দেহ বিছিন্ন করিতে না পারাতে, তাঁহারা উভয় দেহ একই কবরে নিহিত করিয়া, সজল নয়নে জাহাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

আর্থার ও লিলির কবরের উপর সেই ক্ষুদ্র গোবিন্দপুর গ্রামে আজ এই ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগর কলিকাতা, নানা সৌন্দর্য্য বক্ষে লইয়া হাসিতেছে। যে রক্তে বৃটিশ সাম্রাজ্য সংস্থাপিত, তাহা পবিত্র ও অমূল্য। যে দেহের উপর ভারতের রাজধানী স্থাপিত, তাহার তুল্য দেহ জগতে সহজে পাওয়া যায় না।

তাহা স্বর্গের বস্তু! ইহা স্বর্গের ছবি।

হার-রহস্য।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিজয় বাবুর বাড়ীতে আজ বড়ই আনন্দোৎসব। দ্বারের উপর নহবত বাজিতেছে, প্রাঙ্গনে এক দল ইংরাজি বাদ্যকর বাদ্য বাজাইতেছে, বাটীর ভিতর পুরাঙ্গনাগণ শঙ্খ-নিনাদ করিতেছেন, বারাণ্ডায় ঝাড় জ্বলিতেছে, ঘরে ঘরে দিয়ালগিরি শোভা পাইতেছে, দ্বারের উপর হইতে একটি বৈদ্যুতিক আলোক চারি দিকে জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া, রাত্রিকে দিবসে পরিণত করিয়াছে। আজ বিজয় বাবুর একমাত্র কন্যা "আদরের" বিবাহ।

কলিকাতার মধ্যে বিজয় বাবু একজন বিখ্যাত ধনী। বরিশাল প্রভৃতি পূর্ব্ব বাঙ্গালায় তাঁহার বিস্তৃত জমিদারি আছে। এই সকল জমিদারি হইতে বৎসর বৎসর তাহার অগণিত টাকা আইসে; এতদ্ব্যতীত, মৃত্যু কালে তাঁহার পিতা এক লক্ষ টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন; বিজয় বাবু যেরূপ হিসাবী লোক, তাহাতে নিশ্চয়ই এই টাকা এত দিনে দ্বিগুণিত হইয়াছে। এই অতুল ঐশ্বর্য্যের এক মাত্র উত্তরাধিকারিণী "আদর"। সেই আদরের আজ বিবাহ; সুতরাং, বিজয় বাবুর আয়োজনের ত্রুটি করেন নাই, অর্থব্যয় করিতেও বিন্দু মাত্র সঙ্কুচিত হন নাই।

বড় লোকের কন্যার যেরূপ প্রায়ই গরিবের ছেলের সহিত বিবাহ হয়, জামাই বাবু শ্বশুর বাড়ী 'বর জামাই' হইয়া থাকে,

বিজয় বাবু প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, কন্যার বিবাহ না হয়, তাহাও স্বীকার, তথাপি এরূপ বিবাহ দিবেন না। এই জন্য আদরের বিবাহে বিলম্ব হইয়াছে; তাহার বয়স প্রায় ত্রয়োদশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। সে ধনীর কন্যা, বিলাসের মধ্যে লালিতা পালিতা; সুতরাং, তাহার বয়স ত্রয়োদশ হইলেও, তাহাকে দেখিলে, পূর্ণ-যৌবনা ষোড়শী বলিয়া প্রতীয়মান হইত। গরিবের ঘরে হইলে, কত লোকে কত কথা কহিত; কিন্তু বড় লোকের ঘরে সকলই শোভা পায়। আদরের বিবাহে বিজয় বাবু বিলম্ব করিতেছেন দেখিয়া বরং দশজনে বলিত, বিজয় বাবু দেশ হইতে বাল্য-বিবাহের কু-প্রথা তুলিয়া দিতেছেন।

যাহা হউক, অবশেষে, বিজয় বাবুর মনোমত একটি পাত্র জুটিল। রাজসাহীতে হরেন্দ্রকুমার রায় নামক একজন বড় জমি-দার আছেন। তাঁহার পুত্র সুশীলকুমার এ বৎসর প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি এ পাস হইয়াছেন। সুশীলকুমারের পিতার জমিদারির আয়, বিজয় বাবুর আয় হইতে কম নহে; বরং তাঁহার অপেক্ষা তাঁহাদের প্রতাপ অধিক; কারণ, তাঁহারা পল্লীগ্রামের জমিদার।

সুশীলকুমারের সহিত আদরের সম্বন্ধ হইল। উভয় পক্ষেই মহা ধুমধাম। সে সকল বর্ণনার উদ্দেশ্য এ পুস্তকের নহে। অতি সমারোহ করিয়া বর বিজয় বাবুর বাড়ী আসিলেন। মহাধুম ধামে বিবাহ শেষ হইয়া গেল, বরকন্যা বাসরে গেলেন। তথায় কুলমহিলাগণ নানাবিধ আমোদ প্রমোদে সমস্ত রাত্রি কাটাইয়া দিলেন। উপরে অব্যবহিত পূর্ব্বে তাহাদের অনেকেই রাত্রি জাগরণে পরিশ্রান্ত হইয়া সেই বাসরেই নিদ্রিতা হইলেন

বোধ হয়, বাসরস্থ সকলেই নিদ্রিত হইয়াছিলেন; কারণ, কিয়ৎক্ষণ পরে তাহাদের কেহ কেহ জাগরিত হইয়া, বরকে বাসরে দেখিতে না পাইয়া, বর কোথায় গেলেন, তাহাই পরস্পর পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কেহই তাহার প্রকৃত উত্তর প্রদানে সক্ষম হইলেন না। তখন তাঁহারা ভাবিলেন যে, বোধ হয়, বর বাহিরে গিয়াছেন। বাহিরে এ সম্বাদ গেল, তথায়ও তাঁহার অনুসন্ধান হইল; কিন্তু তিনি বাহিরেও নাই। চারি দিকে তাঁহার অনুসন্ধান হইল; কোথায়ও সুশীলকুমারের পাওয়া গেল না। তাঁহার বাড়ীতে সন্ধান পাঠান হইল, তথায়ও তিনি যান নাই। সমস্ত সহর অনুসন্ধান করা হইল, নানাস্থানে টেলিগ্রাফ করা হইল; কিন্তু সুশীলকুমারের কোনও সম্বাদ কোন স্থান হইতে আসিল না। আনন্দোৎসব শোকের মেঘে আবরিত হইল।

আদরকে সুশীলকুমারের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, আদর কেবল মৃদু হাস্য করে, কোন কথাই বলে না। তাহার মৃদু হাস্য দেখিয়া, কেহ রাগত কেহ বিরক্ত হইলেন। সকলেই বুঝিলেন যে, সুশীলের সম্বাদ সে নিশ্চয় জানে; কিন্তু শত অনুনয় বিনয়ে, তিরস্কার ও ভর্ৎসনায়ও সে কিছুই বলিল না। সে সুশীলকুমারের কথা হইলে, কোন কথাই বলে না, কেবল সেই মৃদু হাস্য করে। তাহার হাসিতে, তাহার পিতা তাহার বিশেষ ক্রুদ্ধ হইলেন; তাহাকে এক দিন প্রহার পর্য্যন্ত করিলেন। শেষে, তিনি সংসারে বিতৃষ্ণ হইয়া তীর্থ ভ্রমণে চলিয়া গেলেন।

আদরের মা ছিলেন না। পিতা কলিকাতা হইতে চলিয়া গেলে, আদরই বাড়ীর কর্ত্রী হইল। হয় ত, অন্যে কর্ত্রী হইবার পূর্ব্বে কত অসম্মতি জানাইত, সে তাহার কিছুই করিল না; বরং কেহ না

বলিলেও সে নিজেই বাড়ীর কর্ত্রী হইয়া দাঁড়াইল। দাস দাসী লোকজনকে স্পষ্ট ভাবভঙ্গীতে জানাইল যে, সে বাড়ীর কর্ত্রী হইয়াছে এবং সকল কাজকর্ম্ম নিজে দেখিয়া করিতে মনস্থ করিয়াছে।

এক ভাবিয়া করিতে গিয়া আর হইল। দুইটি ধনাঢ্য পরিবার বিবাহ-সূত্রে সম্বন্ধ হইয়া সুখী হইবেন ভাবিয়াছিলেন; কিন্তু সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। বিজয় বাবু ত দেশত্যাগী হইলেন। সুশীলের পিতাও পুত্র-শোকে একেবারে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলেন; কারণ, সুশীলই তাঁহার একমাত্র পুত্র। বরং পুত্রের মৃত্যু সহ্য হয়; কিন্তু পুত্র মরিয়াছে, কি আছে, এ সন্দেহ সহ্য করিতে পারা যায় না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—*—

এই কাল বিবাহের এক মাস পরে, এক পথিক নেপালের পার্শ্ববর্ত্তী বিস্তৃত তরাই প্রদেশের মধ্যস্থ দীর্ঘ ঘাসের বন মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন। অপরিসর পথ, কষ্টে একজন লোক সেই পথ দিয়া যাইতে পারে। দুই পার্শ্বে বৃহৎ ও উচ্চ গভীর ঘাস, চারি দিকেই এই ঘাস, ঘাস ভিন্ন আর কিছুই নাই। নিতান্ত বাধ্য না হইলে, কেহ এই ঘাস বন মধ্যস্থ পথে বিচরণ করেন না; কারণ, বৃহৎ বৃহৎ সর্প সকলের বাস ভূমি বলিয়া, "তরাই বন" জগতে সুবিখ্যাত।

পথিকের প্রাণে মায়া নিশ্চয়ই নাই; নতুবা, তিনি কেন এই বনে প্রবিষ্ট হইবেন? বিশেষতঃ, দুই প্রহরের প্রচণ্ড সূর্য্যোত্তাপে চারি দিক্ দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, চারি দিকের পর্ব্বতস্থ প্রস্তর রাশি উত্তপ্ত হইয়া অগ্নি অপেক্ষায় অধিকতর উত্তপ্ত হইয়াছে। পদনিম্নস্থ বালুকা প্রজ্বলিত অগ্নিসম হইয়াছে। ঘাস সকল রৌদ্রের প্রচণ্ড উত্তাপে যেন রক্তিমাভ ধারণ করিয়াছে। পথিকের ছাতি নাই, কেবল দক্ষিণ হস্তে এক গাছি লাঠি আছে; পরিধানে সামান্য বেশ, তাহাও বহুদিনের বহু ভ্রমণে ধূলায় ও অযত্নে একরূপ অভিনব বর্ণ ধারণ করিয়াছে।

পথিক দুই হস্তে সম্মুখস্থ ঘাস সরাইয়া দ্রুতবেগে চলিয়াছেন, তাহার সর্ব্ব শরীর হইতে প্রবল প্রবাহে ঘর্ম্ম ছুটিয়াছে। পথিক সর্ব্বশরীর যেন পুড়িয়া তাম্রবর্ণ ধারণ করিয়াছে। পথিক নিশ্চয়ই অনেক কষ্ট সহ্য করিতে পারেন; নতুবা, এরূপ রৌদ্রের উত্তাপ কোন মতেই সহ্য করিতে পারিতেন না।

এইরূপ কষ্টে প্রায় অর্দ্ধ ঘটিকা যাইয়া, সহসা পথিক একটি বিস্তৃত উন্মুক্ত প্রান্তরে আসিয়া পড়িলেন। এখানে আর ঘাস নাই; বহুদূর পর্য্যন্ত স্থানে নব দূর্ব্বাদল ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। একটি উৎস হইতে এই প্রান্তরে সর্ব্বদা সুশীতল জল উত্থিত হইতেছে। এই জল প্রবাহে প্রান্তর মধ্যে একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী হইয়া গিয়াছে। বিধাতার রাজ্যের অপূর্ব্ব রহস্য কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। উত্তপ্ত বালুকাময়ী মরুভূমি মধ্যেও "ওয়েসিস্" আছে। এই সকল মরুসম বিস্তৃত তরাই ঘাসের মধ্যেও স্থানে স্থানে এইরূপ সুন্দর স্থান আছে। জলমগ্ন ব্যক্তি সহসা আশ্রয় পাইলে, যেরূপ আনন্দে আপ্লুত হয়, পথিকও সহসা

সম্মুখে এই সুন্দর স্থান দেখিয়া একেবারে আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ বিদগ্ধ হইয়া যাইতেছিল। তিনি হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া সেই স্রোতস্বতীর জলে অবগাহন করিলেন; কিন্তু এরূপ গরমের উপর সহসা শীতল জল শরীরে লাগায়, মুহূর্ত্ত মধ্যে পথিকের সর্ব্বাঙ্গে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। তিনি অতি কষ্টে জল হইতে উপরে উঠিলেন বটে, কিন্তু তৎপরে যে তাঁহার কি হইল, তাহার আর জ্ঞান নাই। অত্যধিক সুরাপান করিলে, মানুষের যেরূপ ভাব হয়, তাঁহারও ঠিক্ তাহাই হইল। তিনি টলিতে টলিতে দুই চারি পদ গিয়া ভূতলশায়ী হইতে ছিলেন, কিন্তু একজন আসিয়া তাঁহাকে ধরিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—*—

যে আসিয়া তাহাকে ধরিল, সে একটি বালিকা। দূরে পর্ব্বতের অন্তরালে এই বালিকা কতকগুলি মেষ চরাইতেছিল,। তৃষ্ণার্থ হইয়া জলপানের জন্য স্রোতস্বতীর তীরে আসিয়া, পথিককে দেখিল। দেখিল, তিনি ভূপতিত হয়েন, সে দ্রুত পদে আসিয়া ধরিল বটে; কিন্তু ধরিয়া আনিতে পারিল না; তবে পথিককে সবলে ভূমে নিক্ষিপ্তও হইতে দিল না।

তখন সে দেখিল পথিক মূর্চ্ছিত হইয়াছেন। সে প্রথমে তাঁহার মূর্চ্ছা ভঙ্গের চেষ্টা পাইল; তৎপরে, তাহাতে সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইয়া, তাঁহাকে একরূপ টানিয়া পর্ব্বত পার্শ্বস্থ ছায়ায়

আশ্রয়ে শায়িত করিল। তথায় তাঁহাকে শয়ন করাইয়া সে আবার মেষচারণে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে গৃহে প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে সে আর একবার পথিককে দেখিতে আসিল। তাহার বিশ্বাস ছিল, ছায়ায় পথিক কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলেই সুস্থ হইবেন; তৎপরে, নিজ গন্তব্য স্থানে চলিয়া যাইবেন; কিন্তু সে যখন আবার আসিয়া দেখিল, পথিক ঠিক্ সেই ভাবেই সেই থানেই শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। তখন সে কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইল। নিকটে আসিয়া দেখিল, পথিক মরেন নাই, তাহার শ্বাসপ্রশ্বাস বহিতেছে। সে পথিককে তুলি-বার জন্য তাঁহার মস্তক ধরিয়া নাড়িল, কিন্তু পথিক কেবলমাত্র পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া শয়ন করিলেন। বালিকা তখন বুঝিল যে, পথিক পরিশ্রান্ত হইয়া নিদ্রা যাইতেছেন; কিন্তু এ স্থানে রাত্রে থাকিলে নিশ্চয়ই তাহাকে ব্যাঘ্র ভল্লুকের উদরে যাইতে হইবে; অথচ, তাঁহাকে ডাকিলেও তিনি উঠেন না। বালিকাও আর অধিকক্ষণ এ স্থানে বিলম্ব করিতে পারে না, চারি দিক্ অন্ধকারে পূর্ণ হইয়া আসিতেছে।

বালিকা অধীরা হইল। একবার সে নিজ মেষপালের নিকট যায়, আবার আসিয়া পথিককে জাগরিত করিবার চেষ্টা করে; আবার যায়, আবার আইসে। বোধ হয়, সে শতবার এই রূপ করিল; কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে জাগরিত করিতে পারিল না। তাহার কুটীরে তূরী বিলম্বিত ছিল। সে অন্যান্য মেষপালকে আহ্বান করিবার জন্য বহুবার তূরীধ্বনি করিল; কিন্তু কেহই আসিল না। তখন সে হতাশ হইয়া মেষপাল লইয়া গৃহে ফিরিবার আয়োজন করিল; কিন্তু কয়েক পদ গিয়া আর যাইতে পারিল

না, একটি মনুষ্যকে ব্যাঘ্র মুখে নিক্ষেপ করিয়া কে কবে যাই প
পারে। সে ভাবিল হয় ত, এবার ডাকিলে পথিক উঠিবেন।
এইরূপ সে আরও শতবার ভাবিয়া, শতবার তাঁহার নিকট
আসিয়াছিল, এবারও আসিল।

কতবার তাঁহাকে ডাকিল, কতবার তাঁহার শরীর ধরিয়া সবল
নাড়িল; কিন্তু তবু ত তিনি উঠিলেন না। তখন সে নিজেই সেই
স্থানে রাত্রি যাপনের আয়োজন করিল। নিকটস্থ এক পর্ব্বত
গুহায় মেষদিগকে প্রবিষ্ট করাইয়া প্রস্তর খণ্ড আনিয়া গহ্বরের
দ্বার রুদ্ধ করিল; তৎপরে, পথিককে টানিয়া অনেক কষ্টে নিকটস্থ
এক গহ্বরে আনয়ন করিল, প্রস্তরখণ্ড আনিয়া তাহার, দ্বার রুদ্ধ
করিল। তাহারা পার্ব্বতীয়কামিনী, মধ্যে মধ্যে সহসা ঝড় বৃষ্টির
উঠিলে, সে অনেক দিন এইরূপ ভাবে রাত্রি যাপন করিয়াছে;
তাহার পক্ষে এই সকল কার্য্য সম্পাদন করিতে অধিক সময়
লাগিল না।

কাষ্ঠখণ্ডের সাহায্যে সে একটা অগ্নিও প্রজ্বলিত করিল;
তৎপরে, নিজ বস্ত্র মধ্য হইতে কতকগুলি আহারীয় বাহির করিয়া
আহার করিল; কিন্তু সকল আহার করিল না। যদি পথিক
রাত্রির মধ্যে জাগরিত হয়েন, তবে তাহাকে অবশিষ্ট গুলি আহার
করিতে দিবে, এই ভাবিয়া কতকগুলি আহারীয় আবার বস্ত্র
মধ্যে বাঁধিয়া রাখিল।

পথিক নিদ্রা হইতে জাগরিত হইবেন হইবেন করিয়া, সে বহু
ক্ষণ জাগিয়া বসিয়া ছিল; অবশেষে, ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া সে
সেই পর্ব্বত গহ্বরে প্রস্তরাসনে শয়ন করিল এবং অচিরে নিদ্রিত
হইয়া পড়িল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—*—

পথিকের যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন তিনি দেখিলেন যে, তিনি এক সুন্দর প্রকোষ্ঠ মধ্যে কোমল শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। প্রথমে তাঁহার তাহা স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইল; কিন্তু তিনি চক্ষু মার্জ্জিত করিয়া চারিদিক্ বেশ করিয়া চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, স্বপ্ন নহে, সত্য সত্যই তিনি একটি অতি সুন্দর সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠ মধ্যে শায়িত রহিয়াছেন। উপরে ঝাড় ঝুলিতেছে, প্রাচীরে দেয়ালগিরি শোভিতেছে। পথিক অন্য কেহ নহে, সুশীলকুমার। প্রথমে তাঁহার মনে হইল, তিনি যেন তাঁহাদের বাড়ীতে তাঁহার নিজ কক্ষে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন; তৎপরে, বিশেষ করিয়া দেখিয়া বুঝিলেন তাহা নহে। তৎপরে, তিনি মনে করিলেন, যেন তিনি তাঁহার বিবাহ রাত্রির সুসজ্জিত বাসর-গৃহে রহিয়াছেন। আবার ভাল করিয়া চারি দিক্ দেখিলেন। বুঝিলেন, তাহাও নহে।

তাঁহার এই পর্য্যন্ত স্মরণ হয় যে, তিনি তরাই ঘাস ভেদ করিয়া একটি নব দূর্ব্বাদল শোভিত প্রান্তরে আসিয়াছিলেন; তথায় একটি সুশীতল স্রোতস্বতীর জলে অবগাহন করিয়াছিলেন; তৎপরে, যেন তিনি পড়িতেছিলেন, কে তাঁহাকে ধরিয়াছিল, সে যেন অপরূপ সৌন্দর্য্যময়ী বালিকা। তাহার পর, আর যে কি হইয়াছে, তাহা আর তাঁহার স্মরণ নাই। তিনি বহু চেষ্টা করিয়াও কিছুই স্মরণ করিতে পারিলেন না।

তিনি দেখিলেন, তিনি একখানি অতি সুন্দর পর্য্যঙ্কের উপরে

দুগ্ধফেণ বিনিন্দিত শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। তিনি উঠিয়া বসিলেন। অমনি একটি পরম রূপসী যুবতী সত্বর তাঁহার নিকটস্থ হইয়া অতি মধুর হিন্দিভাষায় কহিল,—"আপনার যদি কোন বিষয়ের আবশ্যক হয়, তবে দাসীকে আজ্ঞা করিতে পারেন।"

যুবতীর বয়স পঞ্চদশের অধিক নহে। অতি সূক্ষ্ম বস্ত্রের মধ্য হইতে সুন্দরীর চম্পক বিনিন্দিত রং মেঘাবৃত কৌমুদীর ন্যায় প্রকাশ প্রাপ্ত হইতেছে। বস্ত্রখানি এতই সূক্ষ্ম যে, শরীরের সর্ব্বাঙ্গ স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। উচ্চ কুচযুগল, নিবিড় নিতম্ব, তরঙ্গায়িত জানু, সকলই স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। যুবতীর পায় এক জোড়া অতি সুন্দর জরির জুতা। অঙ্গের সৌন্দর্য্য মনুষ্য-নয়ন হইতে আবরিত করিবার জন্য, একখানি ওড়নাও ছিল; কিন্তু সুশীলকুমার সহসা শয্যায় উঠিয়া বসায়, যুবতী ত্রস্তে তাঁহার নিকট আসিয়াছিলেন; ওড়নার কথা ও তাঁহার বস্ত্রের কথা সকলই বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন।

সুশীলকুমার মুহূর্ত্তের জন্য এই অর্দ্ধনগ্ন অনুরূপ সৌন্দর্য্যময়ী, পূর্ণযৌবনা সুন্দরীকে দেখিলেন। তাঁহার মস্তক বিঘূর্ণিত হইল, তিনি দুই হস্তে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। তাহার ভাব দেখিয়া, যুবতীর নিজ বস্ত্রের সূক্ষ্মতার কথা স্মরণ হইল। তিনি সলজ্জ ভাবে সত্বর ওড়নায় সর্ব্বাঙ্গ আবরিত করিলেন; তৎপরে, পর্য্যঙ্কের পার্শ্বে আসিয়া আবার সেইরূপ অতি মধুর স্বরে বলিলেন,—"আপনি এখনও পীড়িত, শয়ন করুন।" চমকিত হইয়া সুশীলকুমার চক্ষু হইতে হস্ত অপসারিত করিলেন। দেখিলেন সেই কামনাময়ী বিলাসিতা মাখা যুবতী মূর্ত্তি অবনত মস্তকে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মানা।

তিনি জীবনে তিনখানি ছবি দেখিয়াছেন, তিনখানিই অস্পষ্ট, ভাল করিয়া কোন খানিই দেখেন নাই। বিবাহের দিন বাসরে মনিমুক্তার অলঙ্কারে ভূষিতা আদরকে মুহূর্ত্তের জন্য দেখিয়াছিলেন, কিন্তু সে ছবি তিনি হৃদয় হইতে এখনও মুছিতে পারেন নাই। সে এক ছবি, সংসারের সমস্ত পবিত্রতা একত্রীভূত করিয়া কে যেন আদরকে গড়িয়াছে!

তাহার পর, তিনি তরাই মরুতে চকিতের ন্যায় এক ছবি দেখিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার হৃদয় পটে এখনও আঁকা রহিয়াছে, সে সরলতাময় বনদেবীর ছবি, প্রকৃতির সমস্ত আরণ্য সৌন্দর্য্যকে যেন কুড়াইয়া আনিয়া এই মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছিল।

তাহার পর, এই সম্মুখে! এ আর এক ছবি! বিলাসের সকল দ্রব্য আনিয়া কে যেন এই কামনা ও লালসার ছবি আঁকিয়াছে! তিনটির ছায়াই তাঁহার হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে; কিন্তু তিনটি পরস্পরে আকাশ পাতাল প্রভেদ। একটিতে সংসার, অপরটিতে আরণ্য, অপরটিতে নাগরিক ভাব প্রতিভাসিত।

সুশীল যুবতীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমি কোথায়?" বীণা বিনিন্দিত স্বরে যুবতী উত্তর করিলেন,—"আপনি দিল্লিতে আমার বাটীতে আছেন।"

সুশীল আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কে?" যুবতী সলজ্জ ভাবে মৃদু মধুর হাসি হাসিয়া বলিল,—"দাসীকে সকলে বুল্‌বুল্‌ তরফওয়ালী বলিয়া জানে।" সুশীলকুমার ধীরে ধীরে শয্যায় শয়ন করিয়া চক্ষু মুদিত করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—*—

আদর বড় লোকের মেয়ে, পিতার একমাত্র কন্যা। আদর করিয়া বিজয় বাবু কন্যার নাম "আদর" রাখিয়াছিলেন। সুতরাং 'আদরের' আদরের অভাব ছিল না। বিজয় বাবু কন্যাকে পিয়ানো বাজাইতে শিখাইয়াছিলেন, গান গাইতে শিক্ষা দিয়াছিলেন, ইংরাজি লিখিতে পড়িতে শিখাইয়াছিলেন। প্রথমে আদর বিদ্যালয়ে লেখা পড়া শিখিয়াছে; পরে, বাড়ীতে লোক আনিয়া তাহার পিতা তাহাকে লেখা পড়া শিখাইয়াছেন। আদরকে রূপবতী করিয়া বিধাতা স্বয়ং তাহাকে এ সংসারে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহার পিতা তাহাকে গুণবতী করিতে অর্থব্যয়ও যত্নের ত্রুটি করেন নাই; সুতরাং, ভারতচন্দ্রের বিখ্যাত তুলনা "রূপে লক্ষ্মী গুণে স্বরস্বতী"—কেবল সত্য সত্য তাহাতেই বর্ত্তে।

সকলই হয়, কেবল প্রকৃতির পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় না। একটি গোলাপ গাছকে যত্ন করিলে, সেই গাছ হইতে অতি বৃহৎ ও অতি সুন্দর গোলাব ফুল প্রস্তুত করাইতে পারা যায়; কিন্তু গোলাপ গাছে কখনও মল্লিকা বা বেল ফুল জন্মাইতে পারা যায় না। সেই রূপ যাহার যেরূপ প্রকৃতি, তাহার উৎকর্ষতা সাধনা সম্ভব; কিন্তু সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সম্ভব নহে।

বাল্যকাল হইতেই "আদর" কল্পনাময়ী। পিতার আদর ও চারিদিকের বিলাসিতা তাহার কল্পনাময়ী প্রকৃতির উৎকর্ষতা সাধন করিয়াছিল মাত্র; শত শিক্ষা তাহার কোনও পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম হয় নাই। সে সেইরূপ চপলা, চঞ্চলা, কৌতুকপ্রিয়া

গর্ব্বিতা, চতুরা, হাস্যময়ী আদরই আছে; অথচ, সে নির্ব্বোধ নহে, বালিকা নহে, তাহার বিবাহ বয়সে সে সকলই বুঝিয়াছিল। অন্যান্য হিন্দু বালিকা বিবাহ সময়ে বিবাহ যে কি, তাহা যেমন বুঝিতে পারে না, সে সেরূপ ছিল না।

কেবল ইহাও নহে; তাহার হৃদয় ও প্রেমপূর্ণ ছিল। সে ভালবাসিত। হিন্দুর মেয়ে বালিকা বয়সে কাহাকেও ভাল বাসিলে, প্রায়ই সেই ভালবাসা পরে তাহার জীবনে দুঃখের ঝটিকা উত্তোলিত করে; কারণ, হিন্দু বিবাহে অনেক বাধাবাধি। যাহার তাহার সহিত বিবাহ হইবার যো নাই। তবে সুখের বিষয়, হিন্দু বালিকা-দিগের এতই অল্প বয়সে বিবাহ হয় যে, তাহাদের হৃদয়ে অনেক স্থানেই কোন প্রেমের ছায়া প্রায় পতিত হয় না; শীঘ্রই বালি-কার বিবাহ হয়, বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে জীবনে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে; সেই সঙ্গে অন্য প্রেমের ছায়াও হৃদয় হইতে বিলীন হইয়া যায়। কিন্তু আদরের বিবাহ বিলম্ব হইয়াছিল; সুতরাং, তাহার হৃদয়ে যে প্রেমের ছায়া পড়িয়াছিল, তাহা বিমুক্ত হইয়া যাইবার সময় পায় নাই; বরং তাহার বিবাহে বিলম্ব হওয়ায়, তাহার হৃদয়ে সেই ছায়া দিন দিন আরও অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছিল।

তাহাই কি জানিয়া সুশীলকুমার বিবাহের রাত্রে অন্তর্দ্ধান হইলেন? না, তাহা নহে। আমরা জানি, আদর সুশীলকেই ভাল বাসিত; হিন্দুর মেয়ে বাল্যকালে যাহাকে ভালবাসে, প্রায়ই তাহার সহিত তার বিবাহ হয় না, কিন্তু আদরের অদৃষ্ট সর্ব্বদাই সুপ্রসন্ন; তাই সে যাহাকে হৃদয়ে পূজা করিত, তাহারই সহিত তাহার বিবাহ হইল। সে কখনও ভাবে নাই যে, তাহার সিহত সুশীলের বিবাহ হইবে। হয় ত এরূপ ভাবনা তাহার হৃদয়ে

উদিত হইলে, সে লজ্জায় সুশীলের মুখের দিকে কখনও চাহিতে পারিত না।

তাহার বিবাহের এক বৎসর পূর্ব্বে, সে তাহার পিতার সহিত পশ্চিম বেড়াইতে গিয়াছিল। সুশীলকুমারও এই সময়ে কলেজ বন্ধ পাইয়া পশ্চিম বেড়াইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। আমরা বিজয় বাবুর যে টুকু পরিচয় দিয়াছি, তাহাতেই বোধ হয়, পাঠক পঠিকাগণ বুঝিয়াছেন যে, বিজয় বাবু অনেকটা সাহেবী ধরণের লোক ছিলেন। পশ্চিমে বেড়াইতে বাহির হইয়া তিনি প্রায় সম্পূর্ণই সাহেব হইয়াছিলেন। কন্যা আদরও জুতা মোজা পায় দিয়া পিতার পার্শ্বে বসিয়া ষ্টেশনের হোটেলে আহার করিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হইত না। বিজয় বাবুকে বরং দেখিলে, বাঙ্গালি বলিয়া চিনিতে পারা যাইত, সুশীলকুমারকে সহসা চিনিতে পারা যাইত না। তিনি পশ্চিম বেড়াইতে বাহির হইয়া সম্পূর্ণ সাহেব হইয়াছিলেন। তাঁহার রং, তাঁহার হাব ভাব, তাঁহার পোষাকে, তাঁহাকে কোন মতেই সহসা বাঙ্গালি বলিয়া বোধ হয় না। পাটনা ষ্টেশনে সুশীলকুমার, যখন বিজয় বাবু কন্যা সহ যে গাড়ীতে ছিলেন, সেই প্রথমশ্রেণীর গাড়ীতে উঠিলেন, তখন তিনি তাঁহাকে ইংরেজ বা ফিরিঙ্গি যুবক ভাবিয়া প্রকৃতই একটু সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু আদর তাঁহার আপন মনে সন্তুষ্ট ভিন্ন অসন্তুষ্ট হয় নাই। বিশেষতঃ, গাড়ীতে প্রবিষ্ট হইবা মাত্রই সুশীলের চক্ষু আদরের দুই বিশাল চক্ষে প্রতিফলিত হইল, সলজ্জ ভাবে আদর মস্তক অবনত করিল, কিন্তু সুশীলকুমার বুঝিলেন যে, সেই দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ে কি যেন যাইয়া বিদ্ধ হইল।

তাঁহার দ্রব্যাদি যথাস্থানে রাখিয়া সুশীলকুমার বলিলেন,—বোধ

করি, আমার আসাতে আপনাদের অসুবিধা হইল।" আর কোন গাড়ীতে জায়গা নাই। দুই একটা ষ্টেশনের পর, অন্য গাড়ী খালি হইলেই, আমি নামিয়া যাইব।" বিজয় বাবু বলিলেন,—আপনি বাঙ্গালি। কি যন্ত্রণা! আমি ভাবিয়াছিলাম, আপনি সাহেব!"

সুশীল সলজ্জ ভাবে কেবল হাসিলেন। তখন বিজয় বাবু তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, নিজের পরিচয়ও প্রদান করিলেন। সুশীলও পশ্চিম বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন শুনিয়া বলিলেন,—"আসুন, আমরা একত্র বেড়াই। আমার একলা বেড়াইতে কষ্ট হইতেছে। তিনি কি উত্তর দিবেন শুনিবার জন্য আদর বঙ্কিম নেত্রে চাহিতেছিল। সহসা আবার সুশীলের চক্ষে সেই দুই বৈদ্যুতিক তেজোময় চক্ষু প্রতিফলিত হইল। সুশীল বলিলেন,—"আপনি আজ্ঞা করিলে, আমি অবশ্যই আপনার আজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য।"

বহুক্ষণ ধরিয়া উভয়ে নানা কথোপকথন হইল; তৎপরে, বিজয় বাবু নিদ্রিত হইলেন। গাড়ীর অন্য পার্শ্বে বসিয়া আদর একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছিল। পুস্তকখানি তাহার সম্মুখে খোলা ছিল বটে; কিন্তু প্রকৃত সে পিতা ও সুশীলের কথোপকথন শুনিতেছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—*—

বিজয় বাবু নিদ্রিত হইলে, সুশীল আর একবার আদরের দিকে চাহিলেন, অমনি আবার চারি চক্ষু মিলিল; আর মস্তক উত্তোলিত

করিতে সাহস করিলেন না। আদরও লজ্জায় তাহার দিকে চাহিতে পরিল না, জালানা দিয়া মুখ বাহির করিয়া দূরস্থ ধাবমান বৃক্ষশ্রেণী দেখিতে লাগিল।

সহসা তাহার চখে কয়লার গুঁড়া আসিয়া পড়িল। সে সত্বরে গাড়ীর ভিতর মুখ টানিয়া লইল, চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া কয়লার নির্গত করিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু সে যতই চক্ষু মার্জ্জিত করে, ততই তাহার যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়। চক্ষু দিয়া দরবিগলিত ধারে অশ্রু বহিল, মুখ আরক্তিম হইয়া গেল। পিতা একাকী থাকিলে হয় ত সে পিতাকে ডাকিত; কিন্তু সুশীলের সম্মুখে পিতাকে ডাকিতেও তাহার সাহস নাই। সে নীরবে যন্ত্রণা সহ্য করিতে লাগিল।

এই সময়ে সুশীল একবার মস্তক উত্তোলিত করিয়া তাহার ভাব দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"একি!" তৎপরে, সত্বর তাহার নিকটে আসিয়া বলিলেন,—"আপনার চক্ষে কিছু পড়েছে?" লজ্জায় আদর মস্তক আরও অবনত করিল দেখিয়া, সুশীল বলিলেন,—"ওতে আরও যন্ত্রণা বাড়্‌বে। দেখি, আমি এখনই যা পড়েছে, বার করে দিচ্চি।" আদর মস্তক আরও অবনত করিল; কিন্তু তাহার চক্ষের জলে তাহার বস্ত্র ভাসিয়া গেল।

তখন সুশীল আদরের, অতি আদরে তাহার মস্তক, বাম হস্তে চিবুক ধারণ করিয়া উত্তোলিত করিলেন; তৎপরে, দক্ষিণ হস্তে তাহার চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সবলে চক্ষুতে "ফুঁ" দিতে লাগিলেন। অনতিবিলম্বেই কয়লার গুঁড়া দূরীভূত হইল। আদর যন্ত্রণার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া বলিয়া ফেলিল,—"আঃ বাঁচলেম!" শুনিয়া, সুশীল বলিলেন,—"দেখুন দেখি, আগে বল্‌তে হয়!

ও দিক্‌টায় বড় কয়লার গুঁড়া ওড়ে, আপনি এই দিকে বসুন। আর এই চশ্‌মা চক্ষে দিয়ে বসুন, এতে আর চখে কিছুই পড়্‌বে না।” এই বলিয়া সুশীল পকেট হইতে একটি সুন্দর সুবর্ণ-নির্ম্মিত সবুজ কাচ সংযুক্ত চশ্‌মা বাহির করিলেন, যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া আদর মুহূর্ত্তের জন্য লজ্জাকে ভুলিয়াছিল; কিন্তু আবার যেন কোথা হইতে লজ্জা আসিয়া তাহাকে ঘেরিল, সে আর মস্তক উত্তোলিত করিয়া সুশীলের দিকে চাহিতে পারিল না। সুশীল আদরে ও যত্নে তাহাকে চশ্‌মা পরাইয়া দিলেন। প্রকৃতই সেই চশ্‌মায় আদরের সৌন্দর্য্য যেন শতগুণ বৃদ্ধি পাইল।

চশ্‌মা পাইয়া তাহার আরও এক উপকার হইল, লজ্জা কমিল। আর সুশীলের দিকে চাহিতে তাহার লজ্জা লয় না; কারণ, আর সুশীলের চক্ষে চক্ষে তাহার চক্ষু সম্মিলিত হয় না। সে যে কোন দিকে চাহিতেছে, তাহা আর এখন কেহ জানিতে পারে না। তখন সম্মুখ সম্মুখী বসিয়া উভয়ে কথোপকথন আরম্ভ হইল। অর্দ্ধ ঘণ্টা যাইতে না যাইতে আদর লজ্জাকে বিস্মৃত হইয়া সুশী-লের সহিত কতই কথা কহিতে লাগিল। বিজয় বাবু নিদ্রিত। আদর ও সুশীল কত কথাই কহিতেছে,—বালক বালিকার কথা, পথের কথা, কাশীর কথা, পথিকের কথা, লেখাপড়ার কথা, গান বাজনার কথা, এইরূপ নানা কথা হইতেছে। গাড়ী যে বায়ু বেগে ছুটিয়াছে, তাহা তাহাদের জ্ঞান নাই। ষ্টেশনের পর যে ষ্টেশন আসিয়াছে, প্রতি ষ্টেশনেই যে কত লোক উঠিয়াছে ও নামিয়াছে তাহাও তাহাদের জ্ঞান নাই। তাঁহারা দুটি ভিন্ন সংসারের যে আর কাহারও অস্তিত্ব আছে, তাহাও তাহাদের নাই জ্ঞান; এই জন্য, যখন গাড়ী আসিয়া বেনারস ষ্টেশনে

লাগিল, তখন আদর বলিয়া উঠিল,—"এর মধ্যে এলাম!" সুশীল বলিলেন,—"গাড়ী খানা খুব শীঘ্র এসেছে।"

"গঙ্গার পোল ত পার হলেম না। সেটা দেখ্‌ব বলে রয়েছি। বোধ হয়, এ কাশীর ষ্টেশন নয়।"

সুশীল বুঝিলেন, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, তবে পোলের কথা সত্য কথা বলিতে কি, পোলের উপর দিয়া যে গাড়ী কখন আসিয়াছে, তাহা তিনিও জানিতে পারেন নাই; সুতরাং, তিনি কেবলমাত্র বলিলেন,—"তুমি দেখিতে পাও নাই!" আর বাজে কথায় সময় কাটাইবার অবসর নাই, তাড়াতাড়ি করিয়া দ্রব্যাদি নামাইয়া লইয়া, তাঁহারা বেনারেস ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মে দাঁড়াইলেন। বিজয় বাবুর কাশীতে এক বাড়ী ছিল। তাঁহার অপেক্ষায় তাঁহার লোকজন ষ্টেশনে দণ্ডায়মান ছিল। বিজয় বাবুর দ্রব্যাদি, তাহারা গাড়ীতে লইয়া তুলিল। সুশীল সিক্‌রোলের হোটেলে থাকিবেন স্থির করিয়াছিলেন, তাই তিনি সিক্‌রোল যাইবার জন্য একখানি গাড়ী ভাড়া করিবার চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া, বিজয় বাবু বলিলেন,—"সে কি, বন্দোবস্ত ত হয়েই গেছে। আদর, সুশীল বাবুকে ধরে নিয়ে আয়!" আদরকে ধরিতে হইল না, কেবলমাত্র সে সুশীলের মুখের দিকে চাহিল। সুশীল আর দ্বিরুক্তি না করিয়া, আদরের হাত ধরিয়া গাড়ীতে উঠিলেন।

কাহারও মনে যাহা এ পর্য্যন্ত একবারও উদিত হয় নাই, বিজয় বাবুর লোকজনের মনে তাহাই উদিত হইল। তাহারা কাণাকাণি করিয়া বলিল,—"বোধ হয়, বাবুর মেয়ের এঁর সঙ্গে বে হবে।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—*—

সেই দিন হইতে দিন রাত সুশীল ও আদর একত্র থাকে। উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া বেনারসের দর্শনীয় সমস্ত স্থান দেখি-লেন। যেখানে যাহা দেখিবার আছে, সুশীল আদরকে লইয়া গিয়া তাহাই দেখাইলেন। আদর যেটি বুঝিতে পারে না, সুশীল সেটি তাহাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দেন। বেণীমাধবের ধ্বজায় বিজয় বাবু উঠিতে সাহস করিলেন না; আদর ও বিজয় উভয়ে উঠিয়া গেল। অন্ধকারময় সোপানে সুশীল অতি যত্নে ও আদরে 'আদরের' হাত ধরিয়া তাহাকে উপরে উঠাইলেন। উপর হইতে কাশীর কোন্‌টি কি, তাহা বুঝাইয়া দিলেন। সেই বেণীমাধবের ধ্বজায় দণ্ডায়মান থাকিয়া, উভয়ের মধ্যে কতই তর্ক! সুশীল বলেন,—"এটি বিশ্বেশ্বরের মন্দির।" আদর বলে,—"না, ওটি কেদারের।" এইরূপ নানা কথায় প্রায় অর্দ্ধ ঘটিকা কাটিয়া গেল। নিম্নে বিজয় বাবু তাহাদের জন্য বড়ই চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। তাহাদের অনুসন্ধানে একজন লোক পাঠাইয়া দিলেন। সে না আসিলে হয় ত তাঁহারা উভয়ে আজীবনই এই বেণীমাধবের ধ্বজার উপরে থাকিতেন।

বেনারস হইতে তাঁহারা এলাহাবাদ আসিলেন। তথা হইতে আগ্রা, আগ্রা হইতে দিল্লি, দিল্লি হইতে জয়পুর, জয়পুর হইতে পুষ্কর তীর্থ, তথা হইতে চিতোর, চিতোর হইতে আবার জয়পুর ফিরিয়া আসিয়া, তাঁহারা বম্বে গেলেন। তথায় কয়েক দিন থাকিয়া 'এলিফাণ্ট প্রভৃতি দর্শনীয় স্থান সমূহ দেখিয়া, তাঁহারা পুনায় আসিলেন। পুনা হইতে জব্বলপুরের নিকট মর্ম্মর প্রস্তরের

সুন্দর পাহাড় দেখিলেন; তৎপরে, এলাহাবাদে আসিয়া তথা হইতে একেবারে কলিকাতায় আসিলেন। এইরূপে দুই মাস কাটিল। কেমন করিয়া এত শীঘ্র দুই মাস কাটিয়া গেল, তাহা আদর ও সুশীল উভয়েই বুঝিতে পারিলেন না। কলিকাতায় আসিয়া বিজয় বাবু এক দিন সুশীলকে নিজের বাড়ী আনিলেন, পর দিন সুশীল নিজ বাড়ী রাজশাহী চলিয়া গেলেন।

দুই মাস কত সুখে কাটিয়াছে। পশ্চিম-ভ্রমণ যে এত সুখজনক, তাহা সুশীল কখনও পূর্ব্বে ভাবেন নাই। কিন্তু আমরা জানি, সকলের পক্ষে পশ্চিম ভ্রমণ এত সুখজনক হয় না। যাহাকে ভালবাসি, তাহার হাত ধরিয়া, তাহার পাশে পাশে থাকিয়া, দেশে দেশে দর্শনীয় দ্রব্য সকল তাহাকে দেখাইয়া ও বুঝাইয়া দিলে, পশ্চিম ভ্রমণ যত সুখের হয়, তত কি অন্য কোনরূপে হইয়া থাকে?

কলিকাতা ত্যাগ করিয়া শিয়ালদহ ষ্টেশনে গাড়ীতে উঠিয়াই সুশীলের সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি মনে মনে গত ঘটনা কল্পনা করিয়া একরূপে সুখে দেশাভিমুখে চলিলেন, আর আদর, তাহার চিরহাসি মুখে একটু বিষাদের ছায়া পড়িল। সে পশ্চিমের কত স্থানে কত কি দেখিয়া আসিয়াছে, সে দেশে ফিরিলে, অন্যান্য রমণীগণ তাহাকে কত কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—এটি কেমন, ওটি কেমন, এ স্থানে কি আছে, ও স্থানে কি আছে? এইরূপ কত কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু সে তাহার একটিরও কোন উপযুক্ত উত্তর প্রদান করিতে পারিল না। পূর্ব্বে কলিকাতায় আসিয়া পশ্চিম দেশের জ্ঞান তাহার যেমন ছিল, পশ্চিমে বেড়াইয়া আসিয়াও তাহার জ্ঞান ঠিক্ সেইরূপই আছে,

একটুও বৃদ্ধি পায় নাই। বস্তুতই আদর পশ্চিমের কিছুই দেখে নাই, সে সুশীলের মুখখানি ভিন্ন প্রকৃত আর কিছুই দেখে নাই।

সুশীল পশ্চিমের নানা স্থানে আদরকে নানা দ্রব্য কিনিয়া দিয়াছিলেন। সে যেটি পছন্দ করিয়াছে, তাহার যতই দাম হউক না, সুশীল তাহাকে তৎক্ষণাৎ তাহা কিনিয়া দিয়াছেন। পুষ্কর তার্থে আদর, এক সন্ন্যাসীর গলায় একছড়া "স্ফটিকের হার" দেখিয়া, সেইটি লইবার জন্য ব্যাকুল হইল। সুশীল সন্ন্যাসীকে অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, হাজার টাকা পর্য্যন্ত মূল্য প্রদানে স্বীকৃত হইলেন, তিনি যাহা চাহেন, যাহা করিতে বলেন, তাহাই করিতে তিনি সম্মত হইলেন; কিন্তু সন্ন্যাসী কিছুতেই সেই "স্ফটিক হার" প্রদানে সম্মত হইলেন না। বলিলেন,—"তোমরা যখন দেখিতেছি, এটি লইবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইয়াছ, তখন এই পর্য্যন্ত করিতে পারি যে, আজ হইতে এক বৎসর পরে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও, আমি এই মালা তোমাকে দিব। আমাকে তোমার ইহার বিনিময়ে কিছুই দিতে হইবে না।" আদর তাহাও বুঝে না, সুশীল বলিলেন,—"আদর, এক বৎসর পরে, আমি এই সন্ন্যাসী যেখানেই থাকুন, সেইখানে গিয়া ইঁহার কাছ থেকে এই হার এনে তোমায় দিব।"

আদর সুশীলের হৃদয়ে মুখ লুকাইয়া বলিল,—"দেবে তো?" সুশীল বলিলেন,—"তোমায় স্পষ্ট করে বল্‌ছি, ইনি যেখানেই থাকুন, সেইখানে গিয়ে এ হার তোমায় এনে দেব।" তখন আদর প্রবোধ মানিয়া, অন্যান্য দর্শনীয় স্থান দেখিতে গেল। সুশীল সন্ন্যাসীর নাম ও এক বৎসর পরে তিনি হরিদ্বারের নিকট সিদ্ধাশ্রমে থাকিবেন জানিয়া, পুষ্কর পরিত্যাগ করিলেন।

সময়ে আদর ও সুশীল উভয়েই এই হারের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। আদর বাল্য-সুলভ-স্বভাবে হার চাহিয়াছিল, দুই দিন পরে তাহার আর ইহার কথা মনে ছিল না। সুশীলও নানা গোলযোগে ইহার কথা ভুলিয়াছিলেন।

কলিকাতায় আসিয়াই বিজয় বাবু কন্যার সহিত সুশীলের বিবাহ দিবার চেষ্টা করিলেন। দুই মাস একত্র থাকিয়া, তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, তিনি এত দিনে কন্যার জন্য যেরূপ বর অনুসন্ধান করিতেছিলেন, সুশীলই ঠিক্ সেইরূপ বর। সুশীলের পিতাও এ বিবাহে সম্মত হইলেন। ক্রমে সকলই স্থির হইয়া গেল। সুশীল ও আদর উভয়ের হৃদয়ে, তাহাদের বিবাহ যে কোন্ কালে হইবে, বা হওয়ার সম্ভাবনা কখন উদিত হয় নাই। উভয়ে হৃদয়ে প্রীত হইলেন বটে; কিন্তু লজ্জায় যেন তাঁহাদিগকে অবনত করিয়া ফেলিল। এত লজ্জা কেন? যিনি কখনও প্রেমের প্রথম ছায়া অনুভব করিয়াছেন, তিনিই বুঝিবেন এত লজ্জা কিসের।

বিবাহ-বাসরে যখন সকলে নিদ্রিত হইয়া পড়িল, তখন আদর প্রথম কথা কহিল। স্ফটিক হারের কথা সে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিল। আজ সুশীলের গলায় একছড়া অতি সুন্দর ও বহুমূল্যবান্ হীরক হার দেখিয়া, সহসা তাহার হৃদয়ে সেই স্ফটিক হারের কথা উদিত হইল। তাহার হৃদয় আজ আনন্দে পূর্ণ ছিল। সুশীলের সহিত কৌতুক করিবার জন্য সে বলিল,—"এক বৎসর হয়ে গেছে, আমার স্ফটিকের হার কই?" সুশীল হারের কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। আদর তাঁহার সহিত কথা কহিতে গিয়া প্রথমেই সেই হারের কথা জিজ্ঞাসা করিল। তাঁহার পুষ্কর তীর্থের কথা, শপথের কথা, প্রতিজ্ঞার কথা সকলই

মুহূর্ত্তের মধ্যে স্মরণ হইল। তিনি বলিলেন—"আদর, এক মাস সময় দেও, তোমার হার আনিবই আনিব; এই আমি চলিলাম! বলিয়া সুশীল উঠিলেন। আদর হাসিল। তিনি যে সত্য সত্যই যাইবেন, তাহা তাহার মনে একবারও উদিত হয় নাই। তিনি যখন বাসর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, তখনও সে কিছু বলিল না। মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

সুশীল বাহিরে আসিয়া, ভৃত্যের নিকট বস্ত্র লইয়া বস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। তৎপরে, অলঙ্কারাদি তাহার নিকট রাখিয়া, কেবলমাত্র একশতটি টাকা, যাহা তাঁহার সঙ্গে ছিল, তাহাই লইয়া একেবারে হাবড়া ষ্টেশন আসিলেন এবং প্রাতের ছয়টার ট্রেণে হরিদ্বারাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

আদর জানিত তিনি কোথায় গিয়াছেন। সে ভিন্ন আর কেহই জানিল না, তিনি কোথায় গিয়াছেন। আদর এ উন্মত্ততার কথা সাহস করিয়া কাহাকে বলিতেও পারিল না। সে প্রথম ভাবিয়া ছিল, দুই চারি দিবসের মধ্যে সুশীল ফিরিবেন। তৎপরে, যখন দুই চারি দিন কাটিয়া গেল, সে তখন ভাবিল, তিনি এক মাসের কড়ার করিয়া গিয়াছেন, এর মধ্যে নিশ্চয়ই ফিরিবেন। এক মাস ও কাটিয়া গেল, তবু সুশীল ফিরিলেন না, বা তাঁহার কোন সম্বাদ আসিল না। তখন সে সত্য সত্যই বড়ই চিন্তিত ও ব্যথিত হইল। এক বৎসর কাটিয়া গেল, দেখিতে দেখিতে তবুও সুশীলের কোন সম্বাদ পাওয়া গেল না। পিতার দেশত্যাগে তাহার হৃদয়ে আরও বেদনা অনুভূত হইল। সুশীল কেন গিয়াছেন, কিসের জন্য কোথায় গিয়াছেন, তাহা কাহাকেও না বলিতে পারিয়া, তাহার মানসিক যন্ত্রণা আরও বৃদ্ধি পাইল। সে

হৃদয়ের যে আগুন হৃদয়ে লুকাইয়া, বিষয় কার্য্যে নিমগ্ন হইয়া, যন্ত্রণা ভুলিবার চেষ্ট করিল; কিন্তু হায়! সে যন্ত্রণা কি ভুলিবার!

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ভালবাসায় না করিতে পারে কি? দুরন্ত রৌদ্রে প্রাণের মায়া না করিয়া, তরাই ঘাসের মধ্য দিয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে সুশীল সন্ন্যাসীর সন্ধানে সিদ্ধাশ্রমাভিমুখে যাইতেছিলেন দেখিয়া, আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কোনও কারণই নাই। প্রেমিক ব্যক্তি এ সংসারে ইহাপেক্ষাও কঠিনতর ব্রত পালন করিয়াছে ও প্রত্যহই করিতেছে।

আমরা জানি, সুশীল সিদ্ধাশ্রম পর্য্যন্ত উপস্থিত হইতে পারেন নাই। মেষপালিকা বালিকার দৃষ্টিপথে না পতিত হইলে, হয়ত তাঁহাকে এ জীবনে আর কখনও সিদ্ধাশ্রমে উপস্থিত হইতে হইত না।

বালিকার নাম 'হাওয়া।' তাহার বয়স পঞ্চদশ কি ষোড়শ; কিন্তু পঞ্চদশ বর্ষীয়া বলিলে, আমরা যেরূপ পূর্ণযৌবনা যুবতী বুঝি, হাওয়া সেরূপ নহে। তাহারা পার্ব্বতীয় জাতি। আমাদের যৌবনে তাহাদের বাল্যকাল; অথবা, তাহাদের যৌবনেও আমাদের বাল্য-সরলতা পূর্ণমাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায়।

হাওয়াকে সুন্দরী বলিলে, তাহার বর্ণনা হয় না। তাহাদের জাতিতে সকলইত সুন্দরী। প্রাচীনকালে তাহাদের জাতিই কিন্নরী ও অপ্সরী বলিয়া ভারতে বিদিত ছিল। আজও পশ্চিমের

সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা তরফাওয়াল্লীগণ সকলেই তাহাদের জাতি হইতে সৃষ্ট হয়। নেপালের দক্ষিণ প্রান্তস্থ পর্ব্বতমালায়, পঞ্জাব হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র স্থানে স্থানে এই অপরূপ রূপলাবণ্য-সম্পন্ন জাতি বাস করে। ইহাদিগকে "কবান" জাতি বলে। সঙ্গীত বাদ্যই ইহাদের ব্যবসায়। বলিতে গেলে, বারবনিতা-বৃত্তিই ইহাদের রমণীগণের জীবিকা উপার্জ্জনের উপায়। সতীত্ব বলিয়া যে কিছু আছে। তাহা এই জাতির জ্ঞান নাই। ইহারা সরল প্রকৃতি সদাশয়; পাপ পুণ্য, ভালমন্দ প্রভৃতি সাংসারিক ভাব ইহাদের মধ্যে এখনও প্রবিষ্ট হইতে পারে নাই। হাওয়া এই জাতীয় বালিকা। মেষপালিকা হইলেও সে সঙ্গীত বাদ্যে সুনিপুণা।

তাহার পরিধানে একখানি মোটা পীতবর্ণের বস্ত্র। কিন্তু বস্ত্রখানি এতই ছোট যে, তাহাতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ আবরিত হয় নাই। বস্ত্রান্তরাল হইতে স্থানে স্থানে তাহার অপরূপ রূপ প্রতিভাসিত হইতেছে। ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্যবান্ জাতির সে শ্রেষ্ঠ সুন্দর ফুল বলিয়া বিদিত; কিন্তু তাহার সৌন্দর্য্য অযত্নে রক্ষিত। প্রমোদ কাননের ন্যায় সে একরূপ অনির্ব্বচনীয় শোভা বিকাশ করিত, মুহূর্ত্তের জন্য সেই শোভা সুশীলের হৃদয়ে তরাই উপত্যকায় প্রতিফলিত হইয়াছিল; তিনি তাহা আর ভুলিতে পারেন নাই! ইহাদের রূপে সংসারত্যাগী যোগীদিগের মনও বিচলিত হয় বলিয়া, যোগিগণ কোন মতেই এই জাতি যেখানে বসতি করে, সেই স্থানে আইসেন না; তাহাতে সুশীলের মন বিমুগ্ধ হইবে আশ্চর্য্য কি!

সমস্ত রাত্রির মধ্যে সুশীলের ভাল নিদ্রা হইল না। প্রত্যুষে যখন পর্ব্বত গহ্বরে আলোক প্রবিষ্ট হইয়া সুশীলের চক্ষে পতিত

হইল, তখন তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার সকল কথা স্মরণ হইল। তিনি ব্যাকুল নেত্রে চারি দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, তিনি এক গহ্বরের মধ্যে রহিয়াছেন, গহ্বরের দ্বারে এক দেবী মূর্ত্তি নিদ্রিত। গহ্বরের দ্বারে পদদ্বয় বিস্তৃত করিয়া পর্ব্বতাঙ্গে অঙ্গ স্থাপন করিয়া অর্দ্ধ শয়িত ভাবে কৃষ্ণ কেশ রাশি তাহার স্কন্ধ পৃষ্ঠ বক্ষ আবরিত করিয়া ভূমে লুটিতেছে। পরিধান বস্ত্র অপসারিত হইয়া ভূমে পড়িয়াছে, উন্নত হৃদয় প্রাতঃ সূর্য্যের কিরণে অভূতপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে, পীনোন্নত পয়োধর দ্বয়ের উপর কৃষ্ণ কেশরাশি পতিত হইয়া মেঘাবৃত চন্দ্রের শোভা ধারণ করিয়াছে। বালিকার দক্ষিণ হস্ত সন্নিকটে এক পাঁচি লাঠি পতিত। কোমরে একটি ছুরী বিলম্বিত। বালিকা কতকগুলি বনফুল সংগ্রহ করিয়াছিল, সে গুলি বোধ হয় বস্ত্রে বাঁধা ছিল; এক্ষণে ছড়াইয়া চারি দিকে পড়িয়াছে। নির্জ্জন গহ্বরে সুশীল যে সৌন্দর্য্য দেখিলেন, তেমন তিনি আর কখনও দেখেন নাই। এই চিত্রের পার্শ্বে তিনি আদরের চিত্র স্থাপিত করিলেন, তাহা নিষ্প্রভ হইয়া গেল। "বন দেবী"র পার্শ্বে "গৃহ লক্ষ্মী" মলিনা হইয়া গেল। "দূরীকৃতা খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ।"

তখন সুশীল বুঝিলেন যে, এই বালিকাই তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছে। গত [illegible]তে এ যদি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার সহায় না হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি এতক্ষণ ব্যাঘ্রের উদরে যাইতেন। [illegible] রূপে মুগ্ধ [illegible] প্রাণরক্ষার জন্য কৃতজ্ঞতা! আদর বুঝি সিংহাসন হইতে বিচ্যুত হয়!

সুশীলের উত্থান শব্দে হাওয়া চমকিত হইয়া চক্ষুরুন্মীলন করিল,

সচকিত ভাবে সুশীলের দিকে চাহিল; তৎপরে, বস্ত্র টানিয়া অঙ্গ আবরিত করিল। পরে, অতি মধুর স্বরে হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি কেমন আছেন?" সুশীল ক্ষুধার্থ হইয়াছিলেন, প্রায় দুই দিন তাঁহার উদরে কিছুই পড়ে নাই। তিনি বলিলেন,—"আপনি আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন, আপনার নিকট আমার জীবন চিরকালের জন্য বিক্রীত থাকিল। এখন আমাকে কিছু আহার করিতে দিয়া বাঁচান।" বালিকা ত্রস্তে বস্ত্র মধ্য হইতে আহারীয় বাহির করিয়া দিল। বন্য আহার; কিন্তু সুশীলের নিকট সকল দ্রব্যই উপাদেয়। তিনি আহার করিয়া অনেকটা প্রকৃতস্থ হইলেন। তখন বালিকা একটি ক্ষুদ্র মৃত্তিকা পাত্রে কি একরূপ পানীয় তাঁহাকে পান করিতে দিল, তিনি পান করিলেন। ... করিবার সময়ই বুঝিলেন যে, ইহা একরূপ পার্ব্বতীয় সুরা। ... কখনও সুরাপান করিতেন না; কিন্তু এ সময়ে এই ... টুকু পান করিয়া যেন তাঁহার শরীরে প্রাণ আসিল, অ... বল দেখা দিল; যেন মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার সকল ক্লেশ ... হইল।

বালিকা ইতিমধ্যে গহ্বর হইতে নিজের মেষ... করিয়া আনিল। তৎপরে, সুশীলকে বলিল,—"যদি আমাদের বাড়ী যান, তবে বড়ই ভাল হয়; কারণ, বিশ্রাম করিলে তবে আপনার শরীর সুস্থ হইবে।" ... প্রাণরক্ষা করিয়াছে, তাহার অনুরোধে কি রূপে "না... তিনি বলিলেন,—"আমাকে সিদ্ধাশ্রমে যাইতে হই... বলিল,—"তবে ত ভালই হইয়াছে। আমাদের গ্রামে... সিদ্ধাশ্রমে যাইবার পথ। আমি আপনাকে সেই ...

আসিব।” ইহাতে আর সুশীলের কি আপত্তি হইতে পারে? তিনি বালিকার সহিত কাবান জাতিদিগের বাসভূমে চলিলেন। পথে যাইতে যাইতে কাল সে যাহা যাহা করিয়াছিল, সকলই সুশীলকে বলিল। শুনিয়া, সুশীলের কৃতজ্ঞতা অধিকতর বৃদ্ধি পাইল।

পার্ব্বত্য পথ বড়ই শঙ্কটাপন্ন। অভ্যাস না থাকিলে, পর্ব্বত্র পথে বিচরণ করা বড়ই ক্লেশকর ব্যাপার। যাইবার সময় মধ্যে মধ্যে বালিকা সুশীলের হাত ধরিয়া তাহারই আশ্রয়ে এক পর্ব্বত খণ্ড হইতে অন্য পর্ব্বত খণ্ডে উঠিতে লাগিলেন। তিনি যেই বালিকার হাত স্পর্শ করেন, অমনি তাঁহার শিরায় শিরায় যেন কি এক আগুন ছুটে!

হরিণীর ন্যায় পবন গতিতে বালিকা শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গ গিয়া ... পথ দেখাইয়া, নিজ গৃহে লইয়া আসিল। তাহার পিতা ... আর কেহ ছিল না। বিনা কারণে কন্যার অনুপস্থিতে ...ই চিন্তিত হইয়াছিল। এক্ষণে হাওয়ার নিকট সকল ... তাঁহাদের কেবল যে চিন্তা দূর হইল, এরূপ নহে; ...কে দেখিয়াও বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। কাবান জাতি ...তিথি সংকারের জন্য বিখ্যাত।

[illegible] পরিচ্ছেদ।

আলয়ে সুশীল দুই এক দিন মাত্র থাকিবেন স্থির ...ন; কিন্তু দেখিতে দেখিতে দুই এক সপ্তাহ কাটিয়া যাওয়া হইল না। যে তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছে,

তাহার প্রাণে বেদনা দিয়া তিনি কেমন করিয়া চলিয়া যাইবেন! তবে তিনি যে বিবাহের দিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন, ভাবিয়াছিলেন, দুই দশ দিনের মধ্যে স্ফটিকের হার লইয়া দেশে ফিরিতে পারিবেন; কিন্তু আজ তিন মাস কাটিয়া গেল, তথাপি তিনি বাড়ী ফিরিতে পারিলেন না, এমন কি, বাড়ীতে কোন রূপ সম্বাদ পাঠাইতেও পারিলেন না। এখানে পোষ্ট আফিস বা টেলিগ্রাফ আফিস নাই যে, সম্বাদ পাঠাইবেন; নিকটেও কোন খানে নাই যে তথায় গিয়া সম্বাদ পাঠাইবেন। তিনি যাইতে চাহিলেই হাওয়ার মুখ বিষণ্ণ হয়, সে তাহাকে যাইতে দিতে চাহে না! তিনি ত পাষাণ নহেন! যে তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছে, তাহাকে কষ্ট দিয়া তিনি কেমন করিয়া যাইবেন। যতই দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল, ততই গৃহে ফিরিবার ব্যাকুলতাও তাঁহার হৃদয় হইতে ক্রমে বিলীন হইতে আরম্ভ হইল।

বনে বনে পাহাড়ে পাহাড়ে হাওয়ার সহিত তিনি দিবা রজনী বিচরণ করেন। কোন কোন দিন তাঁহারা এতই দূরে যাইয়া পড়েন যে, সন্ধ্যার পূর্ব্বে গৃহে প্রত্যাগমনের কোন আশা থাকে না। তখন উভয়ে কোন গহ্বরে প্রবিষ্ট হইয়া সুখের বাসরে রাত্রি কাটাইয়া দেন। এ সুখ, এ বিমল আনন্দ কখনও অনুভব করেন নাই; তাই এ সুখের সাগরে নিমগ্ন হইয়া, তিনি গৃহের কথা আদরের কথা একেবারে বিস্মৃত হইলেন। বোধ হয়, এইরূপ সুখেই তাঁহার জীবন কাটিয়া যাইত; কিন্তু এ সংসারে দিনের পর রাত, রাতের পর দিন যেমন হইবেই হইবে, তেমনই সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের পর সুখ, হইবেই হইবে।

এক দিন সহসা পর্ব্বত মধ্যে সুশীল, পুষ্কর তীর্থের সেই সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইলেন। তিনি হাওয়ার সহিত উপত্যকায় বনফুল চয়ন করিতে ছিলেন। বন ফুলে হাওয়াকে মনের মত সাজাইয়াছিলেন। এ এক চিত্র, সে আর এক চিত্র! আজ তিনি পার্ব্বতীয় বেশে পার্ব্বতীয়া বালিকার সহিত নির্জ্জন গিরি-উপত্যকায় সুখে ও প্রেমভরে বিচরণ করিতেছেন—আর সে আর এক দৃশ্য! তিনি সাহেব বেশে, জুতা মোজা পায় বহু মূল্য অলঙ্কারে ভূষিতা আদরকে লইয়া সুখে ও প্রেমে পুষ্করের সৌন্দর্য্য দর্শন করিতেছিলেন? সন্ন্যাসীকে দেখিয়া তাঁহার মুহূর্ত্ত মধ্যে এই দুই চিত্রের পার্থক্য উপলব্ধি হইল। তাঁহার আদরের কথা স্মরণ হইল। গৃহের কথা, পিতা মাতার কথা, সকলই স্মরণ হইল। তাঁহার হৃদয়ে প্রকৃতই বেদনা অনুভূত হইল। সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার লজ্জা হইল। আজ তিনি সন্ন্যাসীকে নিকটে পাইয়াও তাঁহার নিকট হইতে পলাইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু এক সময়ে দুরন্ত রৌদ্রে প্রাণের মায়া দূর করিয়া তিনি এই সন্ন্যাসীর সন্ধানে যাইতে ছিলেন! সংসারে সকলই পরিবর্ত্তনশীল!!!

তিনি পলাইতে চাহিলে হইবে কি। সন্ন্যাসী তাঁহাকে দেখিয়াই চিনিয়াছিলেন। তিনি নিকটে আসিয়া, তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন অগত্যা সুশীল সন্ন্যাসীকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিলেন। সন্ন্যাসী প্রথমেই একেবারে স্ফটিক হারের কথা তুলিলেন। বলিলেন,—"এবার না যাওয়াতেও আমি তোমাকে এ হার দিয়া ছিলাম।" এই বলিয়া তিনি হারটি সুশীলের হস্তে দিয়া, নিজ গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন। সুশীল সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাতে এতই লজ্জিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার

সম্মুখে তিনি দুই একটির অধিক কথা কহিতে পারেন নাই। যখন তিনি চলিয়া গেলেন, তখন তাঁহার বোধ হইল, যেন তিনি প্রকৃতই একটি বিপদ হইতে উদ্ধার হইলেন।

কিন্তু তিনি চলিয়া গেলে, আর এক বিপদ্ ঘটিল। হাওয়া সেই হার চাহিল! যে তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছে তাহাকে "না" বলেন কিরূপে! কিন্তু এবার তিনি বলিলেন,—"হাওয়া, এ হার আমি আর একজনকে দেবার জন্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি, এই হারের জন্যেই আমি সিদ্ধাশ্রমে যাইতেছিলাম, পথিমধ্যে তোমার সঙ্গে সাক্ষাতে আমি জগৎ সংসার ভুলিয়া গিয়াছি।" হাওয়া হাসিয়া বলিল,—"তবে এ হার তাকেই দিও।" সুশীল বালিকার সরলতায় বিমুগ্ধ হইলেন। আদরে তাহাকে হৃদয়ে আলিঙ্গন করিয়া, তাহার সেই কমনীয় ওষ্ঠে শত সহস্র চুম্বন করিলেন।

এই প্রেমের চিত্র দূর হইতে আর একজন দেখিল। দেখিয়া বিমুগ্ধ হইল, কিন্তু বেদনাও পাইল। এমন সুখ সে কখনই অনুভব করে নাই, তাহাই এত সুখ; কিন্তু যাহারা ভোগ করিতেছে, তাহাদের উপর তাহার মর্ম্মান্তিক ক্রোধ জন্মিল।

এটি হাওয়ার ভগিনী। হাওয়া হইতে ইহার বয়স দুই তিন বৎসর অধিক। কিন্তু এ ত হাওয়ার ন্যায় বন্যকুসুম নহে; ইহাকে দেখিলে পার্ব্বতীয় কাবাল জাতীয় কন্যা বলিয়া বোধ হয় না। পরিধানে পেশোয়াজ, ওড়না; পায় পাদুকা; সর্ব্বাঙ্গে স্বর্ণাভরণ।—দেখিলেই, পশ্চিম দেশীয় 'বাইজী' বলিয়া বোধ হয়। এই যুবতী হাওয়ার ন্যায় সুন্দর না হইলেও অপরূপ রূপবতী; তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কাবাল জাতীয়গণ স্ব স্ব কন্যাগণকে নৃত্য গীত শিক্ষা দিয়া বারবনিতা বৃত্তি অবলম্বন করাইতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না। হাওয়ার পিতা উভয় কন্যাকেই এই পথের অনুগামিনী করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু হাওয়া সম্পূর্ণ অসম্মত ছিল। তিরস্কার ভৎ´সনা ও নির্দ্দয় প্রহারেও সে সম্মত না হওয়ায়, সে পর্ব্বতশৃঙ্গে মেষপালিকা হইয়াছিল; কিন্তু তাহার জেষ্ঠ্যা ভগিনী দিল্লিতে গিয়া নৃত্য গীত আরম্ভ করিল। এক্ষণে সে তথায় "বুল্‌বুল্" নামে বিখ্যাত তরফাওয়ালী হইয়া অগণিত অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিল।

বহু দিবস পরে বুল্‌বুল্ এক বার পিতা মাতাকে দেখিতে আসিল। এখন তাহার পার্ব্বত্য গৃহ দেখিলে ঘৃণার উদয় হয়! তবে, পিতা মাতার প্রতি টান সহজে যায় না, তাই বুল্‌বুল্ কাবাল প্রদেশে আসিল। সে যখন আসিল তখন হাওয়া গৃহে ছিল না, সে দিবসই তাহারা ফিরিল না, রাত্রেও গৃহে আসিল না। বুল্‌বুল্ পিতা মাতার নিকট সুশীলের কথা শুনিল। ভগিনী হাওয়া যে, সুশীলার প্রেমে মগ্না, তাহাও বুঝিল। সুশীলকে দেখিবার জন্য তাহার মনে বড় কৌতূহল জন্মিল।

পর দিবস সে তাহাদের অনুসন্ধানে বহির্গত হইল। তাহাকে কষ্ট করিয়া অধিক দূর যাইতে হইল না, কিছু দূর গিয়াই সে সুশীল ও হাওয়াকে দেখিল। সে যাহা দেখিয়াছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

সুশীলকে দেখিয়া সে উন্মাদিনী হইল। ভগিনীর সুখ দেখিয়া, তাহার হৃদয়ে যেন সহস্র বৃশ্চিক দংশন করিল। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, যেমন করিয়া হউক, এই যুবককে লাভ করিবই

করিব। সে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিল না, লুক্কাইত ভাবে গৃহে ফিরিল। তথায় সকলের অজ্ঞাতসারে হাওয়া ও সুশীলার পানীয় সুরায় কি এক ঔষধ মিশাইয়া দিয়া, গৃহ পরিত্যাগ করিয়া দূরে লুক্কাইত হইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে, সুশীল ও হাওয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। উভয়ে পর্ব্বত-বিচরণে পরিশ্রান্ত হইয়া, সত্বর সেই পানীয় পান করিলেন। দেখিতে দেখিতে উভয়েই গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন হইলেন্। এক দিন এক রাত্রে সে নিদ্রা ভঙ্গ হইল না। তখন বুল্‌বুল্ পিতা মাতাকে বলিল,—"এই যুবককে আমার সঙ্গে দেও. আমি দিল্লিতে এর চিকিৎসা কর্ব্বো। ইনি যদি এখানে মরে যান তবে সরকার আমাদের সকলকে ফাঁসি দিবেন।" ফাঁসির কথা শুনিয়া তাহার পিতা মাতা তাহার প্রস্তাবে আর আপত্তি করিলেন না। যুবককে লইয়া বুল্‌বুল্ সানন্দ চিত্তে দিল্লি অভিমুখে যাত্রা করিল। মানুষের মধ্যে দেবী ও রাক্ষসী আছে!

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সাত দিবস সুশীল গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন। বুল্‌বুলের ঔষধের গুণে সাত দিনের মধ্যে তাঁহার আর কোনই সংজ্ঞা ছিল না। সাত দিন বুল্‌বুল্ তাঁহার মুখে চামচে করিয়া মুখ ঢালিয়া দিয়াছিল। তাহারই কতক তাঁহার মুখে গিয়া, তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছে। সাত দিবস পরে, যখন তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল, তখন

তাঁহার গর্ভ জীবনের প্রায় কোন কথাই স্মরণে নাই। কতক ঘটনা কেবল স্বপ্ন বলিয়া বোধ হয়। উহা মানস পটে এতই অস্ফুট ভাবে প্রকাশিত হয় যে, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। ঔষধ তাহার সর্ব্ব শরীর দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছে;—কেবল তাহাই নহে, তাহার মস্তিষ্কেও যেন আর কোন তেজ নাই। যখন তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন হাওয়ার কথা তাহার কিছুই মনে হইল না; তবে, তাহার মুখের সহিত বুলবুলের মুখের অনেক সাদৃশ্য ছিল।—হাওয়ার মুখখানি তাঁহার হৃদয় পটে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। সেই টুকুই কেবল মনে ছিল, আর কিছুই মনে ছিল না। তাই যখন বুলবুল্ বলিল যে, সেই তাঁহাকে তরাইজঙ্গলে প্রাণরক্ষা করিয়াছে, তখন তাহাই সত্য বলিয়া তাঁহার বোধ হইল। নানা কথার ছলনায় মায়াবিনী বুল্‌বুল্ তাঁহাকে ভুলাইল।

তিনি বিদ্যালয়ের ছাত্র। তাঁহার পিতা বড়ই কঠিন লোক, পাছে বিলাসের স্বাদ পাইয়া পুত্র লেখা পড়ায় তাচ্ছিল্য করিয়া অন্যান্য বড় লোকের ছেলের মত হইয়া যায়, এই ভাবিয়া তিনি পুত্রকে বিশেষ শাসনে রাখিয়াছিলেন। বিলাসিতা যে কি, তাহা সুশীল জানিতেন না। চিরকাল বই লইয়াই সময় কাটাইয়াছেন,—বিলাস যে কি, তাহা বুঝিতেন না। দিল্লিতে বুল্‌বুল্ তাহাকে বিলাস-সাগরে ডুবাইয়া ফেলিল। তিনি লালসা, কামনা, অভূতপূর্ব্ব সুখে মত্ত হইয়া সকলই বিস্মৃত হইলেন। আব্দর ও হাওয়া তাঁহার হৃদয় হইতে প্রায় বিলুপ্ত হইল। যখন তাহাদের কথা কোন রূপে তাহার স্মৃতি পথে উদিত হইত, তখনই বুল্‌বুল্ লালসায় অথবা বিলাসে কিম্বা সুরাপানে তাঁহার হৃদয় হইতে সে চিন্তা দূর করিয়া দিত।

এই রূপে সুশীলের বিবাহের পর এক বৎসর কাটিল। এত দিনের মধ্যে তিনি একবারও বাটীর কথা ভাবেন নাই; কিন্তু বুল্‌বুলের বাটীতে বসবাসে তাঁহার ক্রমেই টাকার প্রয়োজন হইল। তিনি দেশে সংবাদ পাঠাইলেন ও সংবাদ লইলেন। শুনিলেন, তাঁহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, তিনিই এক্ষণে তদীয় অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াছেন। পিতার মৃত্যুতে তিনি দুঃখিত কি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা আমরা জানি না।

দেশ হইতে ধারাবাহিক রূপে টাকা আসিতে লাগিল। দিল্লিতে সুশীল জলের ন্যায় টাকা ব্যয় করিতে লাগিলেন। বিজয় বাবু বেড়াইতে বেড়াইতে দিল্লিতে সুশীলের কীর্ত্তি শুনিলেন। তিনি যে অনেক দেখিয়া শুনিয়া, বিএ পাশ করা শিক্ষিত, সচ্চরিত্র ছেলের সহিত আদরের কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। সুশীলার কার্য্য কলাপ শুনিয়া তিনি হৃদয়ে বড়ই বেদনা পাইলেন। বলিলেন,—ইহাপেক্ষা জামাইয়ের মৃত্যু সংবাদ শুনিলে, আমি সুখী হইতাম। তিনি সুশীলের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। দেশ ভ্রমণ করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

দেশে আসিয়া দেখিলেন,—তাঁহার সংসারে এক পবিত্রতার হাট বসিয়াছে। তাহার কন্যা আদর আর সেই চপলা চঞ্চলা গরবিনী, হাস্যময়ী আদর নাই। সে গেরুয়া বসন ধারিণী সন্ন্যাসিনী হইয়াছে। তাঁহার গৃহ, আশ্রমে পরিণত হইয়াছে। শত শত দরিদ্র প্রত্যহ তাঁহার গৃহে আহার পাইতেছে, শত শত রোগী তাঁহার গৃহে প্রত্যহ চিকিৎসিত হইতেছে, শত শত অনাথ অনাথা তাহারা আশ্রয় পাইতেছে। এক বৎসরের মধ্যে তিনি গৃহের সম্বন্ধ লয়েন নাই, মধ্যে মধ্যে বাড়ী হইতে

তাঁহার নিকট টাকা যাইত, এই পর্য্যন্ত। তিনি দেশে ফিরিয়া তাঁহার নিজের বাড়ী নিজেই চিনিতে অক্ষম হইলেন; কেবল ইহাই নহে, আদরের তত্ত্বাবধায়নে তাহার বিষয় সম্পত্তিও দ্বিগুণিত হইয়াছে। এই সকল দেখিয়া তিনি চক্ষুর জল সম্বরণ করিতে পারিলেন না। কন্যার হাত দুইটি ধরিয়া বলিলেন,—"আদর, তোকে এই করিবার জন্য কি আমি এত যত্নে লালন পালন করেছিলাম!" আদর বলিল,—"বাবা, তিনি যতদিন না আইসেন, ততদিন আমি সন্ন্যাসিনীও ভিখারিণী। তিনি আসিলেই আবার যে আদর সেই আদরই হইব। তিনি আমাকে বলে গেছেন আসিবেন।

কোন্ প্রাণে বিজয়বাবু সুশীলের বৃত্তান্ত বলিয়া আদরের সরলত-মাখা কোমলপ্রাণে বেদনা প্রদান করিবেন! সুশীলের কথা শুনিলে বোধ হয়, আদর আর বাঁচিবে না। বিজয় বাবু কন্যাকে বলিলেন না বটে; কিন্তু আদর ক্রমে সুশীলের সকল কথা শুনিল। শুনিয়া সে বিশেষ বিচলিতা হইল বলিয়া বোধ হইল না; তবে, তাহার পিতার গৃহ-প্রত্যাগমনের পরই যে তীর্থ ভ্রমণের আয়োজন করিতে লাগিল।

এ দিকে, দিল্লিতে সুশীল বিলাস-সাগরে লালসার তরণীতে উৎসাহের ক্ষেপণী সঞ্চালন করিয়া, অধঃপাতের দিকে অগ্রসর হইলেন, বাটী হইতে মা আসিলেন, তিনি তাঁহার সহিত দেখাই করিলেন না! দেশ হইতে দেওয়ান আসিয়া সম্বাদ দিল, এক বার দেশে না গেলে, বিষয় সম্পত্তি আর থাকে না। সুশীল চাবুক মারিয়া তাঁহাকে দূর করিলেন। মায়াবিনীর মায়ায় তিনি পড়িয়াছেন, উদ্ধারের আশা কই?

এক্ষণে কিয়ৎকালের জন্ম আমরা পাঠকদিগের নিকট বিদায় লইতে ইচ্ছা করি। তাঁহারা আমাদের এই উপন্যাসের প্রথমাংশ পাঠ করিয়া ভাবিয়াছিলেন যে, ইহা আরব্য উপন্যাসের ন্যায় আর একখানি আজগুবী উপন্যাস ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুশীলের বাসর হইতে অন্তর্ধান, তাহার পর একেবারে পর্ব্বত গহ্বরে মূর্চ্ছা, তৎপরে একেবারে দিল্লির প্রাসাদে সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠ মধ্যে নিদ্রাভঙ্গ দেখিয়া, অনেকেই হয় ত ভাবিয়াছিলেন যে, গ্রন্থকার শীঘ্রই এক পরি, জিন্, বা ভূত আনয়ন করিবেন। সৌভাগ্যের বিষয় আমরা এই সকল অপদেবতার বিনা সাহায্যেই পাঠকদিগের এই সন্দেহ এতক্ষণে দূর করিতে সক্ষম হইয়াছি।

আর একটি কথা, আমাদের সুশীলকুমারের উপর কেহ রাগ করিবেন না। কলেজ হইতে বাহির হইয়াই রেলওয়ে ট্রেণে আদরের ন্যায় বালিকার চক্ষু হইতে কয়লা নির্গত করিয়া দিলেও তৎপরে, দুই মাস তাহার সঙ্গে সঙ্গে একত্র নানা দেশ ভ্রমণ করিলে সুশীলের কেন গ্রন্থকারেরও হইত। তাহার পর, আবার হাওয়া! তাহার পর বুলবুল্। সুশীল যুবক, সুশীল কলেজের ছেলে, সুশীল সংসার জ্ঞান বিরহিত যুবক। সুশীলের অবস্থায় পড়িলে পাঠকও যে ঠিক্ ঐরূপ করিবেন, তাহারও কোন সন্দেহ নাই।

সুশীল ইচ্ছা করিয়া করুন বা ঘটনাচক্রে করুন, যাহা করিয়াছিলেন, তাহাতে যাহা ঘটিবার তাহাই পরে ঘটিয়াছিল। অথবা দোষ কাহারই নয়, দোষ সেই কাল স্ফটিকের হারের।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—*—

দিল্লির পূর্ব্ব প্রান্তে এক বিস্তৃত প্রমোদ উদ্যান ছিল, এখনও এই উদ্যান অযত্নে জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া ইহার পূর্ব্ব শোভার স্মৃতি-স্বরূপে দণ্ডায়মান আছে। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন ইহার এ অবস্থা ছিল না।

উদ্যানে সারি সারি গোলাপ বৃক্ষে গোলাপ ফুটিয়াছে। বেল প্রফুল্লভরে হাসিতেছে, মল্লিকা বৃন্তে বৃন্তে ফুটিয়া হাসিয়া শাখায় শাখায় গড়াইয়া পড়িতেছে! কত রঙ্গের গাছ, কত রঙ্গের পাতা, কত জাতীয় লতা, কত জাতীয় ফুল! দেখিলে বোধ হয় যেন প্রকৃতির সকল সৌন্দর্য্য একত্রীভূত করিয়া এই উদ্যান সৃষ্ট হইয়াছে। উদ্যানের মধ্যস্থলে একটি সুন্দর প্রাসাদ। নিম্ন হইতে উপর পর্য্যন্ত এই সুন্দর অট্টালিকার সকল স্থানে কমনীয় মার্ব্বল প্রস্তরে আবরিত। প্রাচীরে এমনই সুন্দর পাথরের কাজ যে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে, উৎকৃষ্ট দর্পণাপেক্ষায় ও এই প্রাচীরে অতি সুন্দর রূপে সকল দ্রব্য প্রতিবিম্বিত হইত। নানা রঙ্গের ঝাড়, শাখাপ্রশাখা বিস্তৃত করিয়া বিপুল শোভায় শোভা পাইতেছে। প্রাচীরে ভাল ভাল ছবি ও সুন্দর সুন্দর দিয়ালগিরি নিজ নিজ

সৌন্দর্য্যে বিভোর হইয়া চারিদিকে সেই শোভা বিস্তৃত করিতেছে।

আজ এই উদ্যানে বড়ই আনন্দোৎসব! সমস্ত অট্টালিকা আলোকে আলোকিত হইয়াছে। সেই আলোক প্রাচীর ভেদ করিয়া যেন উদ্যানে প্রতিভাসিত হইয়াছে। অট্টালিকার মধ্য হইতে মৃদঙ্গের ঘন নিনাদ, হারমোনিয়ার মধুর শব্দ, রমণীকণ্ঠ নিঃসৃত মধুর সঙ্গীত, অলঙ্কারের রুণুঝুনু শব্দ এবং আমোদমত্ত যুবক যুবতীগণের উচ্চ হাস্য ধ্বনি, বাহিরে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে প্রাসাদ মধ্যে এমনই হাস্যের রঙ্গ উঠিতেছে যে, তাহা বহুদূর পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আজ এ উদ্যানে প্রকৃতই বড় ধূম!

এই সময়ে উদ্যানের পার্শ্বে একখানি গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। এই গাড়ী হইতে দুইটি রমণী ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হইলেন। লম্ফ দিয়া উপর হইতে একজন দ্বারবান্ নামিল। রমণীদ্বয়ের মধ্যে একজন তাহাকে বলিলেন,—"তোমার সঙ্গে আসিতে হইবে না, তুমি এইখানেই থাক।" দ্বারবান্ পশ্চাৎপদ হইল; কিন্তু রমণীদ্বয় উদ্যানের দিকে অগ্রসর হইলেই সে তাহাদের অজ্ঞাতসারে এক বৃহৎ যষ্টি হস্তে তাহাদের অনুসরণ করিল!

তাঁহারা উভয়ে উদ্যানের পশ্চাৎদিকে একটি ক্ষুদ্র দ্বারের নিকট আসিলেন। রমণী দ্বার উন্মোচনে উদ্যত হইলে তাহার সঙ্গিনী বলিলেন,—"এখনও বিবেচনা করিয়া দেখুন। আমরা একলা এই বাগানে প্রবেশ করিলে, বিপদ্ ঘটিতে পারে।" রমণী কেবলমাত্র মৃদুহাস্য করিলেন। তৎপরে, দ্বার উন্মুক্ত করিয়া উদ্যানে প্রবেশ কালে বলিলেন,—"তোমার যদি ভয় হয়, আসিও না!" তাহার

সঙ্গিনী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া উদ্যানে প্রবিষ্ট হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে আর একজন ও প্রবেশ করিল। সে দ্বারবান্ এক বৃহৎ যষ্টি স্কন্ধে ফেলিয়া সেও উদ্যানে প্রবিষ্ট হইল।

রমণীদ্বয় নিঃশব্দে অট্টালিকার পার্শ্বে আসিলেন; তৎপরে, প্রথমা রমণী দ্বিতীয়াকে বলিলেন,—"তুমি এই খানে দাঁড়াও, আমি একলা যাইব।" "তোমাকে বারণ করা বৃথা।" এই বলিয়া রমণী একটি গবাক্ষের পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। অপরে ধীর পাদক্ষেপে প্রাসাদে প্রবিষ্ট হইলেন।

প্রাসাদ মধ্যস্থ যুবক যুবতীগণ নিজ নিজ আমোদে এতই মগ্ন হইয়াছিল যে তাহারা, রমণীর গৃহ প্রবেশ লক্ষ্য করিল না। গৃহ মধ্যে দশ বারটি যুবতী পনর ষোলটি যুবক আমোদ প্রমোদ করিতেছেন। নৃত্য গীতাদি আমোদ প্রমোদ চলিতেছে, সুরার তরঙ্গ ছুটিয়াছে।

সহসা তাহাদের দৃষ্টি দণ্ডায়মানা রমণীর প্রতি পড়িল। নৃত্যশীলা সুন্দরী নাচিতে নাচিতে থামিল, কোকিলকণ্ঠা গায়িকা গাইতে গাইতে নীরব হইল, বাদ্যকর বাজাইতে বাজাইতে স্তম্ভিত হইল। সহসা যেন কি এক ইন্দ্রজালে সকলই পাষাণ মূর্ত্তিতে পরিণত হইল। সকলেরই দৃষ্টি রমণীর প্রতি স্থাপিত!

সকলই রমণীকে দেখিয়াছিলেন, কেবল এক জন দেখেন নাই। তিনি একটি পরম রূপবতী অর্দ্ধনগ্না যুবতীর দেহে অর্দ্ধ শায়িত হইয়া, তাহার গলার উপর হস্ত সংস্থাপন করিয়া, নিমীলিত নেত্রে নৃত্য গীতের সুখানুভব করিতেছিলেন। সহসা সঙ্গীত বাদ্য স্থগিত হওয়ায়, তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তিনী রমণীও চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন। দেখিলেন, এক স্বর্গীয়

জ্যোতীর্ম্ময়ী সন্ন্যাসিনী সম্মুখে দণ্ডায়মানা! অথচ, ইনি সেরূপ সন্ন্যাসিনী নহেন; ইহাঁর মস্তকে জটা নাই, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা নাই, হস্তে কমণ্ডলু বা ত্রিশূলও নাই, পরিধান ও বল্কল নহে।

অজানুলম্বিত কৃষ্ণ সুচিকণ কেশ পৃষ্ঠে তরঙ্গায়িত হইতেছে। হস্তে দুই গাছি সুবর্ণ বলয় ব্যতীত অঙ্গে আর কোন আভরণই নাই, পরিধানে এক খানি গেরুয়া রাঙ্গা শাড়ী; কিন্তু গেরুয়া রাঙ্গায় শাড়ী খানি পরিধানে না থাকিলেও, বোধ হয়, রমণীকে সন্ন্যাসিনী বলিয়া বোধ হইত; কারণ, একরূপ অপরূপ স্বর্গীয় জ্যোতি তাঁহার কমনীয় বদন হইতে প্রতিভাসিত হইতেছিল; বিশেষতঃ, অদ্য এই প্রমোদ উদ্যানের পাপ-দৃশ্যের মধ্যে এই দেবী মূর্ত্তির আবির্ভাবে তাঁহার পবিত্রতা যেন আর দীপ্যমান্ হইল।

পাপ সহস্র রূপে প্রবল হইলেও, পুণ্যের সম্মুখে মস্তকোত্তলন করিতে পারে না। পাপের সম্মুখে পূণ্য আসিলে, পাপ লজ্জাবতী লতার ন্যায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। এই দেবী কেবলমাত্র এই সকল সুরায় উন্মত্ত পাপপ্রাণ যুবক যুবতীদিগের সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, তাহাদিগকে একটি কথাও বলেন নাই; কিন্তু হইলে কি হয়, তবুও যেন তাহারা সকলে এতক্ষণে পাপকে চিনিতে পারিয়া লজ্জিত হইল। পবিত্রতাময়ী দেবীর সম্মুখে পাপের লজ্জায় একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল।

সহসা উন্নত ফণা সর্প দেখিলে, পথিক যেরূপ চমকিত হইয়া উঠে, সহসা সম্মুখে বজ্রপাত হইতে দেখিলে, মানুষ যেরূপ চমকিত হয়, সন্ন্যাসিনীকে দেখিয়া, সুশীলেরও ঠিক্ তাহাই হইল। তিনি লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

তখন সন্ন্যাসিনী একটু মৃদু মধুর হাসি হাসিয়া, ধীরে ধীরে আসিয়া, যুবকের হাত ধরিলেন; তৎপরে, অতি গম্ভীরে, অতি কোমল, অতি মধুর স্বরে বলিলেন,—"স্বামিন্! এই কি আমার স্ফটিক হার?"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—*—

সুশীল অনেক সহ্য করিয়াছিলেন, অনেক কথা শুনিয়াও শুনেন নাই। বন্ধু বান্ধবেরা নিন্দা করিয়াছে, আত্মীয় স্বজনেরা তিরস্কার করিয়াছেন, জননী কাঁদিয়াছেন; কিন্তু এ সকলের কিছুই সুশীলের কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াও হয় নাই। তিনি অধঃপাতের স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছিলেন, বুলবুলের মায়ায় সমস্ত জ্ঞান-বিরহিত হইয়াছিলেন। কোন কিছুতেই তাঁহার চৈতন্যোদয় নাই; কিন্তু আজ সহসা দপ্ করিয়া যেন তাঁহার চক্ষের উপর কি এক আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

তাঁহার পাপের জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে তাঁহার পরিণীতা পত্নী একাকিনী উপস্থিতা। তিনি তাঁহার বারবনিতা ও সুরার তরঙ্গময় সমুদ্রোকূলে দণ্ডায়মানা! ইহাতেই নির্ম্মম পাষণ্ডেরও হৃদয়ে অনুশোচনার উদয় হইত; কেবল তাহাই নহে, তিনি আদরকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিতেন, তিনিও তাঁহাকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিত। তিনি ত কোন অপরাধ করে নাই, তবে কি বলিয়া তাঁহার কোমল প্রাণে এত আঘাত দিতেছেন? কেবল ইহাই নহে, তাঁহাকে বিবাহের দিন বাসর ঘরে যে পরিত্যাগ

করিয়া, এক মাসের কড়ার করিয়া, তিনি আসিয়াছিলেন ; কেবল ইহাই নহে, আদর তাঁহার পাপপুরীর মধ্যে আসিয়া, তাঁহার হাত ধরিয়া সেইরূপ আদরে প্রথমেই সেই কাল স্ফটিকের মালার কথা বলিলেন। অমনি তাঁহার মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই পুষ্কর তীর্থের কথা হৃদয়ে উদিত হইল। সেই তাঁহারা দুই জনে কত সুখে পুষ্কর হ্রদের তীরে বিচরণ করিতেছিলেন। তিনি সন্ন্যাসীর সম্মুখে 'আদরকে এক বৎসর পরে যেমন করিয়া হয় স্ফটিক হার আনিয়া দিবেন,' প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, এই সকল এবং আরও শত সহস্র গত জীবনের কথা মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইল। হয় ত, আদর আসিয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিলে, তাঁহার হৃদয়ে এত বেদনা অনুভূত হইত না। তাঁহার বোধ হইল, যেন সহসা একটি বিষাক্ত তীর তাঁহার হৃদয় ভেদ করিয়া চলিয়া গেল।

তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না, একেবারে আদরের চরণতলে বসিয়া, বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিলেন। অতি আদরে, অতি যত্নে, অতি প্রেমে, আদর স্বামীর হাত ধরিয়া তুলিলেন ; তৎপরে তাঁহার হাত ধরিয়া, তাঁহাকে লইয়া সেই প্রকোষ্ঠ পরিত্যাগ করিবার উপক্রম করিল।

গৃহস্থ অন্যান্য সকলে কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় নিস্পন্দ ভাবে এই দৃশ্য দেখিতেছিল, কাহারও একটি কথা বলিবার সাহস হইল না ; কিন্তু যখন বুল্‌বুল্ দেখিল যে, সুশীল প্রকৃতই আদরের সহিত চলিয়া যান, তখন সে ছুটিয়া গিয়া, দুই হস্তে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইল। ইহা দেখিয়া, আদর অতি সস্নেহে বলিলেন,—"দরজা ছেড়ে দিন, স্ত্রীর হৃদয় হইতে স্বামীকে কি কাড়িয়া লইতে আছে ? আপনি যদি কাহারও স্ত্রী হইতেন তবে বুঝিতেন যে, ইহাতে স্ত্রীর

হৃদয়ে যে যাতনা, তেমন যাতনা বুঝি এ সংসারে আর নাই। বুল্‌বুল্ সুশীলকে হারাইবার ভয়ে উন্মত্ত প্রায় হইয়া জ্ঞান-বিরহিত হইল। সহসা ক্ষিপ্তা সিংহীর ন্যায় আসিয়া আদরের গলা ধরিল, মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার হৃদয়ে তাহাদের সেই পার্ব্বত্য বন্যভাব উত্তেজিত হইল সে এখনই সিংহবলে আদরের গলা ধরিল যে, আদরের শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল, চক্ষু বিস্ফারিত হইল। অন্য সময় হইলে, সুশীল কি করিতেন, তাহা বলা যায় না; কিন্তু আজ তাঁহার হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব ভাবের উদয় হইয়াছিল। বুল্‌বুলের উপর যে মায়ায় অভিভূত হইয়া, তিনি এত দিন মুগ্ধ ছিলেন, আজ সে মায়াজাল ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। তিনি আদরকে হত্যা করিতে উদ্যতা। বুল্‌বুলের সেই ক্রুদ্ধ মুখভাব দেখিয়া ভীত হইলেন। ভাবিলেন, এরূপ কদাকার মুখ তিনি জীবনে আর কখনও দেখেন নাই। সবলে তিনি বুল্‌বুল্‌কে আদরের নিকট হইতে দূর করিলেন; কিন্তু সে আবার ক্ষুধার্ত্তা ব্যাঘ্রী ন্যায় আদরকে আক্রমণ করিতে ছুটিল। এত দিন যাহাকে হৃদয়ে রাখিয়াও সুশীল মনে করিতেন, বুঝি বুল্‌বুলের কষ্ট হইতেছে, আজ তিনি সবলে সেই বুল্‌বুলের বুকে পদাঘাত করিলেন, বুল্‌বুল্ দূরে প্রাচীরে নিক্ষিপ্ত হইল। দারুণ আঘাতে বুল্‌বুলের মস্তক দিয়া রক্ত ছুটিল। সে একবারমাত্র রোধ কষায়িত লোচনে আদর ও সুশীলের দিকে চাহিল; তৎপরে, বলিল,—"বটে! এর প্রতিফল হবে!"

কিন্তু এ কথা সুশীল কিম্বা আদর কেহই শুনিতে পাইলেন না। তাঁহারা ততক্ষণে প্রকোষ্ঠ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—*—

দিল্লির সখের হাট ভাঙ্গিল। বিলাসের নদী শুখাইয়া গেল। 'বুল্‌বুল্ বাইজী'র আর সে ধূম ধাম নাই!

সুশীলের সহিত তাহার আর দেখা হয় নাই। যে রাত্রে আদরের সহিত সুশীলের দেখা হয় সেই দিনই সুশীল স্ত্রীর সহিত দিল্লি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পর দিন বুল্‌বুল্ শুনিল যে, সুশীল দিল্লি ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন!

সে প্রথম ভাবিল, সুশীল নিশ্চয়ই তাহার নিকট আসিবেন। তাঁহাকে সে যেরূপ মায়ায় মুগ্ধ করিয়াছিল, তাহাতে তাহার বিশ্বাস হইয়াছিল যে, তিনি কোন মতেই কখনও তাহার সেই মায়াজাল ছিন্ন করিতে পারিবেন না; কিন্তু বুলবুল দেখিল সে যাহা ভাবিয়াছিল, ঠিক্ তাহার বিপরীতই ঘটিল; অর্থাৎ, সুশীল আসিলেন না।

তখন সে স্বয়ং কলিকাতায় আসিল। কলিকাতায় আসিয়া শুনিল, সুশীল স্ত্রীকে লইয়া দেশে গিয়াছেন; সম্ভবমত শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন। তাঁহার প্রতীক্ষায় সে কলিকাতায় বাস করিতে লাগিল।

সত্যই সুশীল দেশে গিয়াছিলেন। তাহার বিষয় সম্পত্তি সকলই প্রায় যায় যায় হইয়াছিল। আর ছয় মাস অতিত হইলে, হয় ত তাঁহাকে পথের ভিখারী হইতে হইত। তাই কলিকাতায় আসিয়াই আদর স্বামীকে লইয়া শ্বশুরালয়ে চলিলেন—এই তাহার প্রথম শ্বশুরালয়ে গমন! বাড়ী আসিয়া সুশীল আত্মীয় স্বজনের

সহিত সাক্ষাতে, বিষয় কার্য্যে মনোনিবেশ করায় ও আদরের আদরে বুল্‌বুলের কথা একেবারে বিস্মৃত হইলেন। পাছে কলিকাতায় বুল্‌বুল্ তাঁহার অনুসন্ধানে আইসে, এই ভয়ে আদর সুশীলকে কলিকাতায় ছয় মাসের মধ্যে যাইতে দিলেন না। এক্ষণে সুশীলের হৃদয়ে যেরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহাতে এরূপ আশঙ্কার কোন কারণই ছিল না। এক্ষণে বুল্‌বুল্ বোধ হয়, কোন রূপেই আর তাঁহাকে নিজ মায়ায় বিমুগ্ধ করিতে পারিত না।

কিন্তু সে আশা পরিত্যাগ করে নাই। সে দুই মাস সুশীলের অপেক্ষায় কলিকাতায় থাকিলে; তৎপরে, তাঁহারাই অনুসন্ধানে রাজসাহী যাত্রা করিবে। যে গ্রামে সুশীলের নিবাস, গোপনে সেই গ্রামে আসিয়া সুশীলের অনুসন্ধান লইল। বুঝিল, তথায় আদরের অসীম প্রতাপ; ইচ্ছা করিলে, আদর তাহার প্রাণ নষ্ট করিয়া, তাহাকে পদ্মার জলে ভাসাইয়া দিতে পারেন। তাহার হৃদয় যে প্রকৃতিতে গঠিত, সে সেইরূপ ভাবনা করে। আদর বুল্‌বুল্‌কে হাতে পাইলে, তাহার প্রাণনষ্ট না করিয়া, বরং তাহাকে যে আদর যত্ন করিতেন তাহার কোন সন্দেহই নাই; কিন্তু তাহার হৃদয় ও আদরের হৃদয়ে অনেক প্রভেদ। সে আদরকে দেখিয়াই তাঁহার প্রাণনাশে উদ্যত হইয়াছিল; তাই সে ভাবিল যে, তাহাকে পাইলে, আদর নিশ্চয়ই তাহাকে হত্যা করিবেন। আর এই দূর পল্লিগ্রামে তাহাকে হত্যা করিয়া, পদ্মায় ভাসাইয়া দিলে, কেহই জানিতে পারিবে না। তাই সে ভয়ে ভয়ে পলাইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিল, তথা হইতে দিল্লি গেল। দিল্লিতে গিয়া, সে তাহার সমস্ত বিষয়াদি বিক্রয় করিয়া, পুনরায় কলিকাতায় চলিয়া আসিল। সে এতই গোপনে ও এতই সকলের

অজ্ঞাতসারে দিল্লি পরিত্যাগ করিয়াছিল যে, দিল্লিবাসিগণ সে যে কোথায় গেল, তাহা জানিতে পারিলেন না। তাঁহারা এই পর্য্যন্ত জানিলেন যে, দিল্লির বিখ্যাত বাইজী, বুল্‌বুল্ কোথায় চলিয়া গিয়াছে, এবং সে তাহার পূর্ব্ব ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়াছে। এক্ষণে সে কোথায় যে বাস করিতেছে, তাহাও কেহ বলিতে পারে না।

দিল্লি হইতে কলিকাতা আসিয়া বুল্‌বুল্ অতি গোপনে বাস করিতে লাগিল। সুশীল কলিকাতায় আসিয়াছেন শুনিয়া, তাহার সহিত সাক্ষাতের জন্য অনেক কৌশল ও চেষ্টা করিল; কিন্তু কোন মতেই সাক্ষাৎ করিতে পারিল না। তখন সে বুঝিল যে, এরূপ উপায়ে সুশীলের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিবার কোন সম্ভাবনা নাই; তাই সে প্রকাশ্য ভাবে এক দিন সুশীলের বাড়ী গিয়া সুশীলের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিল। আদর এ সম্বাদ পাইল না। সুশীল তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না; বরং যাহাতে বাটীতে প্রবেশ করিতে না পায়, ভৃত্যদিগকে সেইরূপ অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। প্রভুর আজ্ঞা পইয়া ভৃত্যগণ নানা কটু কাটব্য বলিয়া, তাহাকে অপমান করিয়া, বাটীর দ্বার হইতে তাড়াইয়া দিল। গরবিনী বুল্‌বুল্ ইহাতে হৃদয়ে যে বেদনা পাইয়াছিল, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন, সে হৃদয়ের দুঃখ, হৃদয়ে গোপন করিয়া, তথা হইতে চলিয়া গেল বটে; কিন্তু আশা পরিত্যাগ করিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—*—

আমরা বড়ই নিষ্ঠুর, আমরা বনফুল পাহাড়িয়া রত্ন হাওয়ার কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু যেমন বিচারকগণ বিচার করিতে করিতে এবং দোষীকে দণ্ড প্রদান করিতে একরূপ নির্ম্মল হৃদয় হইয়া পড়েন, তদ্রূপ গ্রন্থকারগণও নানা চরিত্র অঙ্কিত করিতে করিতে এমন পাষাণবৎ হইয়া পড়েন যে, তাঁহাদের কোন চরিত্র বিশেষের উপর আর কোনরূপ মায়া জন্মে না। কিন্তু পাঠকগণের হৃদয় ত আর সেরূপ নির্ম্মম নহে; তাঁহারা নিশ্চয়ই হওয়াকে ভাল বাসিয়াছেন এবং অনেক ক্ষণ তাহাকে না দেখিতে পাইয়া ও তাহার কথা না শুনিয়া, নিশ্চয়ই গ্রন্থকারের উপর বিরক্ত হইয়াছেন। পাঠকদিগের বিরক্তিভাজন হওয়া কর্ত্তব্য নহে। বিবেচনা করিয়া, এক্ষণে আমরা হাওয়ার কথাই বলিব।

নির্দ্দয়া ভগিনীর ঔষধে হাওয়ার ও সুশীলের ন্যায় সাত দিবস ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া রহিলে। বুল্‌বুল্ যেমন সুশীলের শুশ্রূষা করিতেছিল, হাওয়ার সেরূপ শুশ্রূষা করিবে কে? তবুও হাওয়াকে তাহার পিতা মাতা ভাল বাসিতেন। কেবল যে তাঁহারই তাহাকে ভাল বাসিতেন এরূপ নহে, সমস্ত কাবাল জাতিই তাহার গুণে ও চরিত্রে বিমুগ্ধ হইয়া, নিজ নিজ কন্যা ও ভগিনীর ন্যায় ভাল বাসিত। তাই সকলের শুশ্রূষায় হাওয়া প্রাণে মরিলে না।

বুল্‌বুলের ঔষধে যে হাওয়া ও সুশীলের এইরূপ হইয়াছিল, তাহা তাহাদের কাহারও মনে উদিত হইল না। তাহারা

বলিল,—"হাওয়া ও বাবুয়া (সুনীলকে তাহারা বাবুয়া বলিয়া ডাকিত। বাবু হইতে যে বাবুয়া হইয়াছে, ইহা বলা বাহুল্য।) একসঙ্গে বনে বনে ঘুরিত। বোধ করি, বনের মধ্যে তাহারা কোন খানে কি ফল খাইয়াছিল; তাহাতেই তাহাদের দুই জনের এইরূপ হইয়াছে।" তাঁহারা সকলে বলাবলি করিতে লাগিল। "বুল্‌বুল্‌ বাবুয়াকে না নিয়ে গেলে সকলকেই বিপদে পড়িতে হইত। সরকার বাহাদুর নিশ্চয়ই সকলকে কয়েদ করিতেন।"

তাহারা যে যত ঔষধ জানিত, সকলই ব্যবহার করিল; কিন্তু কিছুতেই হাওয়ার নিদ্রাভঙ্গ হইল না। সাত দিন পরে, সে যখন উঠিল, তখন তাহার আর নড়িবার সামর্থ্য নাই। তাহার শরীর শীর্ণ ও ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। তাহাকে দেখিলে, আর চিনিতে পারা যায় না। গোলাব ফুল বৃন্তচ্যুত করিয়া দুই চারি দিন রাখিলে, তাহার যেরূপ একরূপ ম্রিয়মাণ সৌন্দর্য্য হয়, হাওয়ারও ঠিক্ তাহাই হইয়াছিল।

সে চমকিত হইয়া চক্ষুরুন্মীলন করিল, ব্যাকুল ভাবে চারিদিকে দিকে চাহিল। সে যেন কাহাকে অনুসন্ধান করিতেছে। তাহার ভাব দেখিয়া, সে যে কাহাকে অনুসন্ধান করিতেছে বুঝিতে, কাহারও বিলম্ব হইল না। তাহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য, তাহাকে তাহার পার্শ্বস্থিত ব্যক্তিগণ সুশীলের কথা বলিল,—বুল্‌বুল্‌ তাহাকে লইয়া গিয়াছে, তাহারও ঠিক্ হাওয়ার ন্যায় রোগ হইয়াছিল।" বুল্‌বুলের নাম শুনিয়া, হাওয়ার হৃদয়ে যেন কি এক আলোড়ন উঠিল। কেমন কি যেন মনে হইল; অথচ, পরিষ্কার রূপে মনে হইল না। বুল্‌বুল্‌ যে তাহাদের বাড়ীতে আসিয়াছিল, তাহা সে

জানিত না। সে অতি ব্যস্ত ভাবে বুল্‌বুলের কথা ও সুশীলের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

আমাদের রোগ হইলে, সেই রোগ হইতে আরোগ্য হইয়া উঠিতে যত বিলম্ব হয়, পর্ব্বতবাসিনী হাওয়ার তাহা হইল না। দুই এক দিনের মধ্যেই সে প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিল; কিন্তু শরীর সুস্থ হইলে হইবে কি? সুশীলকে দেখিবার জন্য সে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল। সেই দিনই সে দিল্লি অভিমুখে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। তাহার পিতা মাতা এবং প্রতিবেশিগণ অনেক বুঝাইয়া তাহাকে দুই দিনের জন্য নিরস্ত করিল। তাহার পিতা মাতা তাহার সহিত দিল্লি যাইতে সম্মত হইলেন। বলিলেন,--"আর দুই দিন থাক, আমরা তোমার সঙ্গে যাইব।" অগত্যা, আর দুই দিন অপেক্ষা করিতে হাওয়া বাধ্য হইল।

এই সকল পাহাড়িয়া জাতির মধ্যে একরূপ লিপির প্রথা প্রচলিত আছে। এইরূপ কৌশলে স্ত্রী পুরুষ সকলেই নিজ নিজ ভাব লিখিয়া প্রকাশ করিতে সক্ষম হইত। এই সকল লেখার কোন অক্ষর ছিল না, কতকগুলি চিহ্ন দ্বারা পার্ব্বতীয়গণ নিজ নিজ মনের ভাব প্রকাশ করিত। এই সকল লেখা প্রায়ই প্রস্তর খণ্ডে কয়লার দ্বারা হইত। এক দিন হাওয়া সহসা এইরূপ একখণ্ড প্রস্তর দেখিল। দূর হইতে দেখিল তাহার উপর লিখিত রহিয়াছে—'হাওয়া!' তাহার নিজ নাম লিখিত দেখিয়া, সে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, সেই প্রস্তর খণ্ডের নিকট আসিল। আসিয়া দেখিল, তাহার উপর এই কয়টি কথা লিখিত আছে;—

"হাওয়া, বাবুয়াকে আমি ভাল বাসিয়াছি। ইহার আশা ছাড়। যদি পাইবার চেষ্টা কর ত বিপদ্ ঘটিবে।——বুল্‌বুল্।"

পড়িয়া হাওয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল। তাহার নিজের ভগিনী যে তাহার হৃদয়ে এরূপ বেদনা প্রদান করিবে, তাহা সে কখন স্বপ্নেও ভাবে নাই। দূর পর্ব্বতের নির্জ্জন প্রদেশে সে একটি হৃদয়-রত্ন কুড়াইয়া পাইয়া যত্নে হৃদয়ে ধারণ করিতেছিল। সে ভগিনীর অতুল ঐশ্বর্য্য, সুদৃশ্য অট্টালিকা, গাড়ীঘোড়া, প্রমোদ কানন, এ সকলের কিছুতেই কখনও লোভ করে নাই, তবে তাহার ভগিনী কেন তাহারা কুড়ান-ধনের প্রতি লোভ করিয়া, তাহার হৃদয় হইতে সেই ধন চুরী করিয়া লইয়া পলাইল।

সেই স্থানে পর্ব্বতে পৃষ্ঠ-সংলগ্ন করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সে কত ভাবনা ভাবিল। কতকক্ষণ যে সেইখানে সে বসিয়াছিল, তাহা সে জানে না। চারি দিক্ অন্ধকার হইয়া গিয়াছে দেখিয়া, সে উঠিয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—*—

পিতামাতার সহিত দিল্লি গমনের আর দুই দিন আছে। কালিকার দিন কাটিলেই পরশু সে দিল্লি যাত্রা করিবে। পর দিন যথা সময়ে সে মেষপাল লইয়া পর্ব্বতের উপত্যকাভিমুখে যাত্রা করিল।

সন্ধ্যা হইয়া গেল, সে ফিরিল না। রাত্রি প্রায় এক প্রহর অতীত হইল, তবুও সে গৃহে প্রত্যাগমন করিল না। তখন তাহার পিতামাতা চিন্তিত হইলেন। অন্য সময় হইলে, তাঁহারা বিশেষ ভাবিত হইতেন না, কতদিন যে রাত্রে গৃহে ফিরে নাই।

কিন্তু এই কয় দিনকার তাহার ভাব দেখিয়া, তাঁহারা ভীত হইয়াছিলেন। আজ সন্ধ্যার সময় যে গৃহে প্রত্যাগমন না করায়,তাঁহারা ভাবিলেন, হয় সে দিল্লি গিয়াছে, নতুবা সে আত্মহত্যা করিয়াছে। তবে তাহার দিল্লি গমনেরই অধিক সম্ভাবনা,ইহাই সকলে বলিল। তবুও হাওয়ার পিতা কয়েক জন প্রতিবেশী সমভিব্যাহারে তাহার অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। তাঁহারা পর্ব্বতের নানাস্থানে অনুসন্ধান করিলেন। যথায় যথায় তাহার মেষচারণের সম্ভাবনা,তাহারা সেই সেই স্থান তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু কোথায়ও তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। তখন তাঁহারা হতাশ হৃদয়ে গৃহের দিকে চলিলেন। কিয়দ্দূর আসিয়া এক পর্ব্বত-শৃঙ্গের পার্শ্বে মেষগুলিকে দেখিতে পাইলেন; কিন্তু হাওয়া তথায় নাই। সকলে অতি উচ্চৈঃস্বরে তাহাকে ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহাদের চীৎকার ধ্বনি শৃঙ্গে শৃঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল; কিন্তু কেহই উত্তর প্রদান করিল না। তাঁহারা পুনঃপুনঃ তূরীধ্বনি করিলেন, কিন্তু তাহাতেও কেহ উত্তর দিল না। তখন তাঁহারা অগত্যা বাধ্য হইয়া গৃহে ফিরিলেন।

পর দিন অতি প্রত্যূষে হাওয়ার পিতা কন্যার অনুসন্ধানে দিল্লি অভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রায় ছয় দিন পরে, তিনি দিল্লি পঁহুছিলেন; কিন্তু হাওয়া তথায়ও আইসে নাই। বুল্‌বুল্ তাহার কোনও সম্বাদ রাখে না। সুশীল তখনও প্রকৃত পক্ষে সুস্থ হইতে পারেন নাই। দিল্লিতে কন্যাকে না পাইয়া, হাওয়ার পিতা সমস্ত পথ কন্যার অনুসন্ধান করিতে করিতে দেশের দিকে ফিরিলেন; কিন্তু কেহই হাওয়ার কোন সম্বাদ দিতে পারিল না। তখন তিনি ভাবিলেন, হাওয়া নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিয়াছে। হাওয়ার

কোনও সম্বাদ পাওয়া গেল না দেখিয়া, কাবালগণ সকলই ভাবিল যে, হাওয়া নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিয়াছে।

কিন্তু আমরা জানি, হাওয়া আত্মহত্যা করে নাই। ভগিনীর লিপি পাঠ করিয়া সে উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিল। কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া, অবশেষে দিল্লি যাওয়াই স্থির করিল। তথায় গেলে যে, তাহার কি উপকার হইবে, তাহাও সে বড় ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। তবে পিতামাতার সহিত যাইবে না, ইহাও স্থির করিল। গোপনে গোপনে যাইয়া একবার সুশীলকে দেখিবে, মনে মনে ইহাই স্থির করিল। তাই সে কাহাকে কিছু না বলিয়া, মেষচারণের ছলে গৃহত্যাগ করিয়া পলাইল।

দিল্লি কোন্ দিকে,কোন্ পথে দিল্লি যাইতে হয়, তথায় যাইতে হইলে কত খরচ হয়,তাহার সে কিছুই জানে না ; কিন্তু সে দিল্লি। চলিল। পর্ব্বত ছড়িয়া নিম্নস্থ গ্রামে আসিয়া, একটি বৃদ্ধকে দিল্লির পথ জিজ্ঞাসা করিলেন। পরম রূপবতী কাবাল বালিকা দিল্লির পথ জিজ্ঞাসা করায়, বৃদ্ধ তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, তৎপরে বলিলেন,—“দিল্লি ত অনেক দূর! দিল্লিতে তুমি কোথায় যাবে?” হাওয়া বলিল,—“দিল্লিতে আমার বোন আছে, আমি তার কাছেই যাইব।” বুল্‌বুল্ যে কাবাল কন্যা তাহা সকলেই জানিত; কারণ, বুলবুল দেশে আসিবার সময় খুব ধূমধাম আসিত। বৃদ্ধা বলিলেন,—“বুলবুল বাইজী কি তোমার বোন?” হাওয়া ঘাড় নাড়িয়া “হুঁ-হা” বলিল। তখন বৃদ্ধ বলিলেন,—“এই পথে বরাবর গেলে, হরিদ্বার ষ্টেশন পাইবে। সেই খানে রেলে অনায়াসে দিল্লি যাইতে পারিবে।” হাওয়া আর দ্বিরুক্তি না করিয়া হরিদ্বারের দিকে চলিল।

সে ষ্টেশনে আসিল। সকলে গাড়ীতে উঠিতেছে দেখিয়া, সেও উঠিতে গেল। "টিকিট ?" তাহার টিকিট নাই। প্রহরিগণ তাহাকে যাইতে দেয় না। দিল্লি যাইতে হইলে, প্রায় দশ টাকা ভাড়া চাই; কিন্তু তাহার নিকট এক পয়সাও নাই। সে যে কি করিবে ভাবিয়া, আকুল হইল। টাকা কোথায় পাইবে! অথচ, দিল্লি না গেলেও নয়। তাহার তখন সহসা একটি কথা মনে পড়িল। যে স্ফটিক হার সন্ন্যাসী সুশীলকে দিয়া গিয়াছিলেন, তাহা তাহার নিকটই ছিল। সে সেই হার বাহির করিয়া ষ্টেশনমাষ্টারের নিকট জমা রাখিতে চাহিল। বলিল,—ফিরিয়া আসিয়া টাকা দিয়া হার লইব। কিন্তু তিনি তাহাতে অসম্মত হইলেন। তখন হাওয়া উন্মাদিনীর ন্যায় ইহাকে উহাকে তাহাকে সকলকে রাখিতে অনুরোধ করিল; কিন্তু কেহই সম্মত হইল না।

এই সময়ে বহুলোক জন সমভিব্যাবহারে কোন ধনবতী মহিলা ষ্টেশন প্রবেশ করিলেন। তিনি বোধ হয়, তীর্থ ভ্রমণে গিয়াছিলেন, দেশে ফিরিতেছেন। সঙ্গে বহু দাস দাসী।

সহসা তাঁহার দৃষ্টি সেই স্ফটিকের হারের উপর পড়িল, অমনি তিনি চমকিয়া উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ একজন ভৃত্য সেই বালিকাকে সঙ্গে করিয়া আনিল। সে নিকটে আসিলে, রমণী বহুক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; তৎপরে বলিলেন, "এই হার আমায় বেচিবে ?"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—*—

রমণী হাওয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মালা বেচিবে?" যে মালা কেহ লইতে চাহিতেছিল না, তাহাই ইনি লইতে ব্যগ্র হওয়ায়, অথবা, ইহাঁর মধুর কণ্ঠস্বরে মুগ্ধ হইয়া, অথবা, অন্য যে কোন কারণেই হউক না, হাওয়া বিস্ফারিত নয়নে রমণীর মুখের দিকে চাহিল; তৎপরে বলিল,—"বেচিব। আমি ফিরে এসেই টাকা দিব।" রমণী তাহার কথার অর্থ ভাল বুঝিতে পারিলেন না। বলিলেন,—তুমি আমাকে কিসের টাকা দিবে?"

"আপনি যে টাকা আমাকে দিবেন।"

"আমি এ হার কিনিলে, টাকা তোমারই হইবে; ফেরোৎ দিতে হইবে না।"

"আপনি হার ফেরোৎ দেবেন, আমি টাকা ফেরোৎ দিব।"

রমণী বালিকার সরলতায় মনে মনে হাসিলেন। ভাবিলেন,—"এরূপ সরল প্রকৃতি ত আর কখনও দেখি নাই।" তিনি প্রসংশা বাক্যে বলিলেন,—"তুমি আমাকে এই হার দেও, আমি তোমাকে অনেক টাকা দেব।" হাওয়া আবার নিজ নয়নদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া রমণীর দিকে চাহিল; তৎপরে বলিল,—"একেবারে?" রমণী বলিবেন,—"হাঁ।" সে বলিল,—"এ হার আমার নয়। আমায় কাছে আছে এই মাত্র। যাঁর হার, তিনি এ হার আর একজনকে দেবেন বলে ছিলেন; তাই, না হলে তিনি এ হার আমাকেই দিতেন? আমি তাঁর সঙ্গে দেখা কত্তে যাচ্চি। তিনি দিল্লিতে আছেন। তিনি না বল্লে আমি কেমন করে এ হার

আপনাকে দি।" রমণী অতি আদরের সহিত বালিকার সরলতামাখা কথাগুলি শুনিতেছিলেন। তাহার কথা শেষ হইলে, তিনি বলিলেন,—"তবে তাই ভাল, তুমি টাকা দিয়ে এ হার ফেরোৎ নিও; কিন্তু আমরাও দিল্লি যাচ্চি, তুমিও আমাদের সঙ্গে চল।" বালিকা বিশেষ আগ্রহে বলিল,—"আপনারা দিল্লি যাচ্চেন? আপনারা কি সেইখানে থাকেন?" রমণী বলিলেন,—"সেই খানে গেলেই তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা হবে।" এই বলিয়া তিনি নিজ লোকজনকে দিল্লির টিকিট ক্রয় করিতে অনুরোধ করিলেন। হাওয়ার জন্যও এক খানি ক্রয় করিতে বলিলেন।

দুই চারি মিনিট পরেই গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। রমণী হাওয়াকে লইয়া, সহচরীগণ একখানি প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিলেন। অন্যান্য সকলে পার্শ্বের গাড়ীতে উঠিল। আমাদের কি আর বলিতে হইবে যে, রমণী, আদর?

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আদর তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন, তিনি জানিতেন সুশীল কোথায় গিয়াছেন, তাই তিনি প্রথমেই হরিদ্বারে আসিল, তাহার স্মরণ ছিল, সন্ন্যাসী বলিয়াছিলেন যে, হরিদ্বারের নিকট সিদ্ধাশ্রম; সুতরাং, সুশীল নিশ্চয়ই হরিদ্বারে গিয়াছেন। তথায় গেলে, নিশ্চয়ই তাঁহার কোন না কোন সম্বাদ পাওয়া যাইবে। এই আশায় আদর হরিদ্বারে আসিলেন; কিন্তু তথায় আসিয়া তিনি বহু অনুসন্ধানেও সুশীলের কোনও সম্বাদ পাইলেন না। তখন হতাশ ও বিষণ্ণ চিত্তে তিনি ফিরিতেছিলেন; সহসা ষ্টেশনে হাওয়ায় হস্তস্থ স্ফটিক হারে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। ক্রমে হাওয়ার সহিত কথায় তিনি বুঝিলেন যে, এই বালিকার সহিত নিশ্চয়ই

সুশীলের সাক্ষাৎ হইয়াছিল; তাই তিনি অতি যত্নে হাওয়াকে সঙ্গে লইলেন।

গাড়ীতে উঠিয়া অর্দ্ধ ঘটিকার মধ্যে, সরলা হাওয়া একে একে সুশীলের সহিত তাহার প্রথম সাক্ষাৎ হইতে শেষ পর্য্যন্ত যাহা যাহা ঘটিয়াছিল; তাহার সকলই আদরকে বলিল। অনন্যমনা হইয়া আদর তাহার গল্প শুনিতেছিলেন, শুনিতে শুনিতে তাঁহার হৃদয়ে যে কত ভাবের উদয় হইতেছিল, তাহা বর্ণনা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

কিন্তু এ পর্য্যন্ত হাওয়া সুশীলের নাম করে নাই; তাই সন্দেহ একেবারে মিটাইবার জন্য আদর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁহার নাম কি?"

নাম! হাওয়া তাহা ত তাহাকে কখনও জিজ্ঞাসা করে নাই! সে বলিল,—"তাঁর নাম আমি জানি না। তাঁহাকে সকলে বাবুয়া বলিত।" আদর হাওয়ার প্রেমে বিমুগ্ধ হইলেন; মনে মনে ভাবিলেন,—"এ বালিকার ভালবাসার কাছে আমাদের ভালবাসা মুহূর্ত্তের জন্যও দাঁড়াইতে পারে না। এ-ই সত্য সুশীলকে ভালবাসে।" তিনি বালিকার নিকট সকল কথা শুনিয়া বুঝিলেন যে, সুশীল দিল্লিতে বুল্‌বুলের নিকট আছেন। পূর্ব্বে এ কথা দুই এক বার বোধ হয় শুনিয়াও থাকিবেন; কিন্তু তাহা তিনি কখনও বিশ্বাস করেন নাই। আজ যে তাঁহার এ কথা দৃঢ় বিশ্বাস হইল, তাহা নহে; তবে পূর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাস অনেক বৃদ্ধি পাইল সন্দেহ নাই।

সেই দিন হইতে আদর হাওয়াকে ঠিক্ নিজ ভগিনীর ন্যায় যত্ন আদর ও ভালবাসা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। এত আদর,

হাওয়া কখনও উপভোগ করে নাই। মানুষকে মানুষ যে এত আদর ও যত্ন করিতে পারে, তাহাও তাহার জ্ঞান ছিল না। সে আদরের আদরে একেবারে বিমুগ্ধ হইয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আদর দিল্লিতে আসিয়া একটি বাটী ভাড়া লইয়া তথায় বাস করিতে লাগিল। ভগিনী যাহা তাহার জন্য লিখিয়া আসিয়াছিল, হাওয়া তাহাও আদরকে বলিতে ভুলে নাই, তাহাতেই আদর তাহাকে বুল্‌বুলের বাড়ী যাইতে নিষেধ করিলেন। সে সুশীলকে দেখিবার জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইলেও আদরের কথা অন্যথা করিতে পারিল না।

আদর দিল্লিতে গোপনে থাকিয়া সুশীলের সংবাদ লইতে আরম্ভ করিলেন; ইহার জন্য তাঁহাকে বিশেষ ক্লেশ পাইতেও হইল না; কারণ, সুশীলের বাবুগিরি ও বড়মানুষীতে সমস্ত সহরে একটি ঘোর অন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল; তাঁহাকে সকলেই চিনিত, তিনি কি করেন না করেন তাহাতে সকলে জানিত। তাই আদর দিল্লিতে আসিয়া দুই তিন ঘণ্টায় মধ্যে সুশীলের সকল কথা জানিতে পারিলেন। সে সেই দিনই সুশীল বুল্‌বুলকে পার্শ্বে বসাইয়া ফীটন গাড়ীতে বিকালে হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছেন। এ দৃশ্য আদরের হৃদয়ে যে বেদনার উদ্রেক হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণই বর্ণনাতীত।

হাওয়াও এ দৃশ্য দেখিল; দেখিয়া, তাহার কমনীয় বদনে

বিপদের মেঘ ঘনীভূত হইল। তাহার ভাব দেখিয়া, আদর আদরে তাহার হাত দুইটি ধরিয়া বলিলেন,—"হাওয়া, ইনিই কি তোমায় বাবুয়া?" আদর কেবল মাত্র ঘাড় নাড়িয়া হাঁ বলিল! তাহার হৃদয়ের ভাব বুঝিবার জন্য আদর বলিলেন,—পুরুষ মানুষের মন বড়ই চঞ্চল!—দেখ, তোমার বাবুয়া বুল্‌বুল্‌কে পাইয়া কত সুখী হইয়াছেন!" শুনিয়া হাওয়া কেবলমাত্র বলিল,—"আপনি জানেন না, বুল্‌বুল্‌ নিশ্চয়ই ওঁকে ওষুধ খাওয়াইছে।"

আদর তাহার হাওয়ার প্রেমে পরাস্ত হইলেন। তিনি বুঝিলেন হাওয়া স্বচক্ষে সুশীলের পরিবর্ত্তন দেখিয়াও বিশ্বাস করিল না। তাঁহার ভালবাসা, হাওয়ার ভালবাসার নিকট দাঁড়াইতে পারে না। সুশীলকে বুল্‌বুলের সহিত দেখিয়া, তাঁহার রাগ হইয়াছিল, অভিমান হইয়াছিল, বিরক্তি জন্মিয়াছিল; কিন্তু হাওয়ার তাহার কিছুই হইল না। সে সুশীলের যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা স্বচক্ষে দেখিল; সুতরাং, তাহাতে অবিশ্বাস করিবার আর যো নাই, তবে সে ঔষধের দোহাই দিয়া মনকে প্রবোধ দিল, আদরের ন্যায় রাগ করিল না, অভিমান করিল না, বিরক্ত হইল না।

দিল্লিতে আসিয়া এক সপ্তাহ কাটিল। এক সপ্তাহের মধ্যে হাওয়ার সুশীলের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল না। আদর তাঁহাকে এক রূপ ধরিয়া বসিলেন। সে ত আদরের কথার অবাধ্য হইতে পারে না। এক সপ্তাহ পরে, এক দিন আদর হাওয়াকে নির্জ্জনে বলিলেন,— "হাওয়া, তোমাকে সুশীলের কাছে যেতে দিইনে কেন জান?" হাওয়া বলিল,—"বুল্‌বুল্‌ আমাকে ওষুধ খাওয়াইয়া মেরে ফেল্‌বে বলে বোধ হয়।" আদর লজ্জিত হইলেন। তিনি এত দূর স্বার্থশূন্যা

দেবী নহে। তিনি বলিলেন,—"হাওয়া, আমি তোমার মত এখনও হতে পারি নি। তোমার মত হবার আমার এখনও অনেক বিলম্ব আছে। আমি তোমার বাবুয়াকে চিনি; ওঁর নাম সুশীল, উনি আমার স্বামী। আমারই জন্যে স্ফটিকের হার আন্‌তে তোমাদের দেশে এসেছিলেন। তুমিই আমার স্বামীকে চুরি করে রেখেছিলে। আবার তোমার কাছ থেকে তোমার মন চুরি করে নিয়েছে।" হাওয়া বিস্ফারিত নয়নে আদরের মুখের দিকে চাহিয়া, তাহার কথা শুনিতেছিল। আদরে কথার সঙ্গে সঙ্গে তাহার নয়ন অধিকতর বিস্ফারিত হইতেছিল। সে আদরের সকল কথার ভাব গ্রহন করিতে পারিল কি না, সন্দেহ। আদর নীরব হইলে, সে ধীরে ধীরে মস্তক অবনত করিল। তখন আদর আবার বলিতে লাগিল,—"বুঝিলে হাওয়া, কেন আমি স্ফটিকের মালা দেখেই তোমায় ডেকেছিলাম? কেন তোমাকে আমি সঙ্গে করে দিল্লি এনেছি? কেন তোমাকে সুশীলের সঙ্গে দেখা কর্ত্তে দিইনে। তাই বলি, তুমি আমাকে নিতান্ত স্বার্থপর মনে কর না। আমি তোমার কাছ থেকে সুশীলকে কেড়ে নেব না। কারণ, তোমার ভালবাসা আমার ভালবাসা হইতে উচ্চ। তবে, আমাদের দু জনেরই উচিত, এই মায়াবিনী বুল্‌বুলের হাত হ'তে সুশীলকে যেমন করে হয় মুক্ত করা; না হ'লে, সর্ব্বনাশ হবে।" এই কথা বলিয়া আদর নীরব হইলেন, হাওয়া পূর্ব্বের ন্যায় বিস্ফারিত নয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল। তাহার হৃদয়ে কোনরূপ তরঙ্গ উত্থিত হইলেও, মুখে তাহার কোন চিহ্ন প্রকাশিত হয় নাই। বিশেষতঃ, আদরের এই দীর্ঘ বক্তৃতা সে যে বুঝিতে পারিয়াছিল, তাহাও আমাদের বোধ হয় না। সে কোন উত্তর

প্রদান করিল না দেখিয়া, আদর আবার আরম্ভ করিল,—“আমি একাকিনী সুশীলের সঙ্গে দেখা করিব। যখন সুশীল খুব আমোদ প্রমোদে মত্ত থাকিবেন, সেই সময়ে দেখা করিব। আমার বিশ্বাস আছে যে, আমি সুশীলকে এই মায়াবিনীর হাত হতে ছাড়াইয়া আনিতে পারিব। হাওয়া, তুমি আমার সঙ্গে যাবে?” হাওয়া এবার কথা কহিল। বলিল,—“যাব।”

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আরও এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। সুশীলের সহিত সাক্ষাতের সুবিধা ঘটিল না। হাওয়া প্রথম যে দিন আদরের কথা শুনিয়াছিল, সে দিন প্রকৃতই সে সকল কথার ভাব গ্রহণ করিতে পারে নাই; কিন্তু আদরের প্রত্যেক কথা যেন কে তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিল। তাহার কাণে সেই কথাগুলি যেন কে সর্ব্বদাই ধ্বনিত করিতেছিল। সাত দিবস ধরিয়া সে নির্জ্জনে এক একটি করিয়া আদরের প্রত্যেক কথা বুঝিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ক্রমে এক একটি করিয়া সে সকল কথা বুঝিল। সে নির্ব্বোধ ছিল না; সে শিক্ষিতা না হইলেও, সে পর্ব্বতবাসিনী বন্যজাতির কন্যা হইলেও, তাহার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ ছিল। সে চেষ্টা করিলে, অনেক বিষয় বুঝিতে পারিত। আদর বুল্‌বুলের সম্মুখে গিয়া সুশীলকে লইয়া আসিবেন শুনিয়া, সে ভীতা হইল। সে তাহার ভগিনীর চরিত্র জানিত। সে ভাবিল, হাতে পাইলে বল্‌বল্ আদরের প্রাণনাশ করিতে ত্রুটি করিবে না। যে এত যত্ন, এত

আদর যে তাহাকে করিতেছ, যে তাহাকে ভগিনীর ন্যায় ভাল বাসিতেছে, তাহার বিপদ্ সে জানিয়া শুনিয়া কি রূপে ঘটিতে দিবে পূর্ব্বে আদর হাওয়াকে সুশীলের নিকট যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন, এক্ষণে হাওয়া তাঁহাকে নিষেধ করিল। বুল্‌বুলের স্বভাবের কথা বলিয়া, তাঁহাকে অন্য উপায় অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিল; কিন্তু আদর তাহার কথা শুনিলেন না।

কত দিবস পরে, এক দিন তাঁহারা শুনিলেন যে, প্রমোদ উদ্যানে সুশীল আজ বড়ই আমোদ প্রমোদ করিবেন। শুনিয়া সেই দিনই রাত্রে সেই প্রমোদ উদ্যানে যাওয়া আদর স্থির করিলেন। হাওয়া তাহাকে আর একবার নিষেধ করিল; কিন্তু আদর তাহার কথা শুনিলেন না। বলিলেন,—"তোমার ভয় হয়, হাওয়া, তুমি যেও না।" আদর তাঁহার হৃদয়ের প্রকৃত ভাব বুঝিল না দেখিয়া, হাওয়ার চক্ষে জল আসিল। সে চক্ষের জল গোপন করিয়া আদরের সহিত যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

তাহার পর, যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা পাঠকগণ অবগত হইয়াছেন। শেষ সময়েও হাওয়া একবার আদরকে নিষেধ করিয়াছিল, তাহাও পাঠকগণ জানেন। আদর ও সুশীল উদ্যান পরিত্যাগ করিয়া গেলে, হাওয়া কি করিল তাহাই এক্ষণে বলিব।

আদর সুশীলকে লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন। তাঁহার সঙ্গে যে হাওয়া ছিল, তাহা তাঁহার একেবারেই স্মরণ হইল না। তাঁহারা দুই জনে চলিয়া গেলেন। হাওয়া সেই প্রমোদ উদ্যানে রহিয়া গেল। সে দেখিল যে, আদর ও সুশীল গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। সে দূরে দূরে তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল; সে দেখিল যে, তাহারা যাইয়া গাড়ীতে উঠিলেন। অমনি গাড়ী তীরবেগে

দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল। ছুটিয়া গিয়া আদরকে ডাকিতে তাহার হৃদয় সহিল না। সে নীরবে সেইখানে দণ্ডায়মান রহিল, যতক্ষণ গাড়ীর চাকার শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল, ততক্ষণ সে নীরবে সেইখানে দণ্ডায়মান থাকিল। তৎপরে, সে কি করিবে ও কোথায় যাইবে ভাবিতেছে; এমন সময়ে নিকটে কাহার পদশব্দ শুনিল। আদর হইলে, বোধ হয় কোন বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত হইতেন, কিন্তু সরলহৃদয় হাওয়া সেই খানে দণ্ডায়মান রহিল।

একজন আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল; তৎপরে, তাহাকে দেখিয়াই সিংহীর ন্যায় সে আসিয়া, হাওয়াকে আক্রমণ করিল। বলিল,—"রাক্ষসি তোরই এই কাজ!" যে আসল, সে বুল্‌বুল্‌!

নবম পরিচ্ছেদ।

—*—

হাওয়া আদরের ন্যায় দুর্ব্বল নহে, সে আদরের ন্যায় ক্ষীণদেহা নহে, সে আদরের ন্যায় বাঙ্গালির মেয়ে নহে! সে পার্ব্বতীয় জাতির কন্যা! সে কাবাল জাতির কন্যা! সে পর্ব্বতবিহারিণী মেষ-পালিকা! তাহার শরীরে অসীম বল! বুল্‌বুল তাহার ভগিনী হইলেও, সে দিল্লিতে লালিতা পালিতা হইয়া, বিলাসে বসবাস করিয়া, ক্ষীণদেহা হইয়া গিয়াছিল তাহার হৃদয়ে জাতীয় কাবাল তেজঃ প্রদীপ্ত থাকিলেও, তাহার শরীরে সে কাবাল-বল ছিল না। সে কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে দুর্ব্বল আদরের প্রাণ-সংহারে প্রায় কৃতকার্য্য হইয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে ভগিনীর নিকট হারিল। হাওয়া তৃণের

ন্যায় তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিল তৎপরে বলিল,—"বুলবুল, আমার উপর রাগ করিতেছ কেন?"

বুল্‌বুল্ ক্রোধে ফুলিতে ফুলিতে বলিল,—"এ তোরই কাজ। এ মাগীকে তুই সঙ্গে করে এনেছিস্; নতুবা, আর কে আনিবে?" হাওয়া বিপদ্‌ব্যঞ্জক হাসি হাসিয়া বলিল,—"কেন, তুমিও চোর, আমিও চোর! যাহার জিনিষ সে নিয়ে গেছে।" বুল্‌বুল্ তাহার কথার ভাব বুঝিতে না করিয়া বলিল,—"সে কি!" হাওয়া হাসিয়া বলিল,—"শুনিবে? তবে শোন; যিনি এইমাত্র এসেছিলেন, আর যাঁর সঙ্গে বাবুয়া চলে গেলেন, তিনি তাঁর স্ত্রী।" এই বলিয়া হাওয়া আদরের সহিত সাক্ষাতের পর, যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, আদ্যোপান্ত সমস্ত ভগিনীকে বলিল। নীরবে সকল শুনিল। শুনিয়া বলিল,—"তুই যেমন খবর দিয়েছিলি তোর তেমনই সাজা হয়েছে!

হাওয়া বলিল, "সাজা কি বোন! পরের জিনিষ লইলে, এমনই সহিতে হয়।" বুল্‌বুল্ তাহার কথায় কাণ না দিয়া বলিল,—"এক জনকে বাবুয়ার খবর দিয়ে এই সর্ব্বনাশ ঘটাইলি! এখন এই মাগী কোথায় থাকে, আমায় বলিয়া দে। আমি দেখিব এ কেমন করে সুশীলকে আমার হাত থেকে নিয়ে যায়!"

হাওয়া বলিল,—"তিনি কোথায় থাকেন, জানি না।" বুল্‌বুল্ শুনিয়া ক্রোধে উন্মত্ত প্রায় হইল। বলিল,—"জানি না? তুই এতদিন তার সঙ্গে বাস করেছিস্, তার সঙ্গে এই বাগানে এসেছিস্, এখন কি না আমার মুখের উপর বলিলি, আমি জানি না! আচ্ছা হাওয়া, তুমি থাক! তোমাকে এর জন্য কাঁদিতে হবে।"

সত্য সত্যই হাওয়া জানিত না। যে আদরের সহিত একত্র থাকিত বটে, কিন্তু দিল্লির কোথায় তাহারা থাকিত, তাহা সে জানিত না, কখনও কাহাকেও জিজ্ঞাসা করে নাই; এ সকল জানা যে আবশ্যক, তাহাও সে জানিত না। তাহার পর, সে একত্র আদরের সহিত বুল্‌বুলের উদ্যানে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু অন্ধকারে গাড়ী করিয়া আসিয়াছিল, কোন্ পথে কোথায় সে আসিয়াছিল, তাহাতে সে জানিতে পারে নাই। তাই ভগিনীর তিরস্কারে সে ক্রুদ্ধ হইল না। অতি মৃদুস্বরে বলিল,—"বুল্‌বুল্, বৃথা তুমি আমার উপর রাগ করিতেছ; কোন্ পাড়ার কোথায় আমরা থাকিতাম, তাহা আমি জানি না; আর অন্ধকারে গাড়ী করে এখানে এসেছি, কোন্ পথ দিয়া যে এসেছি, তাও ভাল দেখি নাই।" হাওয়ার এই কথায় বুল্‌বুল্ কতকটা প্রকৃতিস্থ হইল। বলিল,—"বোধ হয়, চেষ্টা কল্লে সেই জায়গাটা চিনতেও পার্ব্বি। আয়, আমার সঙ্গে, দু জনে আমরা এখনই তার অনুসন্ধানে যাব।" হাওয়া ইহাতে আপত্তি করিল না; কারণ, সেও সুশীলের সহিত একবার সাক্ষাৎ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল। বিশেষতঃ, এইরূপে সে একাকিনী কোন মতেই আদরের গৃহে উপস্থিত হইতে পারিত না। ভগিনীর আলয়ে থাকাও তাহার পক্ষে সম্ভব নহে, তাহাতে অনেক বিপদাপদ্ ঘটিতে পারে; সুতরাং, ভগিনীর সহিত সুশীলের অনুসন্ধানে যাওয়াই কর্ত্তব্য ভাবিয়া, সে বুল্‌বুলের প্রস্তাবে সম্মত হইল।

বুল্‌বুল্ তৎক্ষণাৎ একখানি গাড়ী আনিল। দুইজন ভৃত্য সমভিব্যাহারে তাহারা দুই ভগিনীতে সেই রাত্রেই সুশীলের অনুসন্ধানে চলিল। হাওয়া কোন পথই বলিয়া দিতে পারিল না। তখন রাত্রিও

অনেক হইয়াছে। রাজপথে কেহই নাই যে, কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে; সুতরাং, হতাশ হইয়া বুল্‌বুল্ গৃহে ফিরিল। সে ভগিনীর উপর যে কিরূপ রাগ ত হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা হয় না। কিন্তু তাহাকে হাতে রাখাও আবশ্যক; নতুবা, হয় ত সুশীল ও আদরের কোন সন্ধানই করিতে পারা যাইবে না। এই ভাবিয়া, সে সেই রাত্রি হাওয়াকে গৃহে আনিল। অত রাত্রে আর কোথায় আশ্রয় লইবে ভাবিয়া, হাওয়া আর তাহাতে আপত্তি করিল না। অতি প্রত্যূষে উঠিয়া তাহারা আবার সুশীলের অনুসন্ধানে বাহির হইল। কতক হাওয়ার সাহায্যে ও কত লোকজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া, বুল্‌বুল্ আদর যে বাড়ীতে বাসা লইয়াছিল, তথায় আসিল, দেখিল যে বাড়ীর দ্বারে কুলুপ! প্রতিবেশীকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহারা জানিল যে, বাটীতে যাঁহারা আসিয়া বাস করিতেছিলেন, তাঁহারা প্রায় অর্দ্ধ ঘটিকা পূর্ব্বে ষ্টেশনে চলিয়া গিয়াছেন। শুনিয়া, বুল্‌বুল্ উন্মাদিনীর ন্যায় গাড়োয়ানকে গাড়ী ষ্টেশনের দিকে ছুটাইতে আজ্ঞা করিল। প্রবল কশাঘাতে অশ্ব তীরবেগে ছুটিল; কিন্তু তাহারা যেই ষ্টেশনের নিকটস্থ হইয়াছে, অমনি বাঁশী বাজিয়া উঠিল। মহাশব্দে গাড়ী ছাড়িল। দূর হইতে বুল্‌বুল্ ও হাওরা দেখিল যে, গাড়ী কলিকাতাভিমুখে চলিয়া গেল। তখন বুল্‌বুল্ একেবারে হতাশ হইয়া গাড়ীতে বসিয়া পড়িল। রাক্ষসীর ন্যায় ভগিনীর দিকে চাহিয়া বলিল,—"তোকে এর ফল পেতে হবে।" হাওয়া কোন কথাই কহিল না, কেবলমাত্র একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল; কিন্তু তাহাতে সে হৃদয়ের বেগ উপশমিত করিতে চেষ্টা করিল।

গাড়ী চলিয়া যাইতে দেখিয়াও বুল্‌বুলের বিশ্বাস হইল না যে,

সেই গাড়ীতে সুশীল চলিয়া গিয়াছেন, তাই সে ষ্টেশনে আসিল। বুল্‌বুল্‌ বাইজীকে দিল্লির সকলেই চিনিত; সুশীলকেও দিল্লির আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলে চিনিয়াছিল; তাই বুল্‌বুল্‌ ষ্টেশনে আসিয়া সুশীলের কথা জিজ্ঞাসা করায়, তাহারা বলিল,—"হাঁ, এই গাড়ীতেই সুশীল বাবু কলিকাতায় গিয়াছেন।" তখন তাহার সন্দেহ মিটিল। সে এমনই রাক্ষসী-দৃষ্টিতে হাওয়ার দিকে চাহিল যে, তাহার বর্ণনা হয় না। সুখের বিষয় যে, হাওয়া সে দৃষ্টি দেখিল না।

দশম পরিচ্ছেদ।

—*—

সুশীল কলিকাতায় গমন করিলে, বুল্‌বুল্‌ যাহা যাহা করিয়াছিল, তাহা আমরা পাঠকদিগকে বলিয়াছি। হাওয়া কি করিল, তাহাও এক্ষণে বলিব।

ষ্টেশন হইতে বুল্‌বুল্‌ গৃহে প্রত্যাগমনে উদ্যত হইলে, হাওয়া যাইতে অসম্মত হইল। বুল্‌বুল্‌ তাহাকে ডাকিল। সে বলিল,—"আমি যাইব না।" তাহার উপর বুল্‌বুল্‌ এতই রাগত হইয়াছিল যে, তাহাকে আর ডাকিল না। ভাবিল,—"থাক্, যেমন পাজি তেমনই হবে।" এই বলিয়া সে গাড়ীতে উঠিয়া ক্রোধ ভরে চলিয়া গেল।

হাওয়ার রূপ সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল; অনেকেই তাহার সহিত কথোপকথন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল; কিন্তু গাম্ভীর বিপদাপন্ন মুখ দেখিয়া, কেহই সাহস করিয়া তাহার সহিত

কথা কহিতে সাহস করিল না। সে বহুক্ষণ ষ্টেশনের প্লাট্‌ফর্ম্মের উপর বেড়াইল। তৎপরে, ষ্টেশনের এক পার্শ্বে বসিয়া রহিল। সেই স্ফটিকের হার এখনও তাহার গলায় ঝুলিতেছে। আদর তাহার গলা হইতে হার খুলিয়া লয়েন নাই।

তাহার নিকট একটিও পয়সা ছিল না; অথচ, সে কলিকাতায় যাইবার জন্য গাড়ীর অপেক্ষায় বসিয়া আছে! কলিকাতায় যাইবে, কি আর কোথাও যাইবে, তাহাও সে জানিত না। সুশীলসহ যে গাড়ী যে দিকে গিয়াছে, সে সেই দিকে যাইবার গাড়ীর অপেক্ষায় বসিয়া আছে।

সে সমস্ত দিন সেইখানে বসিয়া থাকিল। ষ্টেশনের প্রাচীরে পৃষ্ঠ সংলগ্ন করিয়া সে বসিয়া রহিল। গত রাত্রে সে একবারও নিদ্রিত হয় নাই; তাই ষ্টেশনে কিয়ৎক্ষণ বসিয়া থাকিতে না থাকিতেই সে নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

সৌন্দর্য্যে লোকের হৃদয়ে ভয় ও ভক্তি উভয়েরই উদয় হয়। হাওয়ার ন্যায় সৌন্দর্য্যে লোকের মনে ভয় ও ভক্তি ভিন্ন আর কিছুই উদিত হয় নাই। ষ্টেশনে নিদ্রিতা হাওয়ার সৌন্দর্য্যে সকলেই বিমুগ্ধ হইয়াছিল; কিন্তু তাহার নিকট যাইতে কাহারও সাহস হয় নাই।

কতক্ষণ যে হাওয়া ষ্টেশনে নিদ্রিত ছিল, তাহা সে জানে না। কে যেন ধীরে ধীরে তাহার মস্তক নাড়িল, অমনি সে চমকিত হইয়া চক্ষুরুন্মীলন করিল। দেখিল, সম্মুখে একজন সাহেব দণ্ডায়মান! সে সাহেব দেখিয়া ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সাহেব বলিলেন,—"তোমার নাম হাওয়া?" হাওয়া ঘাড় নাড়িয়া হাঁ বলিল। সাহেব বলিলেন,—

"তুমি কলিকাতায় যাইবে? তুমি যাঁর সঙ্গে ছিলে, তিনি তোমাকে যেতে বলেছেন।" এবারও হাওয়া ঘাড় নাড়িয়া হাঁ বলিল। তখন সাহেব তাহাকে সঙ্গে আসিতে আজ্ঞা করিলেন। সে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

সাহেব তাহাকে Lady's waiting room এ বসাইয়া চলিয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, কলিকাতায় গাড়ী প্লাটফর্ম্মে আসিল —ঘণ্টা বাজিল। সাহেব আসিয়া হাওয়াকে একখানি সেকেণ্ড ক্ল্যাস Ladis Compantmentএ উঠাইয়া দিয়া বলিলেন,—"গাড়ী থেকে কিছুতেই নেব না। আর এই টিকিট খানা রেখে দেও, যদি কেউ দেখ্‌তে চায়, দেখাবে।" তৎপরে, তিনি তাহার হাতে দশটা টাকা দিয়া বলিলেন,—"পথে এই টাকা দিয়ে খাবার কিনে খেও।" হাওয়া সাহেবের সকল কথাতেই ঘাড় নাড়িয়া হাঁ বলিল। সাহেব তখন অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

রেলে উঠিয়া তখন আদরের হাওয়ার কথা মনে হইল। তিনি নিতান্ত নিষ্ঠুরের ন্যায় কাজ করিয়াছে ভাবিয়া, হৃদয়ে বিশেষ কষ্ট পাইলেন। ভাবিলেন, হয় ত বুল্‌বুল্‌ তাহার উপর না জানি কতই যন্ত্রণা দিতেছে! তিনি তখন সুশীলকে আদ্যোপান্ত সকল কথা বলিয়া বলিলেন,—"যেমন করে হয়, তাকে কলকাতায় আনা চাই,—না হ'লে হয় ত তার উপর কত অত্যাচার হবে।" সুশীল হাওয়ার সকল কথা শুনিলেন। কিন্তু হাওয়ার কথা তাঁহার কিছুই মনে ছিল না। হাওয়ার যে সকল কথা তাঁহার মনে হইত, তাহা সকলই বুল্‌বুল্‌ করিয়াছিল বলিয়া, তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। নানা উপায়ে বুল্‌বুল্‌ও তাঁহার হৃদয়ে এ বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছিল। সহসা সুশীলের এক দিন

য়ার নামটি স্মরণ হইল। তিনি তাঁহার মনের কথা বুল্‌বুল্‌কে বলিলেন। সে হাসিয়া বলিল,—"দেশে আমাকে হাওয়া বলে সকলে ডাকে।" এই রূপ সুশীলের মনে হাওয়ার যখন যে কথা উদিত হয়, মায়াবিনী বুল্‌বুল্‌ তখনই তাহা এমনই করিয়া বুঝাইয়া দেয় যে, তাহাতেই সুশীলের হৃদয়ে সকল সন্দেহ দূর হইয়া যায়। এই জন্য, আজ আদরের মুখে হাওয়ার কথা শুনিয়া, তাঁহার হৃদয়ে এক গভীরতর আলোড়ন উপস্থিত হইল। আজ তাঁহার মোহ আপনোদিত হইয়াছে। তিনি নিজ মনের কথা একটিও আদরের নিকট গোপন করিলেন না। শুনিয়া আদর বলিলেন,—"যাহাই হ'ক, তাকে যেমন করে হয়,আন্‌তে হবে।" সুশীল বলিলেন,—"আমি পরের ষ্টেশন হতেই টেলিগ্রাফ করিব।"

তাহাই হইয়াছিল। পরবর্ত্তী ষ্টেশনে গাড়ী আসিলে, সুশীল দিল্লির ষ্টেশন-মাষ্টার সাহেবকে এই কয়টি কথা টেলিগ্রাফ করিলেন ;—

"একটি সুন্দরী বালিকাকে ফেলিয়া আসিয়াছি। গলায় স্ফটিকের মালা আছে। জাতি কাবাল। নাম হাওয়া। বুল্‌-বুল্‌ বাইজীর বাড়ী ও অন্যত্র সন্ধান করিবেন। প্রয়োজন হইলে পুলিসকে তদণ্ডের ভার দিবেন। তাহাকে পাইলে, পরের গাড়ীতে কলিকাতায় পাঠাইবেন। তার যোগে এক শ টাকা পাঠান হইল, তাহার রেল-ভাড়া প্রভৃতি খরচের, তাহার নিকট টাকা নাই, কিছু টাকা তাহার সঙ্গে দিবেন।"

ষ্টেশন-মাষ্টার এই টেলিগ্রাফ পাইয়া, হাওয়ার অনুসন্ধান করিলেন ;—কিন্তু তাহাকে বিশেষ ক্লেশ পাইতে হইল না।

তিনি ষ্টেশনেই হাওয়াকে পাইলেন ও পরবর্ত্তী ট্রেণে তাহাকে কলিকাতায় রওনা করিয়া দিলেন।

ছুই দিন ছুই রাত্রি হাওয়া রেলে চলিল। সে একবারও গাড়ী হইতে নামে নাই। তাহার সৌভাগ্য বশতঃ সেই গাড়ীতে একটী সদাশয়া ইংরেজ-মহিলা যাইতেছিলেন। তিনি তাহার সরলতায় মুগ্ধ হইয়া ও তাহার জীবনের রহস্য বুঝিতে না পারিয়া, তাহার প্রতি বিশেষ স্নেহময়ী হইয়াছিলেন। তিনি তাহাকে বিশেষ যত্নে সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া কলিকাতা পর্য্যন্ত আসিলেন; নতুবা, হয় ত তাহাকে ছুই দিন অনাহারেই থাকিতে হইত। হয় ত তাহাকে পথে অনেক লাঞ্ছনাও সহ্য করিতে হইত। পথে মধ্যে প্রায় অনেক স্থলে তাহাকে রেল-কর্ম্মচারিগণ সেকেণ্ড-ক্ল্যাসের গাড়ী হইতে নামাইয়া দিতে আসিয়াছিল। পাহাড়িয়া বালিকা সেকেণ্ড-ক্লাসে যাইতেছে, তাহা কে সহজে বিশ্বাস করিতে পারে! কিন্তু মেম সাহেব তাহাদিগকে তাহার টিকিট দেখাইয়া, বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, সত্য সত্যই সে সেকেণ্ড-ক্ল্যাস গাড়ীতে যাইতেছে। বিশেষতঃ,—সুশীল পথি-মধ্যের সমস্ত বড় বড় ষ্টেশনে তাহার কথা ষ্টেশন-মাষ্টারকে বলিয়া টাকা রাখিয়া গিয়াছিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন,—“সে এই ষ্টেশন দিয়া গেলে, যেন তাহার বিষয়ে তৎক্ষণাৎ কলি-কাতায় টেলিগ্রাফ করা হয়; সুতরাং, গাড়ী থামিবামাত্র অনেক ষ্টেশনে ষ্টেশন-মাষ্টার তাহার গাড়ীতে আসিয়া, তাহার তত্ত্ব হইলেন এবং নিম্ন-লিখিতরূপ টেলিগ্রাফ সুশীলকে করিলেন “বালিকা নিরাপদে কলিকাতায় যাইতেছে।”

ছুই দিন পরে গাড়ী আসিয়া হাবড়া ষ্টেশনে দাঁড়াইল। মেম

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এখন তুমি কোথায় যাবে?" হাওয়া বলিল,—"জানি না।" তিনি বলিলেন,—"যদি কেহ তোমাকে না নিতে এসে থাকে, তবে তুমি আমার বাড়ী যেও তার পর, তোমার বন্ধুগণকে আমি তোমার সংবাদ দিতে চেষ্টা করিব।"

কিন্তু তাহা তাঁহাকে করিতে হইল না। গাড়ী ষ্টেশনে আসিবামাত্র, এক ব্যক্তি আসিয়া, হাওয়াকে সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার নাম হাওয়া?" হাওয়া ঘাড় নাড়িল। তিনি বলিলেন,—"আমি সুশীল বাবুর কলিকাতায় ম্যানেজার, তাঁরা কলিকাতায় থাকিলে, নিজেই আপনাকে লইতে আসিতেন।" এই বলিয়া তিনি পার্শ্ববর্ত্তী একজন দ্বারবান্‌কে হাওয়ার সকল দ্রব্যাদি গাড়ীতে তুলিতে আজ্ঞা করিলেন; কিন্তু হাওয়ার সহিত যে কোন দ্রব্যই নাই।

তখন হাওয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। সম্মুখে একখানি সুন্দর ফিটন গাড়ী দণ্ডায়মান। দুইটি বৃহৎ বলিষ্ঠ অশ্ব সেই ফিটনে সংযোজিত ম্যানেজার বাবু অতি সমাদরে হাওয়াকে সেই ফিটনে উঠাইলেন। বলিলেন,—"আমি অন্য গাড়ীতে যাইতেছি।" লম্ফ দিয়া দ্বারবান্ কোচবাক্সে উঠিল। সহিস ফিটনের দ্বার বন্ধ করিয়া, পা-দান তুলিয়া দিল। অশ্বদ্বয় ছুটিল। অরণ্যবাসী কাবাল কন্যা হাওয়া, কলিকাতার শোভা দেখিয়া যে কিরূপ বিস্মিত হইয়াছিল, তাহা আমরা বর্ণনা করিতে যাইব না। এক সুন্দর ফিটনে এক পাহাড়িয়া বালিকা যাইতেছে দেখিয়া, কলিকাতাবাসিগণও কম আশ্চর্য্যান্বিত হয়েন নাই।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—*—

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সুশীল আদরকে লইয়া রাজ-শাহীতে নিজ দেশে গমন করিয়াছিলেন; সুতরাং হাওয়া কলি-কাতায় আসিয়া তাঁহাদের দেখা পাইল না। সে ঘটনা-স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছিল! পেটুক বালককে খাবারের ঠোঙা দেখাইয়া, যেমন সঙ্গে সঙ্গে লইয়া যাইতে পারা যায়, সরলা হাওয়াকেও তেমনি সুশীলের নাম করিয়া, পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে পারা যায়। হাওয়াকে সুশীলের নাম করিয়া, যে যাহা করিতে বলিতেছে, সে তাহাই করিতেছে; যেখানে যাইতে বলিতেছে, সেই খানেই যাইতেছে।

যে দিন সে কলিকাতায় পৌঁছিল, সেই দিনেই সে আবার রাজশাহী যাত্রা করিল। আদর নিজ লোক জনকে এইরূপ অনুজ্ঞা করিয়াছিলেন। তাহার সঙ্গে যাইবার জন্য দুই জন বিশ্বস্ত দাসীকেও রাখিয়া গিয়াছিলেন। হাওয়া কলিকাতা আসিবামাত্র দাসীগণ তাহার বেশ পরিবর্ত্তন কররিয়া দিল তৎপরে, তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া, শিয়ালদহ ষ্টেশনে গাড়ীতে উঠিল।

যথাকালে হাওয়া রাজশাহীতে সুশীলের বৃহৎ প্রাসাদে উপস্থিত হইল। আদর মহাসমাদরে তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। সত্য সত্যই তিনি হাওয়াকে ভগিনী অপেক্ষা ভাল বাসিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বড় আদর বড় যত্ন!—কিন্তু কিছু-তেই তাহার হৃদয়ের সন্তোষ জন্মিল না। সে ব্যাকুল ভাবে চারি-দিকে যেন কাহারে অনুসন্ধান করিতে লাগিল দেখিয়া,

আদর বলিলেন,—"সুশীল, বাবু আজ এখানে নাই, কাল আসিবেন। আসিলেই তোমার সঙ্গে দেখা হইবে।"

দুই প্রহরের সময় আদর হাওয়াকে অতি যত্নে আপনার শয়ন-গৃহে লইয়া গিয়া শয়ন করাইলেন; তৎপরে, সহসা বলিল, "হাওয়া, তুমি একটু শুয়ে থাক, আমি এখনই আস্‌ছি।" এই বলিয়া সে পলাইল। হাওয়া কয় দিন রেলে আসিয়াছে, ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারও চক্ষে তন্দ্রা আসিল।

সুশীল জানিতেন না যে, হাওয়া আদরের শয়ন-গৃহে শয়ন করিয়া আছে। তিনি আদরের প্রত্যাশায় সেই প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইলেন। অমনি মহাশব্দে পশ্চাৎ হইতে দ্বার বন্ধ হইল। তিনি চমকিত হইয়া পশ্চাৎ ফিরিলেন। দ্বারের শব্দে হাওয়া চমকিত হইয়াছিল। সে মস্তক তুলিয়া দেখিল, সম্মুখে সুশীল তাহার মস্তক বিঘূর্ণিত হইল। সে চক্ষু মুদ্রিত করিল।

সুশীলও ফিরিয়া দেখিলেন, তাঁহার শয্যায় উপবিষ্টা হাওয়া। তাহাকে দেখিয়াই তাঁহার হৃদয়ে যেন সহসা কি এক আগুন জ্বলিয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত মধ্য তাঁহার গত ঘটনা সকল স্মরণ হইল। তিনি ভীত, হর্ষিত, লজ্জিত, দুঃখিত, সন্তুষ্ট ও সঙ্কুচিত হইলেন। তিনি ধীরে ধীরে হাওয়ায় নিকট আসিয়া, তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন,—"হাওয়া, আমাকে ক্ষমা করিবে কি?"

হাওয়া নয়ন বিস্ফারিত করিয়া, সুশীলের দিকে চাহিল; তৎপরে, ধীরে ধীরে তাহার নয়ন দুইটি জলে পূর্ণ হইয়া গেল। সে ধীরে ধীরে কেবলমাত্র বলিল,—"আমি হার এনেছি।"

বলিয়া, নিজ গলা হইতে স্ফটিকের হার খুলিয়া সুশীলের হাতে দিল। সুশীল হার লইয়া বলিলেন,—"হাওয়া, আদরকে এই হার দিবার জন্য আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি; না হলে, তোমাকে দিতাম,"—বোধ,হয়, তিনি আরও কত কি বলিতেন; কিন্তু হাওয়া তাহাতে বাধা দিয়া বলিল,—"আমি যে তাঁর দাসীরও দাসী!" ইহার উত্তরে কি বলিলেন, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, সুশীল অন্যমনে স্ফটিকের হার হাতে দুই চারি বার নাচাইলেন; তৎপরে, হার লইয়া নিজ গলায় পরিলেন। অমনি চারি দিকে শাঁখ বাজিয়া উঠিল! তিনি চমকিত হইয়া দুই চারি বার সরিয়া গিয়া চারি দিক্ ব্যাকুল নেত্রে চাহিতে লাগিলেন; কিন্তু কেবলমাত্র রমণী-কণ্ঠে নিসৃত মৃদু হাস্যধ্বনি তাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। তখন তিনি বুঝিলেন যে, বঙ্গ রমণীগণের "আড়ি পাতা" নামক চির কু-অভ্যাসে তিনি বিদ্রূপের গল্প পড়িয়াছেন। আর তাঁহার আদরই আজ তাঁহাকে লইয়া এই মজা করিতেছে।

অনেক ঠেলা ঠেলির পর, আদর দ্বার উন্মুক্ত করিয়া গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। হাসিতে তিনি গড়াইয়া পড়িতেছেন। তিনি হাসিতে হাসিতে হাওয়ার হাত ধরিয়া বলিলেন,—"বোন, আজ তোমার বে হ'য়ে গেল। রীতিমত মন্ত্র পড়ে বে পরে হবে,—তুমি আজ থেকে আমার সতিন হলে।" এই বলিয়া সে আদরে ও স্নেহে হাওয়ায় মুখ চুম্বন করিল। দূরে দাঁড়াইয়া সুশীল এই অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে ছিলেন।

আদর আসিয়া তাঁহার হাত ধরিলেন। এখন আর তাঁহার মুখে হাসি নাই। তিনি স্বামীর হাত ধরিয়া, বলিলেন"বল,আমার

গা ছুঁয়ে বল, একে বে কর্ব্বে ?" বল ? এ কথা যদি না বলত, আমি বিষ খাব, আত্মহত্যা কর্ব্বো।" এবারও সুশীল নীরব। আদর—গরবিনী আদর—সেই বাক্য কালের ন্যায় ঘাড় ফিরাইয়া, চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া, দূরে যাইয়া দাঁড়াইলেন; তৎপরে বলিলেন,—"এখনও বল ?" এবার সুশীল হাসিলেন। বলিলেন,—"কবে তোমার কোন্ কথা না শুনিয়াছি ?"

হাসিয়া আসিয়া আদর স্বামীর হস্তে ধরিয়া, বলিলেন,— "ও রকম ফাঁকা কথার, কাজ নয়, ! আমার ছুঁয়ে বল।" অগত্যা সুশীল তাহাই করিলেন। তবে বিবাহ গোপনে কলিকাতায় হওয়াই স্থির হইল; কারণ, সমাজের ভয় আছে। পার্ব্বতীয় কাবাল কন্যাকে বিবাহ করিলে, লোকে কি বলিবে!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—*—

যখন বুল্‌বুল্ দেখিল, কোন মতেই সুশীলকে পাইবার প্রত্যাশা নাই,—তখন সে আত্মজ্ঞান বিরহিত হইল। মনে মনে করিল, আদরের জন্যই সুশীলকে পাইতেছি না। আদর সুশীলের পার্শ্বে যত দিন আছে, কত দিন সে কিছুতেই সুশী-লকে পাইব না; সুতরাং, আদরকে সরাইতে হইবে। ক্রমে সে স্থির করিল যে, আদরের প্রাণনাশ না করিলে, সুশীলকে পাইবার কোন উপায় নাই। সে আদরকে হত্যা করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। মানুষ, যখন আর একজন মানুষকে হত্যা করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, তখন সেই চিন্তা

তাহাকে ক্রমে ক্রমে উন্মত্তপ্রায় করিয়া, তাহাকে সেই লোমহর্ষণ কাণ্ড করিবার উপযুক্ত করিয়া তুলে। বুল্‌বুলেরও ঠিক্ সেইরূপ হইল! সে এক শাণিত ছুরিকা কিনিল।—সর্ব্বদাই সেই শাণিত ছুরিকা লইয়া স্ফীত হইয়া বেড়াইতে লাগিল;—কিন্তু আদরকে হত্যা করিবার কোন সুবিধা ঘটিল না।

অবশেষে, সে আদরের একজন পরিচারিকাকে বহু অর্থ দিয়া হাত করিল। সে তাহাকে সুশীলের বাড়ীতে গুপ্তভাবে রাত্রে লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইল এবং যে গৃহে আদর শয়ন করেন সেই গৃহ দেখাইয়া দিবে বলিয়া, প্রতিশ্রুত হইল। তখন আশা পাইয়া, বুল্‌বুল্ আরও ভয়ানক হইয়া উঠিল; কিন্তু দাসী আজ, নয় কাল, করিয়া বহু দিন তাহাকে ঘুরাইল; অবশেষে, একদিন রাত্রে তাহাকে সুশীলের বাটীর গুপ্ত দ্বার দিয়া লইয়া গেল। বুল্‌বুল্ অন্ধকারে লুকাইয়া থাকিয়া অবসর খুঁজিতে লাগিল।

সেই দিন হাওয়ার ফুলসজ্জা। কলিকাতায় আসিয়া গুপ্তভাবে পুরোহিত ডাকিয়া আদর হাওয়ার সহিত সুশীলের বিবাহ দিলেন; তৎপর দিন অন্য ছল করিয়া, বাটীতে এক উৎসব করিলেন। নাচ, গান, বাজনা, খাওয়া, দাওয়া ধুম ধাম অনেক হইল। সকলে ভাবিল যে, সুশীল বাবু দেশে ফিরিয়া বন্ধুবান্ধবগণকে খাওয়াইলেন। হাওয়া ভাবিল,—তাহার বিবাহ উপলক্ষেই হইল। আদরও তাহাকে ইহা বুঝাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন।

আজ তাহার ফুলসজ্জা। সে এ সকলের কিছুই বুঝে না।

তাহাদের কাবাল দেশে এ সব কিছুই নাই। সে কলের পুত্তলিকার ন্যায় আদরের হস্তে ঘুরিতেছে ফিরিতেছে। আদর তাহাকে যাহা করিতে বলিতেছেন; সে তাহাই নীরবে করিতেছে।

ফুলের ভূষণে সাজাইয়া, তাহাকে পুষ্পে সুসজ্জিত পালঙ্কে শায়িতা করিয়া, আদর চলিয়া গেলেন;—সে'ও শয়ন করিয়া রহিল। কেন রহিল? কিসের জন্য রহিল? তাহা সে বুঝিল না।

এই সময়ে পা টিপিয়া টিপিয়া বুল্‌বুল্‌ সেই গৃহে প্রবেশ করিল। সে আদরের শয়ন গৃহ চিনিয়া লইয়াছিল। সে নীরবে নিঃশব্দে আদরের প্রত্যাশায় এই প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইল। সে জানিত না যে, আদর হাওয়ার সহিত বাস করিত। সে তাহার নিজের চিন্তাতেই মগ্ন ছিল, ভগিনীর সম্বাদ এক-বারও লয় নাই।

গৃহ-প্রবিষ্ট হইয়া সে দেখিল যে, একজন পালঙ্কের উপরে শয়ন করিয়া আছে। সে ভাবিল আদর, এবং তিলার্দ্ধমাত্র বিলম্ব না করিয়া ধীরে ও নিঃশব্দে পালঙ্কের নিকট গিয়া, শাণিত ছুরিকা উত্তোলিত করিল। হাওয়া অপর দিকে মুখ ফিরা-ইয়া শয়ন করিয়াছিল; সে তাহার আসন্ন মৃত্যু উপলব্ধি করিল না। আর এক মুহূর্ত্ত,—তাহার সুখের ফুলশয্যা রক্তে রঞ্জিত হয়! বিদ্যুতের মত ছুরিকা নামিল; কিন্তু ঠিক্ এই সময়ে কে আসিয়া তাহার হাত ধরিল; অমনি ব্যাঘ্রীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বুল্‌বুল্‌ ফিরিল। যিনি হাত ধরিয়াছিলেন,—তিনি বলিলেন,—"রাগ ত তোমার হাওয়ার উপর নয়,—আমার

উপর।" "আমি তোমাকে চাই!" এই বলিয়া মুহূর্ত্তে মধ্যে রাক্ষসী আদরের হৃদয়ে মধ্যে সেই শাণিত ছুরিকা সমূল বিদ্ধ করিল! অমনি এক বিকট চীৎকারে চারি দিক্ পূর্ণ হইয়া গেল। সেই চীৎকারে উপরেও বুল্‌বুলের অট্টহাস্য শ্রুত হইল।

চীৎকার শব্দে সকলে ছুটিয়া সেই প্রকোষ্ঠে আসিলেন। সুশীলও ছুটিয়া আসিলেন। আসিয়া, যে দৃশ্য দেখিলেন,—তাহাতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গের রক্ত শীতল হইয়া গেল!

দেখিলেন,—রক্তাক্ত কলেবরে আদর ভূমে পতিতা, তাঁহার হৃদয়ে এখনও ছুরিকা বিদ্ধ, পালঙ্কের উপরে হাওয়া মূর্চ্ছিত! আর দূরে দাঁড়াইয়া রাক্ষসী বুল্‌বুল্ উচ্চ হাস্য করিতেছে! বলিতেছে,—"কেমন! হয়েছ ত!"

সুশীল সত্বর গিয়া, আদরের মস্তক ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া বসিলেন। ধীরে ধীরে আদর চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। তখন ধীরে ধীরে তিনি বলিলেন,—"স্বামিন্. এক দিনে স্ফটিকের হার পাইলাম! কুক্ষণে পুষ্করে সেই কাল হার দেখিয়াছিলাম। আমি ত চলিলাম! আমার মাথায় পা দেও! হাওয়াকে—সুখে—রেখ।" আদর নীরব হইলেন। সুশীল উন্মত্তের ন্যায় শত সহস্রবার আদরকে ডাকিলেন। কে উত্তর দিবে?

দাসদাসীগণ বুল্‌বুল্‌কে ধৃত করিয়াছিল, কিন্তু সুশীলের ক্রন্দনে, সুশীলের ব্যাকুলতায় সে কেমন উচ্চ হাস্য করিতেছিল।

সুশীল কতক প্রকৃতস্থ হইয়া পালঙ্কের উপরিস্থ হাওয়ার নিকট গেলেন। তাহাকে ত কত ব্যাকুলে ডাকিলেন; কিন্তু

এ সংসারে সেও আর নাই! সে যেই দেখিল যে, ভগিনীর শাণিত ছুরিকা আদরের হৃদয়ে বিদ্ধ হইল, অমনি সে বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছিল।

দেখিয়া, সুশীল উন্মত্তপ্রায় হইলেন। ব্যাঘ্রের ন্যায় তিনি যাইয়া, বুল্‌বুল্‌কে বলিলেন,—"পিশাচি! আমার কি সর্ব্বনাশ করিলি!" বুল্‌বুল্‌ হাসিল। দাসদাসীগণ সুশীলকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। আজ যেন কোথা হইতে তাঁহার হৃদয়ে অসীম বল আসিল। তিনি বুল্‌বুল্‌কে ভূমে নিপাতিত করিয়া, তাহার গলা টিপিয়া ধরিলেন। সে প্রথমে দারুণ অনৈসর্গিক শব্দ করিল; তৎপরে, তাহার চক্ষু বিস্ফারিত হইল, ক্রমে সে অবাক্ হইয়া ভূমে ঢলিয়া পড়িল। ভৃত্যগণ শত চেষ্টাতেও সুশীলকে এই ভয়ানক লোমহর্ষণ কাণ্ড হইতে নিরস্ত করিতে পারিল না। সুশীল বুল্‌বুল্‌কে হত্যা করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া ভৃত্যগণ সভয়ে সরিয়া দাঁড়াইল।

তৎপরে, তিনি দেওয়ানকে ডাকিলেন। ডাকিয়া বলিলেন,—"আজ আমার সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। আমার শ্বশুর কাশীতে আছেন, তাঁকে সম্বাদ দিও, আর বলিও,—তাঁহার গুণধর জামাই—"

মুহূর্ত্ত মধ্যে সুশীল আদরের হৃদয় হইতে ছুরিকা টানিয়া লইয়া দণ্ডায়মান হইলেন দেখিয়া, ভৃত্যগণ তাঁহাকে ধরিতে ছুটিল; কিন্তু তাঁহার নিকটে আসিবার পূর্ব্বেই তিনি "গুণধর জামাই এমনই করে নিজের গলা নিজে কেটেছে!" বলে ছুরিকা গলায় বসাইয়া দিলেন।

তীর বেগে রক্ত ছুটিল। তিনি টলিতে টলিতে আদরের পার্শ্বে আসিয়া বলিলেন,—"তোমরা তিনজনই আমাকে ভাল বাসিতে, আমিও তোমাদের তিনজনকে ভাল বাসিতাম। ভালবাসিলে কি এই রকম হয়? যে সমুদ্র-মন্থনে সুধা উঠিয়াছিল, তাহাতেই আবার কালকূট—বিষও উঠিয়াছিল। আমার অদৃষ্ট গুণে বিষ উঠিল। বিষ!—বিষ!—বিষ!——"

সুশীল উঠিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু উঠিতে পারিলেন না, পড়িয়া গেলেন। দেখিয়া দাসদাসীগণ ভয়ে চারি দিকে ছুটিয়া পলাইল। সমস্ত বাটীতে এক বিপর্য্যয় কাণ্ড উপস্থিত হইল।

অর্দ্ধ ঘটিকা পরে, পুলিস আসিয়া বাড়ী অধিকার করিয়া লইয়া বসিল। ঘরে ঘরে লাল পাগড়ীর পাহারা বসিল। মৃতদেহ সকল হাঁসপাতালে লইয়া যাওয়া হইল। দেখিতে দেখিতে কলিকাতার গৃহে গৃহে এই লোমহর্ষন সম্বাদ প্রচারিত হইয়া পড়িল। সুশীলের আত্মীয় স্বজন পরিচিত ব্যক্তিগণ ব্যাপার কি, দেখিবার জন্য তাঁহার বাড়ীর দিকে ছুটিলেন; কিন্তু পুলিস কাহাকেও বাড়ী প্রবেশ করিতে দিল না।

* * *

আর আমাদের কিছুই বলিবার নাই। এই ঘটনার এক মাস পরে, এক দিন একজন সন্ন্যাসী আসিয়া বিজয় বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বলিলেন,—"মহাশয়, আপনার পুত্র আমার একছড়া স্ফাটিকের হার লইয়াছিলেন, যদি অনুগ্রহ করিয়া প্রত্যর্পণ করেন।"

বিজয় বাবুর মানসিক অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা বর্ণনা করা

নিষ্প্রয়োজন,—স্ফটিকের হার মৃত্যু কালে আদরের গলায় না থাকিলে; তিনি স্ফটিকের হারের কথা কখনও জানিতে পারিতেন না। সামান্য একছড়া স্ফটিকের হার রখিয়াই বা কি হইবে ভাবিয়া, তিনি সন্ন্যাসীকে সেই হার প্রত্যর্পণ করিলেন। সেই পর্য্যন্ত সেই সন্ন্যাসী ও সেই হারের আমরা আর কোন সম্বাদ রাখি না।

বিজয় বাবু এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছেন,—আজও কাশীতে বাস করিতেছেন।

সম্পূর্ণ।